পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 266 Thursday, 27 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৬৬ সংখ্যা ❋ ৯ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

২০ 'বিদ্রোহ' তৃণমূল সাংসদকে লোকসভার নোটিস

৭ দিনের মধ্যে জবাব তলব

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ দলবদল বিরোধী আইনে ২০ জন 'বিদ্রোহী' তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে করা আবেদনের ভিত্তিতে তাঁদের নোটিস পাঠাল লোকসভা সচিবালয়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নোটিস দেওয়া হয়েছে। নোটিস পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সাংসদদের নিজেদের বক্তব্য বা জবাব জমা দিতে বলা হয়েছে। লোকসভা সচিবালয়ের জারি করা নোটিসের তারিখ ২৫ আগস্ট। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮ জুন জমা দেওয়া পৃথক পৃথক আবেদনের একটি করে প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সাংসদদের পাঠানো হয়েছে। ওই আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল, ২০ জন তৃণমূল সাংসদ ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়েছেন এবং সেই কারণে সংবিধানের দশম তফসিল বা দলবদল বিরোধী আইনের আওতায় তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা উচিত। লোকসভা সদস্যদের দলত্যাগের কারণে অযোগ্য ঘোষণার নিয়ম অনুযায়ীই এই নোটিস দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সাংসদদের আবেদনের বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে। সেই বক্তব্য লোকসভার স্পিকারের বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি বছরের জুনে ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধেই আলাদা আলাদা হলফনামা জমা দিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত হওয়ার পর ওই সাংসদরা অন্য রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। লোকসভা সচিবালয়ের এই নোটিসের গুরুত্ব আরও বেড়েছে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর। ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে দ্রুত অযোগ্য ঘোষণার প্রক্রিয়া শেষ করার দাবিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে জবাব চেয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানিয়েছে, শুধু সাংসদদের নোটিস দেওয়া হয়েছে কি না, সেটিই একমাত্র প্রশ্ন নয়। অযোগ্য ঘোষণার পুরো প্রক্রিয়া শেষ হবে কি না এবং হলে কতদিনের মধ্যে হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। স্পিকারের হয়ে সওয়াল করা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, স্পিকারকে আলাদা করে নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ তিনিই তাঁর হয়ে আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আদালতকে আরও জানান, ২০ জন সাংসদকেই ইতিমধ্যে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। বাদল অধিবেশনের আগে লোকসভা সচিবালয় ২০ জন 'বিদ্রোহী' সাংসদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করেছিল। তবে প্রশাসনিকভাবে তাঁরা এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবেই রয়েছেন। কারণ তাঁদের ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়ায় একীভূত হওয়ার আবেদন এখনও পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে। ফলে একদিকে লোকসভা সচিবালয়ের নোটিস, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ-দুইয়ের জেরে ২০ জন তৃণমূল সাংসদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এখন তাঁদের জবাব এবং তার পরবর্তী আইনি ও সাংসদীয় প্রক্রিয়ার দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। দলবদল বিরোধী আইনে সাধারণত কোনও সাংসদ স্বেচ্ছায় দল ছেড়ে দিলে বা দলের নির্দেশ অমান্য করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অন্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁর সাংসদ পদ খারিজের প্রশ্ন ওঠে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা লোকসভার স্পিকারের হাতে। এই কারণেই ২০ সাংসদকে ঘিরে বর্তমান প্রক্রিয়ায় স্পিকারের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সব মিলিয়ে, সাত দিনের মধ্যে জবাব চেয়ে লোকসভা সচিবালয়ের নোটিস এই দীর্ঘদিনের দলবদল বিতর্কে নতুন মোড় এনেছে। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি এবং সংসদীয় প্রক্রিয়া-দুইয়ের মধ্যেই এখন নির্ভর করছে ২০ জন সাংসদের ভবিষ্যৎ।

কলকাতা বইমেলার অ্যাডভাইসরি কমিটিতে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার অ্যাডভাইজরি কমিটিতে বড়সড় রদবদল ঘটল। রাজ্য প্রশাসনে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘদিনের পুরোনো কমিটিকে ভেঙে নতুন সদস্য এনে পুনর্গঠন করা হল এই অ্যাডভাইজরি কমিটি। পূর্বে এই কমিটিতে শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, যোগেন চৌধুরীর পাশাপাশি অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ (ববি) হাকিমের মতো প্রভাবশালী তৎকালীন মন্ত্রীরা ছিলেন। তবে বছরের পর বছর কেন একই ব্যক্তিরা কমিটিতে বহাল থাকবেন এবং পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের একচ্ছত্র ভূমিকা থাকবে, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রকাশকদের একাংশ। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের কাছে গিল্ডের কাজ ও আচরণ নিয়ে লিখিত অভিযোগও জমা পড়ে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই প্রশাসনিক পদক্ষেপে কমিটির পরিবর্তন আনা হল। তবে গিল্ড বইমেলা আয়োজনের মূল দায়িত্বে বহাল থাকছে, সঙ্গে তাদের সহায়তায় কাজ করবে নতুন এই অ্যাডভাইজরি কমিটি। নতুন গঠিত অ্যাডভাইজরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দেবজিৎ সরকার, দেবজ্যোতি দত্ত, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুজা চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি স্বামী আর্যেশানন্দ ও স্বামী সারস্বতানন্দকে। নতুন এই কমিটি মেলার পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও নতুন মাত্রা আনবে বলেই আশা করা হচ্ছে। কলকাতা বইমেলাকে কোনও একটি সংগঠনের একক নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনে সমস্ত প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং বই বিক্রেতার জন্য উন্মুক্ত করার দাবি অবশ্য আগেই উঠেছিল। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর জন্মদিন উপলক্ষে মহাজাতি সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও বইমেলায় ভারতীয়ত্বের ছাপ থাকা এবং সেটিকে সকলের বিচরণক্ষেত্র করে তোলার দাবি জানিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে শতাধিক প্রকাশক, মুদ্রাকর ও বই বিক্রেতা অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে গবেষক-বিজ্ঞানী তথা আরএসএস-এর দক্ষিণবঙ্গের প্রচারক জিষ্ণু বসু এবং কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের তরফে দেবজিৎ সরকার জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে গিল্ড একা বইমেলার যাবতীয় দায়িত্ব নেবে না। বইমেলা পরিচালনায় সকলকে সঙ্গে নিয়েই এগোনোর কথা বলা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকারের নতুন কমিটি গঠনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

'দেশটা কোনও ধর্মশালা নয়, থাকার অধিকার শুধু নাগরিকদেরই'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে এক উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তার প্রধান ভিত্তি হল দেশের শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। দিল্লিতে গোয়েন্দা ব্যুরো-র জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আগামী দু' দশকের জন্য সুবিশাল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্লুপ্রিন্ট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার এবং প্রযুক্তির নিত্যনতুন আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে আগাম কৌশল গ্রহণের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। সীমান্ত সুরক্ষাকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রথম শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, গত আট মাসে ভারতের সমস্ত স্থলসীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চালিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যগুলির সঙ্গে এক চার স্তম্ভের সমন্বিত সীমান্ত সুরক্ষা কাঠামো ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য দ্রুততম সময়ে দেশকে সম্পূর্ণ অনুপ্রবেশকারী-মুক্ত করা। কড়া

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগামী এক বছরের মধ্যে তিনটি নতুন অপরাধ আইন পুরোপুরি কার্যকর করাই কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। এর ফলে নিম্ন আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যে কোনও মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে করা সম্ভব হবে এবং অপরাধীদের সাজা দেওয়ার হার (কনভিকশন রেট) অন্তত ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআই-এর বিরুদ্ধে অভিযানকে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বিত সুরক্ষার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি 'প্রহার' কৌশলকে কাগজের কলম থেকে বের করে দৈনন্দিন নিরাপত্তা অভিযানের অংশ করার আহ্বান জানান। এতে জঙ্গি নেটওয়ার্কগুলি মূল থেকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে। পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে 'নারকোটিক্স কন্ট্রোল ভিশন ডকুমেন্ট ২০২৬-২০২৯' মাঠপর্যায়ে কঠোর ভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'শনাক্তকরণ বিঘ্ন ঘটানো এবং ধ্বংস করা'- এই তিন নীতিতে মাদক পাচার সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা

ভাষায় শাহ মন্তব্য করেন, ''এই দেশটা কোনও ধর্মশালা নয়। এই দেশে বসবাস করার এবং সুবিধা পাওয়ার অধিকার কেবল ভারতের নাগরিকদেরই রয়েছে।'' বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা জাতীয় নিরাপত্তা, দেশের অর্থনীতি এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যের (ডেমোগ্রাফি) জন্য মারাত্মক হুমকি বলেও সতর্ক করেন তিনি। পূর্বতন সরকারগুলির দূরদর্শিতার অভাবকে দায়ী করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অতীতের শাসকদলগুলি যদি মাদক পাচার, নকশালবাদ কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের অশান্তিকে শুরুতেই প্রতিহত করার উদ্যোগ নিত, তবে দেশকে কয়েক দশক ধরে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক সংকটের মুখোমুখি হতে হত না। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের তিনটি প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার 'হটস্পট' সফল ভাবে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সিসিটিএনএস, আইসিজেএস, ন্যাটগ্রিড এবং নাফিস-এর মতো তথ্য ভাণ্ডার যুক্ত করে এক শক্তিশালী গোয়েন্দা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। তরুণ পুলিশ ও গোন্দো আধিকারিকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা ইন্টিগ্রেশন ও আচরণগত বিশ্লেষণ ব্যবহারের পরামর্শ দেন তিনি। অর্থনৈতিক অপরাধী ও পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের অবস্থানের কথা উল্লেখ করে শাহ জানান, ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রায় ২৭৪ জন অর্থনৈতিক অপরাধী ও পলাতককে বিদেশ থেকে ভারতে প্রত্যর্পণ বা নির্বাসিত করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া মাল্টি-এজেন্সি সেন্টার-এর আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে বৈশ্বিক অস্থিরতা, শক্তি ও সম্পদের অনিশ্চয়তা, সাইবার ভুয়ো তথ্য এবং কট্টরপন্থা বিস্তারের মতো নতুন হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

পুরসভার ভোটে ১৭০-১৮০টি আসন পাব, সনাতনী মেয়র পাবে কলকাতা। সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য দিনক্ষণ এখনও সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সেরে ফেলেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কলকাতা পুরসভার ভোটের জন্য ইনচার্জ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে। আর দায়িত্ব পাওয়ার পরই তিনি জেতার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, আসন্ন নির্বাচনে ১৭০-১৮০ আসন পাবে বিজেপি। সূত্রের খবর, আগামী নভেম্বরেই হতে পারে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন এবং আগামী সাত ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন বোর্ড গঠন করার বিষয়ে একাধিকবার ইঙ্গিত দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই কৌশল সাজাচ্ছে শাসক শিবির। সেই প্রেক্ষিতেই সুকান্তর বক্তব্য, ১৪৪টি ওয়ার্ডের হিসেবে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বিজেপি ১০১ আসনে এগিয়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০৯টি আসন হলে দল অনায়াসে ১৭০-১৮০টি আসনে জিতবে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, বিজেপি জিতলে আগামী দিনে সনাতনী মেয়র পাবে কলকাতাবাসী। বিধানসভা নির্বাচনের পর কলকাতা পুরসভাতেও কি বিজেপি ঝড় দেখা যাবে? সুকান্ত মজুমদার কিন্তু এই বিষয়ে ভীষণ আশাবাদী। তাঁর কথায়, এই ভোটে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপিই হতে চলেছে, অন্য কোনও দল নয়। কারণ বিধানসভা ভোটের নিরিখে পুরসভায় ১০১ আসনে এগিয়ে থাকলেও এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ভোটের প্রচার, সংকল্পপত্র (ইস্তেহার) তৈরি এবং প্রার্থী ঝাড়াই-বাছাইয়ের জন্য বিজেপির তরফ থেকে একটি বিশেষ কমিটি ও সাংগঠনিক পদের তালিকাও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী স্বাক্ষরিত এক অফিসিয়াল সার্কুলার প্রকাশ করা হয়। পুরসভা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার জন্য নতুন ইন-চার্জ, কনভেনর ও কো-কনভেনর নিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার ইন-চার্জ ডঃ সুকান্ত মজুমদার (কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকার), কো ইন-চার্জ শ্রী অনিন্দ্য ব্যানার্জী (রাজু) (রাজ্য সহ-সভাপতি), কনভেনর শ্রী তাপস রায় (এমআইসি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), কো-কনভেনর শ্রী রীতেশ তিওয়ারি (কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক)। হাওড়া পুরসভার ইন-চার্জ শ্রী রাহুল সিনহা (রাজ্যসভার সাংসদ), কনভেনর শ্রী সংঞ্জয় কুমার সিংহ (বালির বিধায়ক)। এই নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্য বিধানসভায় দু'টি বিল পাশ করানো হয়েছে। মূলত হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ ও কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পুরসভায় জমা পড়েছে। ফলে, কী হাওড়া, কী কলকাতা পুরসভা, এই দুই যমজ শহরের যমজ পুরসভার জন্য এক বিশাল সংখ্যক পৌর প্রতিনিধির খোঁজ করতে হচ্ছে বিজেপিকে।

হাওড়ার আবাসনে বিধ্বংসী আগুন, মৃত এক, ধোঁয়ায় অসুস্থ একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ আগস্টঃ হাওড়ার আন্দুলের একটি আবাসনে বিধ্বংসী আগুন! বহুতলে আটকে পড়েন একাধিক বাসিন্দা। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম গোপা মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে তিনি আটকে পড়েছিলেন। আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকল কর্মীরাই বহুতলে ঢুকে আটকে থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধার করেন। আগুনে কয়েকজন বাসিন্দার শরীরের অংশ ঝলসে গিয়েছে। ধোয়ায় কয়েকজন অসুস্থও হয়ে পড়েন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্দুলের অঙ্কুরহাটি এলাকায় ওই আবাসন রয়েছে। একটি বহুতলের উপর দিকে এদিন বেলা একটা নাগাদ ধোয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছু সময়ের মধ্যেই লেলিহান শিখা আরও ছড়িয়ে যায়। ছুটোছুটি পড়ে যায় আবাসনে। প্রাণ বাঁচাতে বাসিন্দারা বাইরে চলে আসেন। বৃদ্ধ ও শিশুদের দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু

হয় উদ্ধারকাজ। তিনতলার কোনও একটি ফ্ল্যাটে ওই আগুন লাগে। এরপর দ্রুত ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কাজ শুরু করে। সেসময় বহুতলের ভিতর বেশ কয়েকজন আটকে থাকার খবরও সামনে আসে। ঝুঁকি নিয়েই দমকলকর্মীরা একে একে ওই বহুতলের ভিতরে ঢোকেন। উপরতলার একটি ফ্ল্যাটে ওই বৃদ্ধা বাস করতেন। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দমকলকর্মীরা ভিতরে ঢোকেন। বিছানার মধ্যেই পড়েছিলেন বৃদ্ধা। শরীর ঝলসে গিয়েছিল। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা যায়, তিনি মারা গিয়েছেন। আগুন, ধোয়ায় অনেকেই জখম, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জনা ১২ বাসিন্দা আবাসনের ভিতরে আটকে পড়েছিলেন। দমকলের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসেন। অল্পের জন্য অনেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন বলে খবর। সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে দমকল ও পুলিশ সূত্রে খবর। কী থেকে আগুন লাগল, খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা। এই আবাসনে কোনও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই বলে জানতে পেরেছে দমকল। প্রায় ১০ থেকে ১২টি পরিবার ওই আবাসনে থাকে। অগ্নিকাণ্ডের সময় মহিলা ও বয়স্করাই আগুন লাগার সময় বাড়িতে ছিলেন। দমকলের তৎপরতায় প্রত্যেক আবাসিককে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই বহুতল হলেও একটি মাত্র সিঁড়ি রয়েছে। বাইরে বেরনোর আলাদা কোনও ইমারজেন্সি গেটও নেই! গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে খবর।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় খবর নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ 'আপনারা ফিরে আসুন...'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেছিলেন। এখানে প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। তেমনই চেষ্টা করছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, বাংলার শ্রমিকদের বাংলাতেই দেওয়া হবে কাজ। ২২ লক্ষ ও পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলায় ফেরাতে রাজ্যের বিশেষ অভিযান। সেই অভিযানের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করে তারপর তাঁদের দ্রুত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য পরিবারগুলিকে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। চিহ্নিত পরিবারগুলিকে 'গ্রামীন রোজগার গ্যারান্টি কার্ডের' আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। একই সঙ্গে যোগ্য পরিবারগুলি বছরে ১২৫ দিনের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য জেলায় জেলায় বিশেষ অভিযান চালানো নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। এখানে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯১ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদহ। তৃতীয় স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর। চতুর্থ স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর। পঞ্চম স্থানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। তারপরেই রয়েছে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান।

নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান, ধুয়ে-মুছে সাফ ডজনখানেক গ্রাম-সেতু, নিখোঁজ বহু

সংবাদ সংস্থা, কাঠমান্ডু, ২৬ আগস্টঃ প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় উত্তর নেপালে। পাহাড়ি এলাকায় হঠাৎ নেমে আসা হড়পা বানে ধুয়েমুছে, ভেসে গিয়েছে একাধিক গ্রাম, রাস্তা ও সেতু। বুধবার সকালে তিব্বতের দিক থেকে আচমকা বিপুল জলস্রোত নেমে আসে নেপালের ভোতেকোশি নদীতে। মুহূর্তের মধ্যে তা ভয়াবহ আকার নেয়। বিপর্যয়ের জেরে বহু মানুষের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা। বেসরকারি সূত্রের দাবি, কমবেশি ১০০০ জন ভেসে গিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, পাহাড়ি নদীগুলির জল ফুলেফেঁপে উঠে কী ভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। নেপাল প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নেপালের রাসুয়া জেলার টিমুরে, স্যাফ্রুবেশি-সহ ভোতেকোশি নদীর তীরবর্তী এলাকা। স্থানীয়দের দাবি, বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ হঠাৎ প্রবল গর্জনের শব্দ শোনা যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জল ও কাদার বিশাল স্রোত নেমে আসে। সেই তোড়ে টিমুরে বাজার কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। বহু বাড়ি ও দোকানের কোনও চিহ্নও আর দেখা যাচ্ছে না। প্রবল স্রোতে বেশ কিছু সেতু কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে, কোথাও আবার সেতুর অংশ ভেঙে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু

এলাকায় রাস্তার উপর দিয়ে জল ও কাদার স্রোত বইতে দেখা গিয়েছে। রাসুয়া জেলার প্রায় এক ডজন জনপদে ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। এর মধ্যে স্যাফ্রুবেশি, বেত্রাবতী, মাইলুং, সাল্লেতার, শান্তিবাজার, পৈরেবেশি, খালতি বস্তি, সোলে, ত্রিশূলী ও বাট্টারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাসুয়া ও নুয়াকোটের মধ্যে একাধিক এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বেশ কিছু জায়গায় স্থানীয় প্রশাসন এখনও বান্দিাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। হড়পা বানের জেরে দুর্গম পাহাড়ি এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকাজেও ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। টিমুরের হেলিপ্যাড পর্যন্ত জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ায় উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার সেখানে অবতরণ করতে পারেনি। ফলে দুর্গম এলাকায় আটকে থাকা মানুষকে উদ্ধার করতে সমস্যা হচ্ছে। বন্যার জেরে নেপাল-চিন সীমান্তের টিমুরে মোতায়েন থাকা নয় জন সশস্ত্র পুলিশকর্মী নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানিয়েছে নেপালের কর্তৃপক্ষ। ওই এলাকার পুলিশ অফিস এবং সীমান্তের কাছে থাকা আরও কয়েকটি পুলিশ পোস্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, রাসুয়ায় বড় ধরনের বৃষ্টিপাতের কারণে এই বন্যা হয়নি। স্যাটেলাইট তথ্য অনুযায়ী, তিব্বতের দিকে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছিল। সেই জল হঠাৎ ভোতেকোশি নদীতে ঢুকে পড়ে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে কোনও হিমবাহ-হ্রদ ভেঙে জল নেমে এসেছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। নেপালে বর্ষাকালে পাহাড়ি এলাকায় হড়পা বান ও ভূমিধস নতুন ঘটনা নয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমালয় অঞ্চলে অতিবৃষ্টি, হিমবাহ গলা এবং হঠাৎ বন্যার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। অতীতে নেপালের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় হড়পা বান ও হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদিকে বিপর্যস্ত এলাকায় প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদীর কাছাকাছি এবং নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী। প্রাথমিক রিপোর্টে ক্ষয়ক্ষতির ছবি ভয়াবহ হলেও ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে বা কতজন নিখোঁজ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের পরই হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হবে। আপাতত উদ্ধার ও ত্রাণকাজকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

মালদহ হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য, তৎপর স্বাস্থ্য ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাত ও মালদহ, ২৬ আগস্টঃ সদ্যোজাত শিশুদের অকালপ্রয়াণে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মাত্র সাত দিনে ৬০ নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এখানে। এমনকি আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিনেই ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে এই প্রাণহানির গ্রাফ একধাক্কায় ৬০-এ পৌঁছায়। তবে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ঘনীভূত হয় বিতর্ক। অভিযোগ ওঠে, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিনে ১০টি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা প্রথম দিকে আড়াল করার চেষ্টা করে হাসপাতাল প্রশাসন। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের নিজস্ব সরকারি পোর্টালে এই তথ্য ভেসে উঠতেই নবান্ন ও স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষ আধিকারিকদের নজরে পড়ে বিষয়টি। কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিকিসকেরা জন্ডিস, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট ও জন্মগত হৃদরোগের মতো জটিলতার কথা উল্লেখ করলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা। পরিস্থিতির গভীরতা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই একটি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

ওনাম ও মিলাদ উন নবী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ ওনাম ও মিলাদ উন নবী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে ওনাম ও মিলাদ উন নবী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ওনামের শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, সবাইকে ওনামের শুভেচ্ছা। এটি একটি প্রাণবন্ত উৎসব যা বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয়। এই উৎসব আনন্দ, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করুক। ওনামের দিনটি সবার জন্য চমকার হয়ে উঠুক। এই উৎসব আনন্দ, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাক।মিলাদ উন নবী উপলক্ষ্যে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ঈদ মোবারক! মিলাদ-উন-নবী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা। আশা করি, এই উপলক্ষ আমাদের সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও আনন্দ আরও বা।য়ে তুলবে। উদারতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা যেন সর্বদা আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে।

৩১ আগস্ট নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে নিপুন

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ ভারতীয় নৌবাহিনী আগামী ৩১ আগস্ট মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে 'নিপুন'-কে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে এটি 'নিস্তার' শ্রেণির দ্বিতীয় ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল। এই বিশেষায়িত জাহাজটির অন্তর্ভুক্তি নৌবাহিনীর গভীর সমুদ্রে ডাইভিং এবং জলের নিচে সহায়তা প্রদানের সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে এবং নির্মাণ পর্যায় থেকে কার্যকর পরিষেবা শুরুর পথে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।বিশাখাপত্তনমের হিঃদুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড-এর নিজস্ব নকশা ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত 'নিপুন' ভারতের প্রতিরক্ষা জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ব্যাপক সাজসজ্জা ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ২০২৬ সালের ৩০ জুলাই জাহাজটি ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।'নিপুন' হলো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত প্ল্যাটফর্ম, যা নানাবিধ ডাইভিং এবং জলের নিচের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জাহাজটি আধুনিক ডাইভিং সিস্টেম এবং জলের নিচে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতায় সজ্জিত, যা সমুদ্রের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কর্মরত ডুবুরিদের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে। এছা।া, এটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।জাহাজটিতে নেভিগেশন (দিকনির্ণয়), প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনা এবং সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির থাকার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি এতে ডাইভিং, জলের নিচে কার্যক্রম পরিচালনা এবং চিকিৎসা সহায়তার জন্য বিশেষ সুবিধাও যুক্ত করা হয়েছে। এই সক্ষমতাগুলোর ফলে 'নিপুন' জলের নিচে জটিল সব অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে সক্ষম।'নিপুন'-এর আসন্ন কমিশনিং ভারতের সামুদ্রিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিশেষায়িত ডাইভিং এবং জলের নিচের অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সক্ষমতাকে আরও জোরদার করবে। নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত এই প্ল্যাটফর্মটির অন্তর্ভুক্তি দেশের জাহাজ নির্মাণ খাতের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতাকেও প্রতিফলিত করে, যা নৌবাহিনীর পরিচালনগত প্রয়োজনে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও বিশেষায়িত জাহাজ সরবরাহ করতে সক্ষম।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' জাতীয় ও জনস্বার্থে অপরিহার্যঃশিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ'এক দেশ, এক নির্বাচন' জাতীয় ও জনস্বার্থে অপরিহার্য, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ চৌহান। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিষয়ে কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, আমি পি চিদম্বরমের বিবৃতিটি পড়েছি, যেখানে তিনি দাবি করেছেন 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থাটি অসাংবিধানিক এবং কংগ্রেস দলের বিবেক এর বাস্তবায়নের অনুমতি দেয় না। তিনি কোন বিবেকের কথা বলছেন? অতীতে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতো ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে এমনটাই ঘটেছিল। পরবর্তীকালে, কংগ্রেস দল অসাংবিধানিক উপায়ে বিরোধী দলের নির্বাচিত সরকারগুলিকে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে এই ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। ১৯৮৩ সালে আইন কমিশন জানিয়েছিল, লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন একই সময়ে হওয়া প্রয়োজন।শিবরাজ আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনও এই মত পোষণ করে। ২০১৮ সালে আইন কমিশনও বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছিল। তাহলে এটি কীভাবে অসাংবিধানিক হয়ে উঠল? প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি সারা দেশের বুদ্ধিজীবী ও আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে, যেখানে 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সময়ে আয়োজন করার এবং তার ১০০ দিনের মধ্যে অন্যান্য নির্বাচন সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘন ঘন নির্বাচনের ফলে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয় যেমন বো।ছে, তেমনই উন্নয়নও ব্যাহত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং দলীয় কর্মীরা নির্বাচনের কাজে প্রচুর সময় ব্যয় করেন। শিক্ষক, রাজস্ব বিভাগের কর্মী, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জনসেবা, জনকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে কেবল নির্বাচনের প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে এটিই সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সময়ে হওয়া উচিত। কংগ্রেস দলের অবস্থান যা-ই হোক না কেন, জাতীয় স্বার্থই সর্বপোরি জাতীয় ও জনস্বার্থের জন্য 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা অপরিহার্য। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, নির্বাচনগুলি একই সময়ে হওয়া উচিত- এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে একটি ঐকমত্য রয়েছে।

সংঘাতের গুরুতর মানবিক পরিণতি হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অব্যাহত রয়েছেঃপি হরিশ

নিউইয়র্ক, ২৬ আগস্ট ঃ খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের 'সংঘাতের মুখে খাদ্যঃবৈশ্বিক ও স্থানীয় খাদ্য সংকট নিরসনে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা' শীর্ষক উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনায় পার্বতানেণি হরিশ বলেন, সশস্ত্র সংঘাতের অন্যতম গুরুতর মানবিক পরিণতি হলো খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। বর্তমান সময়ের সংঘাতগুলির প্রভাব কেবল সরাসরি সংঘাতপূর্ণ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জ্বালানি বাজার, সার সরবরাহ, সামুদ্রিক পরিবহন, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এবং কৃষি-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটার ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা কীভাবে হুমকির মুখে পাতে পারে, তা স্পষ্ট হয়েছে আর এর সবচেয়ে বড় বোঝাটি বহন করতে হচ্ছে আমদানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি। খাদ্য, সার, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন চলাচলের জন্য নিরাপদ ও সুনিশ্চিত সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ অপরিহার্য। সংঘাতের সময় বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে তার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা খাদ্য-আমদানিকারক উন্নয়নশীল দেশ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। তাই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ ও অবকাঠামো সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এবং একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে যেন বৈধ বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও মানবিক সহায়তা সামগ্রী কোনও অযৌক্তিক বাধা ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নে দিল্লিতে লক্ষ্মী যোজনার সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ মহিলাদের ক্ষমতায়নে দিল্লিতে লক্ষ্মী যোজনার সূচনা হলো বুধবার। দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যোজনার সূচনা হয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, এই প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় সংকল্পের প্রতিফলন বস্তুত, আমরা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম, দিল্লির বোনেদের ২,৫০০ টাকা প্রদান করা আমাদের প্রতিশ্রুতি। এখন যখন আমরা 'দিল্লি লক্ষ্মী যোজনা'কে বাস্তবে রূপ দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, তখন দিল্লির বোনেদের এত খুশি হতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা পয়লা আগস্ট এই প্রকল্পটি চালু করেছিলাম। মাত্র এক মাসের মধ্যেই প্রায় ৯.৫ লক্ষ বোন এতে নাম নথিভুক্ত করেছেন। আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আমরা এই ২,৫০০ টাকার প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে ২,৫০০ জন সুবিধাভোগীর হাতে যাচাইকরণ ও অনুমোদনপত্র তুলে দিয়েছি। আগস্ট মাসের অর্থ পয়লা সেপ্টেম্বর তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের কোনও ঊর্ধ্বসীমা বা নিবন্ধনের কোনো সময়সীমা নেই এটি একটি চলমান উদ্যোগ। বোনেরা তাঁদের সুবিধামতো সময়ে নিবন্ধন করতে পারেন এবং যে মাসে তাঁরা আবেদন করবেন, সেই মাসের জন্য তাঁরা নিশ্চিতভাবেই পুরো ২,৫০০ টাকা পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি ২৪ আগস্টও নিবন্ধন করেন, তবুও তিনি পুরো আগস্ট মাসের জন্য ২,৫০০ টাকাই পাবেন।

এ বছর কলকাতার দুর্গাপূজা কমিটিগুলির বাজেটে কাটছাঁট, স্বচ্ছতায় জোর নতুন সরকারের

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃএ বছর কলকাতার দুর্গাপূজা কমিটিগুলির বাজেটে বড় ধরনের কাটছাঁট চোখে পড়ছে। বিশেষ করে বড় বাজেটের পূজা কমিটিগুলিকে আয়-ব্যয়ের পুরো হিসাব রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পূজার নামে অতিরিক্ত খরচ এবং কোনো ধরনের অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।গত কয়েক বছরে কলকাতায় ব। বাজেটের দুর্গাপূজার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা- একাধিক পূজা কমিটির বাজেট লাখ টাকা ছা।িয়ে কোটি টাকার অংকে গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এবার সেই সব বিগ বাজেটের পূজার জাঁকজমকে লাগাম প।াতে দেখা যাচ্ছে। বহু কমিটিতে যেমন রদবদল হয়েছে, তেমনই বাজেটেও করা হয়েছে বড় মাপের কাটছাঁট।যেসব পূজা মণ্ডপে বিগত বছরগুলোতে ভি।রে কারণে পা রাখার জায়গা থাকত না, সেখানে এ বছর অপেক্ষাকৃত সা।ম্বরমুক্ত ও সাদামাটাভাবে পূজা আয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তর বা দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন বিখ্যাত পূজা কমিটিগুলির সঙ্গে বিগত বছরগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী বা কাউন্সিলরদের নাম সরাসরি যুক্ত ছিল। ফলে স্পনসরশিপের পাশাপাশি আর্থিক উস নিয়ে আয়োজকদের খুব একটা চিন্তা করতে হতো না। নতুন পূজা কমিটিগুলির অভিযোগ, অতীতে বহু পূজা আয়োজনের সঠিক অডিট হয়নি এবং আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাবও দিতে হয়নি। যার ফলে মণ্ডপসজ্জা ও প্রচারের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল।তবে এ বছর চিত্রটা একদম আলাদা। নতুন সরকার পূজা আয়োজনে স্বচ্ছতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। সরকারের সাফ বার্তা, দুর্গাপূজায় কোনো ধরনের রাজনীতির রঙ লাগাতে দেওয়া হবে না এবং আর্থিক অনিয়ম কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সেই নির্দেশিকা মেনেই নতুন কমিটিগুলি নিজেদের প্রস্তুতি সারছে। সরকারের এই নতুন ব্যবস্থার প্রভাব মহানগরের একাধিক নামী পূজা আয়োজনের ওপর পড়তে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে আজ।

হাওড়ার আন্দুলে আবাসনে ভয়াবহ আগুন, ছড়ালো আতঙ্ক!

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২৬ আগস্টঃ এবার আগুন-আতঙ্ক হাওড়ায়! বুধবার হাওড়ার আন্দুলের মৌড়িগ্রামের আমবাগান এলাকায় একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন লাগে। একটি ফ্ল্যাটে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার ফলে বেশ কয়কে জন বাসিন্দা ভিতরে আটকে পড়েন। যদিও তাঁদের অনেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। ভিতরে আর কেউ আটকে আছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বহুতল ভবনের চতুর্থ তলায় আগুন লাগার পরে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। খবর সূত্র জানা গেছে

প্রয়াগরাজে গঙ্গা-যমুনার জলস্তর ক্রমশ কমছে, নিরাপদ সব বাঁধ

প্রয়াগরাজ, ২৬ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে গঙ্গা ও যমুনার জলস্তর ক্রমাগত কমছে। বুধবার সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, যমুনার জলস্তর নৈনিতে ৭৯.৪৭ মিটার এবং গঙ্গার জলস্তর ফাফামাউয়ে ৮০.৬৩ মিটার ও ছতনাগে ৭৯.০১ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জলস্তর কমেছে। প্রশাসনের দাবি, জেলার সমস্ত বাঁধ নিরাপদ রয়েছে।যমুনার নৈনিতে গত ২৪ ঘণ্টায় জলস্তর ২৭ সেন্টি মিটার কমেছে। এই এলাকায় ৪.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অন্যদিকে, ফাফামাউয়ে গঙ্গার জলস্তর ৬ সেন্টি মিটার কমে ৮০.৬৩ মিটারে নেমেছে। সেখানে ২৭.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ছতনাগে গঙ্গার জলস্তর ২৭ সেন্টি মিটার কমে ৭৯.০১ মিটারে দাঁড়িয়েছে। ওই এলাকায় ১২.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বক্সি বাঁধের এসটিপিতে জলস্তর ৭৯.৬৯ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টার তুলনায় ২১ সেন্টি মিটার কম।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়াগরাজে গঙ্গা ও যমুনার জলস্তরের ওপর নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। বর্তমানে জেলার সমস্তবাঁধ নিরাপদ রয়েছে।আজ খবর সূত্র জানায়

রাহুলের চিনি মন্তব্য নিয়ে দিলীপের কটাক্ষ, 'তাঁদের কাছে বলার মতো আর কোনও ইস্যু নেই'

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়ে কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জবাবে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলের বিভিন্ন নীতি ও পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার মতো নতুন কোনও ইস্যু বিরোধীদের হাতে নেই।বুধবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, তাঁদের আমলে জিনিসপত্রের দাম কতটা কম ছিল, তা আগে দেখা প্রয়োজন। শতাংশের হিসেবে তুলনা করলে বর্তমান সময়ে বহু জিনিসই তুলনামূলকভাবে সস্তা বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, তাঁদের আমলে কী সস্তা ছিল? শতাংশের হিসেবে তুলনা করলে দেখবেন, এখন সবকিছুই সস্তা।রাহুল গান্ধীর চিনির দাম নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে দিলীপের আরও কটাক্ষ, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বলার মতো কোনও বিষয় বিরোধীদের হাতে অবশিষ্ট নেই। তাঁর দাবি, সরকার এত ভালো কাজ করছে যে বিরোধীরা প্রতিবাদ বা সমালোচনার মতো যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, তাঁদের আর কোনও ইস্যু বা প্রসঙ্গই অবশিষ্ট নেই। সরকার এত ভালো কাজ করছে যে তাঁদের কথা বলার বা প্রতিবাদ করার মতো কিছুই নেই।এরপরই পূর্বতন ইউপিএ সরকারের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে দিলীপ বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিজেদের সরকারের সময়কার কাজকর্মের হিসাবও দিতে হবে। তাঁর প্রশ্ন, আপনারা ১০ বছর দেশ শাসন করেছেন। দেশকে আপনারা কোন অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন? বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করার আগে অতীতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় দেশের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি কী ছিল, সেই তুলনা করারও আহ্বান জানান তিনি।এদিন ' বন্দে মাতরম' নিয়েও বক্তব্য রাখেন দিলীপ ঘোষ। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী এ বিষয়ে যে অবস্থানই নিন না কেন, তাতে কোনও পরিবর্তন হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, সংসদে ইতিমধ্যেই ' বন্দে মাতরম' নিয়ে আইন পাস হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর সংবিধান ও দেশের মানুষের কাছে এই জাতীয় সংগীতধর্মী গানটি স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেয়েছে।দিলীপ বলেন, খাড়গে জি এবং রাহুল জি যা-ই করুন না কেন, তাতে কোনও পার্থক্য হয় না। সংসদে ইতিমধ্যেই একটি আইন পাস হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর থেকেই ' বন্দে মাতরম' দেশের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে সারা দেশেই তা গাওয়া হচ্ছে। ফলে এই গানকে ঘিরে নতুন করে কোনও বিতর্ক বা সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণ নেই বলেও দাবি করেন তিনি।চিনির দাম থেকে শুরু করে ' বন্দে মাতরম'- বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবস্থানকে এভাবেই নিশানা করেন রাজ্যের মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের জবাব দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়, তেমনই পূর্বতন ইউপিএ সরকারের কার্যকলাপকে সামনে এনে বর্তমান সরকারের সঙ্গে তুলনা টানার কৌশলও স্পষ্ট হয়েছে।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম এখন ভারতের ঃপীযূষ গোয়েল

টোকিও, ২৬ আগস্ট ঃ জাপানের রাজধানী টোকিওতে বুধবার স্টার্ট-আপগুলির সঙ্গে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী। এই গোলটেবিল বৈঠকে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম বা পরিকাঠামো এখন ভারতের। 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচি শুরুর পর থেকে ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে আমাদের স্টার্ট-আপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে-দশ বছর আগে যেখানে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৪০০-৫০০-এর মতো, এখন তা প্রায় ২,৫০,০০০-এ পৌঁছেছে পাশাপাশি মানুষের মানসিকতাতেও এসেছে এক বিশাল পরিবর্তন।পীযূষ জোর দিয়ে বলেন, আজকের ভারতের কোনও তরুণ বা তরুণী কেবল চাকরিপ্রার্থী নন তাঁরা এখন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী। তাঁরা উদ্ভাবক, তাঁরা চিন্তাশীল। তাঁরা নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আসেন। তাঁরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত এবং ব্যর্থতাকে সাফল্যের সোপান হিসেবে গ।ে তুলতে ইচ্ছুক। তাঁরা ব্যর্থ হয়েও ভবিষ্যতের কোনও এক ভালো দিনের আশায় পুনরায় উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত। তাঁরা ঝুঁকি নিতেও পিছপা হন না। তাঁরা আকর্ষণীয় পেশা ও মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে ঝুঁকি নিতেও রাজি থাকেন এবং তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত সফল হন। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১৩০টিরও বেশি 'ইউনিকর্ন' এবং কয়েকশ 'সনিকর্ন' রয়েছে। এই তরুণ-তরুণীরা ভারতকে সত্যিই গর্বিত করে তোলে-শুধু তাঁদের অর্জনের জন্যই নয়, বরং ভিন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতার জন্যও।

কানাডায় ৪ দিনের সফরে টরন্টো পৌঁছলেন নির্মলা

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃবাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গভীর সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কানাডা ও আমেরিকায় ৯ দিনের সফরে কেঃদ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ টরন্টোয় পৌঁছেছেন। কানাডায় চার দিনের এই সফরে সীতারমণ কানাডার অর্থমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া-ফিলিপ শ্যাম্পেইনের সঙ্গে আয়োজিত উদ্বোধনী ' অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংলাপ'-এ অংশ নেবেন।এই সংলাপটি উভয় পক্ষের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আর্থিক খাতের সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগের সুযোগ এবং অভিন্ন আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে মতবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি, এটি ভারত-কানাডার নবায়নকৃত অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে। এছাড়া সীতারমণ জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের মতো খাতের শীর্ষস্থানীয় সিইও, প্রেসিডেন্ট এবং ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বিনিয়োগ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবেন। সফরের আমেরিকা পর্বে, সীতারমণ ২৮ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিকাগো, অ্যাশভিল এবং নিউ ইয়র্ক সফর করবেন।

জি.টি. রোডে উপচে পড়া আবর্জনা, পুরসভার নিষ্ক্রিযতার অভিযোগে সালকিয়ায় বিক্ষোভ

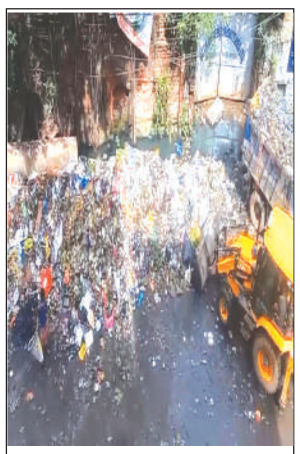

সালকিয়া, ২৬ আগস্টঃ সালকিয়ার বাবুডাঙ্গা ঘোষালবাগান এলাকায় জি.টি. রোডের উপর দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার পাশে থাকা ভ্যাট দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করায় সেখান থেকে জঞ্জাল ছড়িয়ে পড়ছে মূল রাস্তায়। এর ফলে নিত্যযাত্রী, পথচারী এবং স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিদিনই চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।গত মঙ্গলবার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, রাস্তার উপর আবর্জনা জমে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি যান চলাচলেও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ব্যস্ত জি.টি. রোডের একাংশ কার্যত আবর্জনার স্তূপে পরিণত হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। বিশেষ করে স্কুলের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার হাওড়া পুরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ীভাবে আবর্জনা পরিষ্কারের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুরসভার এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার সকালে বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মহিলারা।তাঁদের দাবি, দ্রুত ভ্যাট পরিষ্কার করে রাস্তা থেকে সমস্ত আবর্জনা সরাতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত জঞ্জাল পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাসিন্দারা।

গডকড়ির ' দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে' মন্তব্যের ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক জল্পনা খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ 'দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকড়ির মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। সেই জল্পনা খারিজ করে তাঁর দফতর জানিয়েছে, গডকড়ি ওই মন্তব্য করেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণরাও মানকর ট্রাস্টের প্রসঙ্গে। এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নেই।গডকড়ির দফতরের তরফে মঙ্গলবার প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আদিবাসী এলাকায় একল বিদ্যালয় পরিচালনা করে লক্ষ্মণরাও মানকর ট্রাস্ট। ট্রাস্টের কাজকর্ম এবং ভবিষ্য নেতৃত্বের প্রসঙ্গেই গডকড়ি বলেছিলেন, তিনি এখন আগের মতো বেশি কাজ করতে পারছেন না। তাই নতুন প্রজন্মকে আরও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কয়েকটি সংবাদমাধ্যম তাঁর বক্তব্যকে মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজনৈতিক মন্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুল। গডকড়ির বক্তব্য স্পষ্টতই ট্রাস্টের কাজকর্ম এবং ভবিষ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, এর কোনও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল না। উল্লেখ্য, নাগপুরে আয়োজিত ' একলব্য একল বিদ্যালয় শিক্ষক-পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠানে গডকড়ি বলেছিলেন, তিনি আগের মতো কাজ করতে পারছেন না এবং এখন নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সময় এসেছে। এরপরই তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়।

রাশিফল

মেষঃ কর্মক্ষেত্রে আজ জটিলতা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সহকর্মীদের সহায়তায় আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। শুভদিন।
বৃষঃ আজ আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির একাধিক যোগ তৈরি হচ্ছে। পুরনো বিনিযাগে থেকে অপ্রত্যাশিত মুনাফা মিলতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং শুভ ফল প্রাপ্তি ঘটবে। শুভদিন
মিথুনঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। আপনি দীর্ঘমেযাদী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। পরিবারের কোনও সদস্যের আচরণের কারণে আপনি বিরক্ত থাকতে পারেন। বিবাহের যোগ।
কর্কটঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহূর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। বিদেশ যাত্রা হতে পারে।
সিংহ ঃ নেতৃত্ব দেওয়ার সামর্থ্য আজ কর্মক্ষেত্রে দারুণ ভাবে প্রকাশ পাবে। বকেয়া পাওনা টাকা আদায় হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃ নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আজকের দিনটি দারুণ অনুকূল। বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগে কর্মক্ষেত্রের বড় কোনও বাধা আজ আপনি কাটিয়ে উঠবেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভজনক কোনও নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে।
তুলাঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। এটি তাদের আরো আরাম দেবে।
বৃশ্চিকঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। অর্থের ব্যয়।
ধনুঃ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতি আপনার আগ্রহ প্রবল হবে। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হতে দেখা যাবে। শুভদিন
মকরঃআজ পরিশ্রম বেশি হলেও সেই অনুপাতে কাঙ্ক্ষিত ফল নাও পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধতনদের মন রক্ষা করে চলাই যুক্তিযুক্ত হবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামান্য কথা থেকে বড় বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজের যোগ
কুম্ভঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে
মীনঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। ফাটকায় লাভ আনবে। অবিলম্বে আপনার বাড়ির চারপাশে কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করা প্রয়োজন। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি

আবহাওয়া

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। বুধবার সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। বেলা বাড়তেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়। তুমুল বৃষ্টি হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে আরও কয়েক দিন। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতেও। কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী বর্ষণ। সঙ্গে জেলায় জেলায় দমকা হাওয়াও বইতে পারে।আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় দমকা হাওয়া বইতে পারে। হতে পারে বজ্রপাতও। শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলিতে। রবিবারও উপকূলীয় দুই জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় ভারী বর্ষণ হতে পারে।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৫ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৪মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

গড়ফায় চার বছরের শিশুকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ, পলাতক প্রতিবেশী প্রৌঢ়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ কখাস কলকাতায় ফের শিশুকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে গড়ফার একটি আবাসনে চার বছরের এক শিশুকে প্রতিবেশী এক প্রৌঢ় যৌন নিগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে গড়ফা থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গড়ফার একটি আবাসনে পরিবারের সঙ্গে থাকে ওই চার বছরের শিশু। বুধবার সকালে সে পাশের একটি ফ্ল্যাটে তার কাকার কাছে গিয়েছিল। সেই সময় কাকা বাড়িতে ছিলেন না। অভিযোগ, শিশুটিকে একা দেখতে পেয়ে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তাকে ডেকে নেন। জল খাওয়ানোর কথা বলে শিশুটিকে আবাসনের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের অভিযোগ, ছাদে নিয়ে যাওয়ার পর শিশুটির উপর যৌন নিগ্রহ করা হয়। কিছুক্ষণ পর শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা দ্রুত ছাদে ছুটে গেলে সেখানে শিশুটিকে পাওয়া গেলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির দেখা মেলেনি। অভিযোগ, পরিবারের সদস্যদের আসার আগেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তিনি।এরপরই শিশুটির পরিবার গড়ফা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে বছর পঞ্চান্নর এক প্রতিবেশীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযুক্তের সন্ধানে সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার পর শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও পরবর্তী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এত অল্প বয়সে এমন ঘটনার সাক্ষী হওয়ায় শিশুটির মানসিক অবস্থার উপরও নজর রাখা হচ্ছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। শিশুটির মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মনোবিদের পরামর্শ নেওয়ার কথাও ভাবছে পরিবার। ঘটনার পর থেকেই আবাসনের বাসিঃদাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিচিত পরিবেশে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। বিশেষ করে আবাসনের মতো জায়গায় শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আরও সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিঃদারা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। শিশুটির পরিবারের বক্তব্য, চিকিসা সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশের উপর আস্থা প্রকাশ করেছে শিশুটির পরিবার। তবে অভিযুক্তের গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না তদন্তকারীরা। ঘটনাটি ঘিরে গড়ফা এলাকায় এখন তীব্র চাঞ্চল্য।

সাইবার অপরাধ ও ভাড়া দেবার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ আগস্ট ঃ নাগের বাজার, মানব পাচার, ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ এবং বাড়ি ভাড়া দেবার নিয়ম নিয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দমদম রোডে পুরাঙ্গন সভাকক্ষে স্বভূমি হাইটস এর আবাসিক দের নিয়ে একটি সচেতনতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন নাগের বাজার থানার লেডি সাব ইন্সপেক্টর অনিমা বিশ্বাস , সাব ইন্সপেক্টর সূর্য কান্ত রায়, অ্যাসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর খাবিরউদ্দিন শেখ, মহাদেব শর্মা, লেডি কনস্টেবল তানিশা হালদার, অর্পণা সরকার এবং কনস্টেবল অভিজিৎ পাত্র। আলোচনায় পুলিশ আধিকারিকরা সাইবার প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে উপস্থিতদের সতর্ক করেন। অপরিচিত ব্যক্তির ফোনকল, সন্দেহজনক লিঙ্ক বা বার্তায় সাড়া না দেওয়ার পাশাপাশি কোনও অপরাধমূলক ঘটনা বা সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয় এদিন। পাশাপাশি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং মানব পাচারের ঝুঁকি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। মানব পাচার প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা তুলে ধরেন আধিকারিকরা। অচেনা কাউকে বাড়ি ভাড়া দিতে গেলে কি কি ডকুমেন্টস নেওয়া দরকার এবং না নিলে কি ধরনের বিপদ হতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এদিন সভায় অংশগ্রহণকারী দের চাইল্ড হেল্পলাইন পরিষেবা এবং নারী ও শিশু সুরক্ষায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন হেল্পলাইন নাম্বার যেমন চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর-১০৯৮, মহিলা হেল্পলাইন নম্বর-১০৯১, সাইবার হেল্পলাইন নম্বর- ১৯৩০ , পুলিশ- ১০০ এবং মানসিক স্বাস্থ্য- ১৪৪১৬ ইত্যাদি সমন্ধে জানানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধ দমনে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, মানুষের সচেতনতা এবং সময়মতো সঠিক তথ্য প্রদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই জনসংযোগ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে আরও জোরদার করা হচ্ছে।

রাজ্যের স্কুলে প্রথমবার সরকারি উদ্যোগে ‘সংস্কৃত দিবস’, নির্দেশ স্কুলশিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে এ বছর প্রথমবার সরকারি উদ্যোগে পালিত হবে ‘ দিবস’। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক-সব স্তরের স্কুলেই এই কর্মসূচি আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তর। ২৫ থেকে ৩১ অগস্টের মধ্যে যে কোনও একটি দিন বেছে নিয়ে স্কুলগুলিকে ‘ দিবস’ পালন করতে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা সম্পর্কে পরিচিতি বা।।তেই এই উদ্যোগ বলে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত দিনে স্কুলের প্রার্থনা সভা থেকেই শুরু করতে হবে সংস্কৃত দিবসের কর্মসূচি। সেখানে অর্থসহ সংস্কৃত মন্ত্রপাঠের আয়োজন করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি, গান, গল্প বলা এবং নাটকের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষাকে শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় হিসেবে নয়, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি ভাষা হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের তরফে সরকারি ভাবে সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে একযোগে সংস্কৃত দিবস পালনের এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলে জানা গিয়েছে। ফলে শিক্ষামহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর

বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তাঁর দাবি, সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটলে ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা ও ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হবে। সংস্কৃতকে ঘিরে সাংস্কৃতিক চর্চা বা।।নোর প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সংস্কৃত ভাষার প্রসারে যুক্ত সংগঠন সংস্কৃতভারতীর পক্ষ থেকেও রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে। সংগঠনের প্রতিনিধি অরুণকুমার চক্রবর্তী বলেন, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও স্কুল সংস্কৃত দিবস পালনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য চাইলে তাঁদের সংগঠন সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে সরকারি নির্দেশিকা ঘিরে শিক্ষক মহলের একাংশের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, স্কুলে ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম শেষ করা, পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কর্মসূচির চাপ রয়েছে। তার মধ্যে নতুন করে নির্দিষ্ট কর্মসূচি আয়োজন করলে নিয়মিত পঠনপাঠনে কিছুটা প্রভাব প।তে পারে। যদিও সরকারের তরফে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি বা।।নোর উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ থেকে ৩১ অগস্টের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে এই কর্মসূচি কী ভাবে বাস্তবায়িত হয়, এখন সেদিকেই নজর। সংস্কৃত দিবসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাষাটির প্রতি কতটা আগ্রহ তৈরি হয় এবং স্কুলগুলিতে এই উদ্যোগ কতটা সা।। ফেলে, তা নিয়েও আগ্রহ রয়েছে শিক্ষামহলে।

বেহাল কুলতলি মৈপীঠ সড়ক, বর্ষায় দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি,২৬ আগস্ট ঃ বর্ষা এলেই সুন্দরবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক জয়নগর কুলতলি মৈপীঠ সড়কের বেহাল দশা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তার বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সামান্য বৃষ্টি হলেই কোথাও জল জমে যাচ্ছে, কোথাও আবার কাদায় কার্যত চলাচল করাই দায়। ফলে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকরা। জয়নগর থেকে কুলতলি জামতলার দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার।এই অংশের জালাবেড়িয়া জামতলা এলাকায় রাস্তার পরিস্থিতি বিশেষভাবে খারাপ বলে অভিযোগ। রাস্তার গর্ত ও খানাখন্দে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয়দের দাবি।অন্যদিকে জামতলা থেকে মৈপীঠের দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটার।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই দীর্ঘ সড়কের অধিকাংশ অংশই বর্তমানে অত্যন্ত বেহাল। রাস্তার অবস্থা দেখলে অনেক জায়গাতেই সেটিকে আর পাকা রাস্তা বলে বোঝার উপায় নেই। বৃষ্টির সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কোথাও হাঁটুসমান জল জমে যাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।একইভাবে জামতলা থেকে কৈখালী আশ্রম পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলো মিটার রাস্তাতেও বেহাল দশার অভিযোগ রয়েছে। বর্ষার মরশুমে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নিত্যদিন সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।শুধু সাধারণ মানুষের যাতায়াতই নয়, বেহাল রাস্তার প্রভাব পড়ছে এলাকার কৃষকদের উপরেও। কুলতলি ও সংলগ্ন এলাকায় উৎপাদিত কৃষিজ ফসল কলকাতা-সহ বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা। রাস্তার খারাপ অবস্থার কারণে সময় বেশি লাগার পাশাপাশি পরিবহণ খরচও বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার এক, জয়নগরে পুলিশের তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর,২৬ আগস্ট ঃ ডাকাতির আগেই এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার ঢোষা চঃদনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোষা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় সংদেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ প্রথমে তাঁকে আটক করেজিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম কালিপদ নস্কর (৫৮)। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা এলাকায়। জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে পুলিশ টিমের তপরতায় এই গ্রেফতার বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ধৃতের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত কালিপদ নস্করকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

খাজা গরিব নাওয়াজ এর উদ্যোগে জাসনে-ঈদ-এ- মিলাদুন্নবীর আয়োজন

আব্দুল হাফিজ খাঁন (হাওড়া), ২৬ আগস্ট ঃ দক্ষিণ নিবড়ায় জাশনে-ঈদ- এ-মিলাদুন্নবী হাওড়ার দক্ষিণ নিবড়া খাজা গরিব নাওয়াজ(রাঃআঃ) ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে জাসনে-ঈদ-এ- মিলাদুন্নবীর আয়োজন করা হয়। বুধবার। এদিন সকাল ন'টায় এলাকার প্রায় আড়াই হাজার মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহাব্বাতে বিশাল মিছিল সহযোগে এলাকা পরিক্রমা করে। কচিকাঁচা শিশু থেকে শুরু করে বালক-বালিকা , যুবক ও বয়স্করাও এই মিছিলে অংশ নেয়। প্রায় আড়াই হাজার মানুষ হাতে জাতীয় পতাকা, পোস্টার, ঈদে মিলাদুন্নবীর পতাকা, ব্যাজ পরে সমগ্র নিবড়া এলাকা ও উত্তর উনসানি পরিক্রমা করে। মিছিলের মাঝে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় খুরমা খেজুর, পানীয় জুস, পরিস্রুত জল, লাড্ডু, শিশুদের জন্য চকলেট। পরিবেশিত হয় নাতে রসূল। হুজুর সাঃ এর মহাব্বতে সকলেই ঠোঁট মিলিয়ে গাইতে থাকে নাতে রসূল। এদিনের এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন নিবড়া মন্ডলপাড়া এলাকার বিশিষ্ট পীর সাহেব ইউসুফ মন্ডল, আকাশ- পাঞ্জাবী ও আল-আমিন মার্বেলের কর্ণধার ফিরোজ মন্ডল, ইদ্রিস মণ্ডল, নিবড়া খাজা গরীব নাওয়াজ মসজিদের পেশ ইমাম- মনসুর সাহেব, বাহার মন্ডল, ফরিদ মন্ডল, মনির মন্ডল,বাপি মন্ডল, জিকরুল্লাহ মন্ডল প্রমুখ। এদিন আয়োজকদের পক্ষে পীর সাহেব ইউসুফ মন্ডল জানান-প্রতি বছরই বিশ্ব নবী দিবস(সঃ) উপলক্ষে এই মিছিলের আমরা আয়োজন করে থাকি। সমগ্র নিবড়া এলাকার মানুষ এই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। প্রতিবছরই এই মিছিল সমগ্র এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে বিরোধীদের আপত্তি, স্পষ্ট সীমানা ও জনশুনানির দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রস্তাব প্রকাশের পর থেকেই তা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল। কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে এবং কী ভাবে সেই সমস্যার সমাধান করা যায়, তা জানতে মঙ্গলবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কলকাতা পুরসভার পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। বৈঠকে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণে অস্পষ্টতা, পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়ো এবং পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হন বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। তাঁদের মূল দাবি, ওয়ার্ডের সীমানা স্পষ্ট করতে হবে এবং পুনর্বিন্যাসের আগে রাজনৈতিক দল ও সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে জনশুনানি করতে হবে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমান খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে ২০৯টি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। নতুন ওয়ার্ড গঠনের জন্য যে মানচিত্র এবং সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা নিয়ে শুরু থেকেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বেশ কিছু ক্ষেত্রে নতুন ওয়ার্ডের সীমানা পরিস্কার নয়। কোথাও কোথাও একটি ওয়ার্ডের সীমানা অন্য ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকে তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের তরফে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ও বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯টি ওয়ার্ড করার পরিকল্পনা করা হলেও নতুন ওয়ার্ডগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। বিশেষ করে বহু জায়গায় ওয়ার্ড অফিসের মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সম্পূর্ণ প্রস্তুত না থাকায় এত বড় পরিবর্তন কতটা বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্নও ওঠে বৈঠকে। তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের প্রতিনিধিদের তরফে জাভেদ খান ও সঃদীপন সাহা ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সময়কাল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের বক্তব্য, জনগণনা এবং এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন এই ধরনের পুনর্বিন্যাসের কাজ হওয়ায় গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কোন তথ্যের ভিত্তিতে নতুন ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ করা হচ্ছে, তা আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন তাঁরা।
কংগ্রেসের প্রতিনিধি আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ও নতুন ওয়ার্ডের সীমানা নিয়ে আপত্তি জানান। তাঁর অভিযোগ, খসড়া মানচিত্রে একাধিক জায়গায় সীমানা ‘ সমস্যা রয়েছে। অর্থাৎ একটি ওয়ার্ডের সীমানা অন্য ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে প্রশাসনিক কাজকর্মে জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই সংশোধিত ওয়ার্ড মানচিত্র আরও পরিস্কার ও নির্দিষ্ট করার দাবি জানান তিনি। বামেদের তরফেও বৈঠকে একাধিক আপত্তির কথা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন মধুছন্দা দেব, কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রত দত্ত। তাঁদের বক্তব্যেও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতি, সীমানা নির্ধারণ এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির প্রশ্ন, নতুন ওয়ার্ড তৈরির ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে জনসংখ্যাকে ধরা হয়েছে, নাকি ভোটারের সংখ্যা-তা স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টি সরকারি ভাবে পরিস্কার করা প্রয়োজন বলেও দাবি ওঠে। বিরোধীদের আরও দাবি, শুধু রাজনৈতিক দলের মতামত নিলেই হবে না। যে সমস্ত এলাকায় ওয়ার্ডের সীমানা পরিবর্তন হচ্ছে, সেখানকার সাধারণ বাসিন্দাদের মতামতও নেওয়া উচিত। সে জন্য দ্রুত সর্বদলীয় এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণে জনশুনানির ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। তাঁদের মতে, জনশুনানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের এলাকার বাস্তব সমস্যা এবং সীমানা সংক্রান্ত আপত্তিগুলি সরাসরি জানাতে পারবেন। পুর কমিশনারের তরফে অবশ্য সব পক্ষের বক্তব্য শোনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলিকে তাঁদের অভিযোগ ও পরামর্শ লিখিত ভাবে জমা দেওয়ার জন্য আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। ওই সময়সীমার মধ্যে জমা পড়া সমস্ত মতামত ও আপত্তি খতিয়ে দেখা হবে। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। ফলে ২০৯টি ওয়ার্ডে কলকাতা পুরসভার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব কার্যকর করার আগে আরও একাধিক ধাপ পেরোতে হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সীমানা নিয়ে ওঠা অভিযোগ, পরিকাঠামোর ঘাটতি এবং জনশুনানির দাবি-এই তিনটি বিষয় আগামী দিনে পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

বিজেপি কর্মী খুনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজেপির সাসপেন্ডেড মণ্ডল সভাপতি সহ গ্রেফতার চার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২৬ আগস্ট ঃ স্ত্রীর সামনে বিজেপি কর্মী বাপি প্রামাণিককে খুনের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুজন মণ্ডল, কৃষ্ণা মণ্ডল, কনক মণ্ডল এবং অনিল নাইয়া। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে সুজন মণ্ডল বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ছিলেন। যদিও দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁকে আগেই সাসপেন্ড করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।রবিবার বারুইপুর থানা এলাকার উত্তর ট্যাঙ্গেরবেড়িয়ায় দুর্গাপুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধে অভিযোগ, সেই বিবাদের জেরেই বাপি প্রামাণিকের উপর হামলা চালানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বাপির স্ত্রী। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর সামনেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাপিকে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়।রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় বাপিকে উদ্ধার করে দ্রুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাপির পরিবারের তরফে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সুজন মণ্ডলের নাম উঠে আসে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর সুজন-সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করেই বিবাদের সূত্রপাত বলে জানা যাচ্ছে। তবে খুনের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃত চারজনকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সম্পূর্ণ রহস্য উদঘাটনে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের কাজ চলছে।

আদালত অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার, আদালতে পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৬ আগস্ট ঃ আদালত অবমাননার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করল জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বাপি দাস (৪৮)। তিনি জয়নগর থানার শ্রীপুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ছিলেন বাপি দাস। নির্দিষ্ট সময়ে সেই ঋণ পরিশোধ না করায় তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের হয়। পরবর্তীতে ওই মামলায় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে হাজিরা না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এরপর আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার ভিত্তিতেই মঙ্গলবার রাতে শ্রীপুরে নিজের বাড়ি থেকে বাপি দাসকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। গ্রেফতারের পর তাঁকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশি প্রক্রিয়া শেষে বুধবার ধৃত বাপি দাসকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে তাঁর বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট মামলার নথির ভিত্তিতেই এই গ্রেফতার করা হয়েছে।

বসিরহাটের বাজারে প্রশাসনের নজরদারি

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,২৬ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই বাজারে নজরদারি জোরদার করল প্রশাসন। মঙ্গলবার বসিরহাটের পুরাতন বাজারে বিভিন্ন দোকানে বিশেষ অভিযান চালান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মুদি দোকান থেকে শুরু করে মাছ, মাংস ও শাক-সবজির দোকানে চলে পর্যবেক্ষণ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এবং গুণগত মান খতিয়ে দেখেন নজরদারি দলের সদস্যরা। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের মহকুমা শাসক জেসলিন কৌর, পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল-সহ পুলিশের আধিকারিকরা। পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ দপ্তর, কৃষি দপ্তর-সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরাও অভিযানে সামিল হন।মূলত চাল ও চিনির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারদর সম্পর্কে ক্রেতাদের সচেতন করতেই এই অভিযান বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি জেলায় চাল ও চিনির দামে অসঙ্গতির অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই বিষয়ে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সচেতন করতেই এই বিশেষ নজরদারি।পাশাপাশি আগামী ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে ‘ সুরক্ষা সপ্তাহ’ উদযাপন করা হবে। তারই প্রাক্কালে এই অভিযানকে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোথাও কালোবাজারি বা বেআইনি মজুতের অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান পুলিশ সুপার। লঅভিযান চলাকালীন চাল, চিনি, তেল-সহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যাচাই করা হয়। পাশাপাশি মাছ, মাংস ও শাক-সবজির দাম ও গুণগত মানও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য নথিভুক্ত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে বলে জানান মহকুমা শাসক।

বারুইপুরে বিজেপি কর্মী খুনে সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২৬ ঃ বারুইপুরে বিজেপি কর্মী বাপি প্রামাণিক খুনের ঘটনায় এ বার সিবিআই তদন্তের দাবি তুললো মৃতের পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার নেপথ্যে আরও বড় কোন ও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। পুলিশি তদন্তে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তাঁরা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তদন্তভার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।প্রায় ১৮ বছর বাড়ির বাইরে ছিলেন বিজেপির পুরনো কর্মী বাপি প্রামাণিক। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তিনি ফের নিজের এলাকায় ফিরে আসেন। গত রবিবার রাতে তাঁকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় প্রাক্তন বিজেপি নেতা-সহ মোট চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সুজন মণ্ডল নামে এক প্রাক্তন বিজেপি নেতাও রয়েছেন। পরিবারের দাবি, বাকি তিন জনের তৃণমূলের সঙ্গে যোগ রয়েছে। মৃতের দুই মেয়ে মন্দিরা সর্দার ও সোনালি প্রামাণিকের দাবি, ঘটনার মূল কারণ খুঁজে বের করতে হলে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। তাঁদের অভিযোগ, বাপিকে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে একটি প্রস্তাবে রাজি করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল বলেও দাবি পরিবারের। মন্দিরা ও সোনালির দাবি, তাঁদের বাবা ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ছিলেন। দীর্ঘদিন যাঁদের কারণে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে কোনও রকম আপস করতে তিনি রাজি ছিলেন না। পরিবারের বক্তব্য, সেই বিরোধের জেরেই বাপিকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। মৃতের এক মেয়ে বলেন, বাবা বিজেপি করতেন। পরে ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়। তৃণমূলের লোকজনও ছিল।

মধ্যরাতে সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ মধ্যরাতে সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির তারকেশ্বর এবং উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়ায়। দুই জায়গাতেই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। তারকেশ্বরের মুক্তারপুর এলাকার প্রায় চার দশকের পুরনো সিপিএমের পার্টি অফিসটি আগুনে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, আগরপাড়ার উষুমপুরে পাঁচ দশকেরও বেশি পুরনো ‘ দাশগুপ্ত স্মৃতি ভবন’-এ ভাঙচুরের অভিযোগকে কেঃদ্র করে বুধবার সকালেও উত্তেজনা ছিল। দুই ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তারকেশ্বরের মুক্তারপুর এলাকায় সিপিএমের পুরনো দলীয় কার্যালয়ে গভীর রাতে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পর আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে অফিসের আসবাবপত্র, টেলিভিশন-সহ বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। একই সঙ্গে দলীয় বিভিন্ন নথি ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ। দেওয়ালে টাঙানো দলের প্রয়াত ও প্রবীণ নেতাদের ছবিও আগুনে নষ্ট হয়ে যায়। ঘটনার খবর পাওয়ার পর স্থানীয়রা তারকেশ্বর থানায় এবং দমকল বিভাগে খবর দেন। পরে দমকলের একটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে পার্টি অফিসের ভিতরের একটি বড় অংশ পুড়ে গিয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দলীয় কার্যালয়ের আশপাশের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযোগ, সিপিএমের ওই পার্টি অফিসের কাছেই তৃণমূলের এক নেতার একটি চার চাকার গাড়ি রাখা ছিল। সেটিতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে দাবি। পার্টি অফিসে হামলার ঘটনায় সিপিএমের পক্ষ থেকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের পুরনো রেশ থেকেই এই হামলা কি না, তা নিয়েও এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, একই রাতে প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়ার উষুমপুর এলাকায়। সেখানে পাঁচ দশকেরও বেশি পুরনো সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ‘ দাশগুপ্ত স্মৃতি ভবন’-এ একদল দুষ্কৃতী হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সিপিএমের দাবি, পরিকল্পিত ভাবে এলাকার আলো নিভিয়ে পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী তছনছ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বুধবার সকালে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা সেখানে জড়ো হন। তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ঘোলা থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পাশাপাশি পার্টি অফিস পরিদর্শন করে ভাঙচুরের ধরন ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়। সিপিএমের পক্ষ থেকে ঘোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দলের দাবি, হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে। দুই ঘটনাতেই সিপিএমের পক্ষ থেকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলেও বিজেপির তরফে সেই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। তারকেশ্বরের বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতির দাবি, সিপিএমের পার্টি অফিসে আগুন লাগানোর ঘটনায় বিজেপির কেউ জড়িত নয়। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের লোকজন থাকতে পারে। অর্থা হামলার অভিযোগ ঘিরে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।
দুটি ঘটনাতেই এখনও পর্যন্ত কারা হামলা চালিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। পার্টি অফিসে আগুন লাগানো এবং ভাঙচুরের পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না, নাকি স্থানীয় কোনও বিরোধের জের-সব দিকই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা যাতে নতুন করে না ছড়ায়, সে দিকেও নজর রাখছে পুলিশ।

দান্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

L51226WB1982PLCO35467

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১, ক্রুকেড লেন, নিচতলা, কক্ষ নং জি-২,
কলকাতা- ৭০০ ০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ যোগাযোগ নং ঃ ৯১ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com / ওয়েবসাইট ঃhttps://dantavyapar.com/

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধানাবলী মেনে, এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী সোমবার, ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় এর নিবন্ধিত কার্যালয়, ১, ক্রুকেড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২, কলকাতা - ৭০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ-এ অনুষ্ঠিত হবে।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিরেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (সমূহ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির (**https://dantavyapar.com/**) এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ, অর্থা সিএসই (**https://www.cse-india.com/**)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) নামক ই-ভোটিং এজেন্সির মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করবে। যে সকল শেয়ারহোল্ডার দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন না, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ভোট দিতে পারবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর বিস্তারিত কার্যপ্রণালী এজিএম-এর নোটিশে প্রদান করা হবে। যেসব শেয়ারহোল্ডার ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করে নিতে পারেন। যেসব শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেন, তাদেরকে কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে **contact@mdplcorporate.com**-এ লিখে অথবা কোম্পানির ই-মেইল আইডিঃ **dantavyapar@hotmail.com**-এ তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, SEBI দ্বারা বিজ্ঞাপিত ফর্ম নং ISR-1, ISR-2, SH-13-এ তাদের KYC জমাআপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **hftps://dantavyapar.com/** অথবা আরটিএ ওয়েবসাইট **https://www.mdpl.in/** থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে
দান্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত-(অর্ণব গাঙ্গুলী)
কোম্পানি সচিব ও পরিপালন কর্মকর্তা

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬শে আগস্ট, ২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ৯ ভাদ্র, ১৪৩৩

কলকাতার জন্মদিন

ফিরিঙ্গি সাহেব জোব চার্নক ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট সুতানুটির নদীবন্দরে পদার্পণ করেছিলেন। তাও সেটা তাঁর প্রথম বার নয়, তৃতীয় বার আগমন। এই দিনটিকে কলকাতা মহানগরের জন্মলগ্ন ধরে নিয়ে পালন করা হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় আর কলকাতাবিষয়ক বইপত্রে ছেয়ে গেছিল কলকাতা তথা গোটা বাংলা। বহু নামজাদা ইতিহাসবিদ তথা কলকাতাবিশেষজ্ঞ আর চিত্রশিল্পীদের তুলি কলমের আঁচড়ে কলকাতা মহানগরের ইতিহাসচর্চায় আমাদের মতো সাধারণ বিশেষ-অজ্ঞ পাঠকপাঠিকাও মেতে উঠেছিল এক নতুন সন্ধানের আনন্দে। বলা বাহুল্য, এই উদ্‌যাপনের প্রায় তেরো বছর পর ২০০৩ সালের ১৬ মে তারিখে যখন মাননীয় কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ঐতিহাসিক রায়ে এই জন্মদিনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল তখনও আমাদের এই ইতিহাসচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি দৈনিক পত্রিকা ১৯৯০ সালের ২৪ অগস্ট তারিখের একটি কাল্পনিক রঙিন সংস্করণ প্রকাশ করেছিল (যদিও ১৯৯০ সালের ২৪ অগস্টের মূল সংবাদপত্রটি ছিল সাদাকালো)। সেই কাগজটি এতদিন পর একটু জীর্ণ অবস্থায় বের করলাম পুরোনো স্মৃতি ঝালিয়ে নিতে। আর সেই সঙ্গে সংগ্রহ থেকে কলকাতাবিষয়ক বিভিন্ন বইপত্তরও বের করার করা হল। এই অগস্ট মাস জুড়ে দিতে থাকব কলকাতার সামান্য পুস্তকসম্ভারের ছবি। তবে এটা মেনে নেওয়াটাই অনুচিত হবে যে, কলকাতা শহর হঠাৎ একদিন জন্ম নিয়েছিল কিংবা ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকদের পদার্পণেই গুড়ে উঠতে শুরু করেছিল। কলকাতার ইতিহাস যে আসলে আরও অনেক প্রাচীনতর, তার প্রমাণ প্রচুর আছে। কলকাতার ইতিহাস আসলে এক ক্রমবর্ধমান জনপদের চলমান ইতিহাস। শুধু কলকাতা নয়, বস্তুত কোনো জনপদের জন্মলগ্নকেই সাল-তারিখের গণ্ডিতে বাঁধা যায় না; এ এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আর যদি ঔপনিবেশিক কলকাতার ইতিহাসেও ঢুকি তাহলেও দেখা যাচ্ছে, জোব চার্নক ওই তারিখের আগেও দু-দুবার এই জনপদে পা রেখেছিলেন। কলকাতার তাই কোনো জন্মদিন নেই। তবু ১৯৯০ সালের ২৪ অগস্ট তারিখটি আমাদের জীবনের কলকাতাচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকে যাবে। তবে সে তো ব্যক্তিগত স্মৃতিমেদুরতার ইতিহাস। কলকাতাকে নিয়ে মেতে ওঠার দিনটা এখন ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবুও বহু লোক এখনও কলকাতাকে ভালোবেসে এই দিনটি তার জন্মদিন বলে মনে করে থাকে। কলকাতার প্রায় গ্রাম ছিল তখন কলকাতার জন্মদিন কেউ পালন করতো না। কিন্তু সেই গ্রাম কলকাতা শহর কলকাতায় পরিণত হতেই তাকে নিয়ে একটি জন্মদিন পালন করছিল কলকাতা প্রেমিরা। সেটাকে কোনওভাবুলবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা কে জানে। আসলে আমরা আনন্দ করা কথাটা একেবারে ভুলতে বসেছি। কলকাতার জন্মদিন নিয়ে ইতিহাসবিদেরা তার শবব্যবচ্ছেদ করে ছেড়েছে। কিন্তু কলকাতাকে ভালোবেসেছিলেন নায়ার। তিনি এখন আর নেই। সেই ভালোবাসার মানুষ না থাকার ফলে কলকাতা প্রেমির সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কলকাতার জন্মদিনটা একেবারে মিশতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলার শিল্পী মহল কলকাতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতো এবং বহু বই প্রকাশিত হত কলকাতাকে কেন্দ্র করে। সেই উৎসব কোথায় যেন মিলিয়ে গেল এক কলমের আঁচড়ে।

উপাচার্য খুন

সত্তরের দশকের কলকাতা মানেই এক বারুদভরা অধ্যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে লাল হরফে স্লোগান, রাজপথে মিছিল আর ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা। সেই রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রে তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। চরমপন্থী নকশাল আন্দোলনের ডাক ছিল একটাই;বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হোক, সব পরীক্ষা বাতিল করো। ক্যাম্পাস তখন বোমাবাজি আর আতঙ্কের পরিবেশে। ঠিক এমনই এক সংকটময় সময়ে, ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মৃদুভাষী ও অত্যন্ত ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেনের কাঁধে তুলে দেওয়া হয় অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের দায়িত্ব। দায়িত্ব পেয়েও অধ্যাপক সেনের সাদামাটা জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি কোনো অতিরিক্ত আর্থিক ভাতা নেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেননি, এমনকি উপাচার্যের মূল আসনেও বসতেন না; পাশের একটি সাধারণ চেয়ারে বসেই কাজ করতেন। তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল স্থগিত হয়ে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষাগুলো নেওয়া। চরমপন্থীদের ক্রমাগত হুমকি সত্ত্বেও তিনি মাথা নত করেননি। তাঁর স্পষ্ট ও নীতিবান কথা ছিল, কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষা না দিতে চাইলে তাকে জোর করা হবে না; কিন্তু যারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাদের পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার রক্ষা করা শিক্ষকের পরম ধর্ম। এই দৃঢ়তায় তিনি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করালেন, সময়মতো ফল প্রকাশ করলেন এবং ফলপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে সেই রেজাল্টও তুলে দিলেন। কিন্তু আদর্শের এই অবিচলতাই তাঁর জন্য ডেকে এনেছিল কাল। ১৯৭০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। সেদিন ছিল তাঁর উপাচার্য পদের মেয়াদের একেবারে শেষ দিন। শেষ ফাইলটিতে সই করে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ তিনি যখন বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তাঁকে গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্বভাবসুলভ বিনম্রতায় তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি হেঁটেই ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারে যাবেন। অরবিন্দ ভবন থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরির পাশের শান্ত পুকুরপাড় ধরে এগোচ্ছিলেন তিনি। আততায়ীর দল মুহূর্তের মধ্যে লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

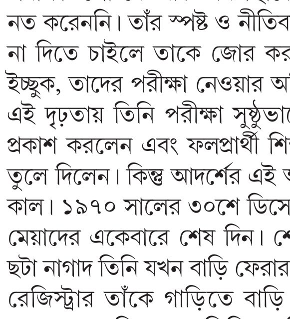

মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেত অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। এই শক্তিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে শত্রুকে পরাস্ত করতে এই শক্তি ব্যবহার হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি,

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

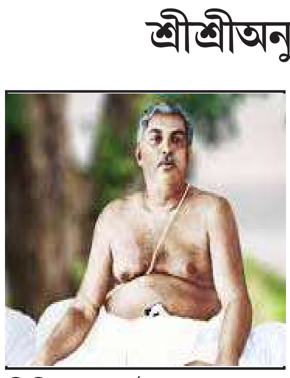

পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সারদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

শিক্ষা জগতের অভিভাবক উপাচার্য

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইংরেজিতে;Intellectual giant ; বলে যে শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি অন্য কেউ ছিলেন কিনা; সেবিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। একই সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে; রবীন্দ্র-প্রতিভা, বা জগদীশচন্দ্র

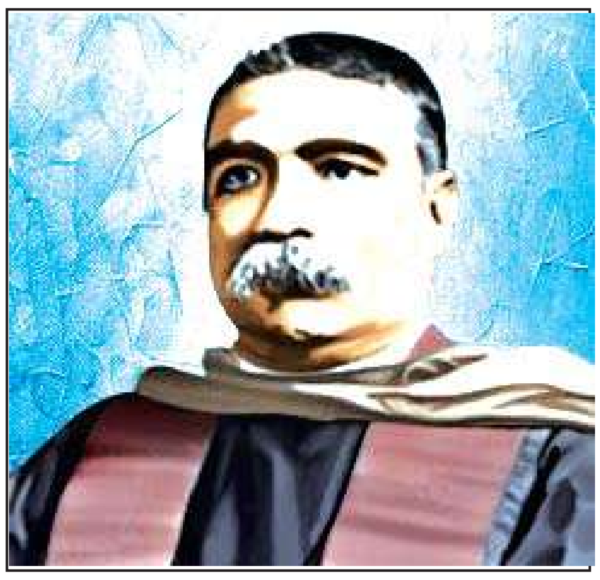

কিংবা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা অথবা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে ও চন্দ্র শেখর রমণ প্রমুখের প্রতিভা আর আশুতোষের প্রতিভা ঠিক সম গোত্রীয় ছিল না। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার যে ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, সেসব নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতির কাছে চিরকালের গর্বের একটা জিনিস হয়ে থাকবে। তবে নিজের সমকালীন অনেকের প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের প্রতিভার মূল পার্থক্য এটাই ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন আর আশুতোষ সেখানে সত্যিই একজন; 'ইনটেলেকচুয়াল জায়ান্ট' ছিলেন। তাই সেযুগের বা পরবর্তী সময়ের কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, এমনকি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও আশুতোষের সেই গগনস্পর্শী প্রতিভার পরিমাপ করাটা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিভার একটা লক্ষণ ছিল যে, তিনি তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন এবং বর্তমান কালকে দূর-দূরান্ত কালের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়াটা তখন একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শিক্ষার কথা ধরা যেতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন; 'শিক্ষাই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষকও শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা।'

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারি চন্দ্রকুমার দত্ত একবার আশুতোষকে পরীক্ষায় পাশের হার কমিয়ে দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন; পাশ না কমালে তো আর রক্ষা নেই! এর উত্তরে আশুতোষ সেদিন তাঁকে বলে ছিলেন, দশটা কলেজ করুন না।। আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক; ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাংলা দেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।

শিক্ষা বিস্তার করতে হবে; এই যে তাঁর চিন্তা, তাঁর সময়ের হিসেবে এটা কিন্তু খুব একটা সহজ চিন্তা ছিল না। সেযুগে দূর কালকে কতটা পরিস্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে একথা ভাবা এবং বলা সম্ভব ছিল, সেই ক্ষমতা শুধুমাত্র আশুতোষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে একজন প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন, এটাই সেটার একটা ঐতিহাসিক নজির। তিনি যদি সত্যিই একজন প্রতিভাধর পুরুষ না হতেন, তাহলে আশুতোষের কল্পনা কখনই এরকম একটা ভাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে প্রায় সকলেই জানেন যে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরে সেখানে জ্ঞানানুশীলন করবার জন্য পৃথিবীর সর্বজাতির কাছে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন এবং এই দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা দেশীয় অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুধিরা তখন আশুতোষের সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আশুতোষের আগে ও পরে বহু গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তিরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে আসীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তুঙ্গতাকে এখনও পর্যন্ত কেউ কি স্পর্শ করতে পেরেছেন? অতীতে এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন,' আশুতোষের পূর্বে আরো দু'-চারজন বাঙালী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কর্মী ছিলেন; কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, বহুদূরে ছিল। আলোক যেমন পলক মধ্যে নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া সম্মুখের দিকটা দীপ্ত করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দষ্টি; কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিবন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে গঠনকার্যে নিযুক্ত থাকিত। বহুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ জগৎও সে দীপ্ত মহিমার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল।

তাই এহেন ব্যক্তি যদি প্রতিভাধর বলে সম্পূজিত এবং স্বীকৃত না হন, তাহলে সেই গৌরব অন্য কার প্রাপ্য হতে পারে?'

এছাড়া আশুতোষের প্রতিভার অন্যদিকও রয়েছে। তিনি প্রচণ্ড কর্মীপুরুষ ছিলেন। অতীতে এই প্রসঙ্গে বিচারপতি র‌্যাঙ্কিন, যিনি কলকাতা হাইকোর্টে আশুতোষের একজন সতীর্থ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন,

"The daily outturn of Sir Asutosh work was a moral to others– to one and all."

ইংরেজিতে; 'man of action ;বলে একটা কথা রয়েছে; এই কথাটির নিগূঢ় মর্ম যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, কর্মী পুরুষ হওয়াটা খুব একটা সহজ কথা নয়। অতীতে আশুতোষের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্যম দেখে সাধারণ মানুষ রীতিমত বিস্মিত হতেন। নানা বিচিত্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী কর্মের মধ্যে তিনি; আক্ষরিক অর্থে সর্বদা ডুবে থাকতেন। বর্তমান প্রজন্ম যেহেতু তাঁকে দেখেননি, তাই তাঁরা কিছুতেই ধারণা করতে পারবেন না যে তাঁর কর্মের বহুমুখীনতা, ব্যাপকতা এবং জটিলতা ঠিক কিরকম ছিল। তিনি যেন কর্মের ও ইচ্ছাশক্তির একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। এই কারণেই তাঁকে নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন,'নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁহার বৃথা অপব্যয় কবিবার যত তিলমাত্র সময় ছিল না। অথচ প্রত্যহ প্রায় অর্ধশত লোক তাঁহার রসা রোডের বাড়ির বাহিরের ঘরটার বারান্দায় অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে হইত না। ধনী, দরিদ্র, সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই যাইতেন; এই দর্শন -উৎসবে কাণা, খোঁড়া, গরীব ও সচ্ছল অবস্থার লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটায় ঢুকিয়াই যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন, তারপর বড় চেয়ারে বসিতেন। যাঁহাদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়ার দরকার, তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ মনোযোগ দিতেন না। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলাপের পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু কাহারো সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা কহিবার প্রয়োজন হইত না, ঠিক কাজের কথা জানিতে চাহিতেন, দীর্ঘ প্রস্তাবের সুযোগ দিতেন না। তারপর এক-একটি লোককে তাঁহার বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং দুই-এক মিনিট মধ্যে ঠিক, কাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুল্য-বর্জিত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন। এইভাবে এক-একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার জবাব দিয়া তাঁহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন। কেহ এমন কিছু বলিবার সুবিধা পাইতেন না যে, আজ বড় ভিড়, কোন কথা পাড়িবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গৃহটি ঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল; উহা বাজে কাজে বা বাজে কথার আড্ডা ছিল না। বড় চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদু স্বরে কথা বলিতেন যে, একজনের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহা অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি সামলাইয়া লইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি এত লোকের মধ্যে একটি লোকেরও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, যাঁহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে ঠিক তাহা করিতেন; তাঁহার কথা অব্যর্থ ছিল। তাঁহাকে কখনো বলিতে শুনি নাই, 'মহাশয়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর একদিন আসবেন।' যিনি কর্মের মধ্যে একরূপ ডুবিয়াই থাকিতেন, তিনি কতই না অজুহাত দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ অজুহাত দিয়া প্রার্থীদিগকে কখনো দ্বিধার মধ্যে রাখিয়া প্রতারিত করিতেন না। মিষ্ট কথা ও ছদ্মবেশী সৌজন্য অপেক্ষা এই আপাত কঠোর অথচ প্রকৃত হিতেচ্ছা ও স্পষ্ট কথার মূল্য যে কত বেশি, তাহা ভুক্তভোগীরা সহজেই বুঝিবেন। এরকমই ছিল স্যার আশুতোষের আম-দরবার। পঠন পাঠনের ওপরে তিনি বেশি করে নজর দিতেন।

কুমারটুলির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাস

অনিন্দ্য দাস

মাটির মানচিত্র। বর্ষার ঠিক মুখটায় যখন উত্তর কলকাতার গলি গুলোতে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আর পচা চটের গন্ধ একাকার হয়ে যায়, তখন কোনো অজানা টানে আমি গিয়ে পৌঁছাই কুমারটুলিতে। রবীন্দ্র সরোবর বা দক্ষিণ কলকাতার চওড়া রাজপথের শীততাপ পনিয়ন্ত্রিত ক্যাফেগুলোর চেয়ে এই গলিগুলোর অন্ধকার খাঁজ আমাকে অনেক বেশি টানে; কারণ এখানেই মানুষের হাত দিয়ে জন্ম নেয় দেবতারা। গঙ্গার ধারের এই আঁকাবাঁকা গলিগুলো কেবল কোনো ভৌগোলিক সীমানা নয়, এটি উত্তর কলকাতার এক চিরন্তন হৃদয়পিণ্ড;যার পূর্বে রবীন্দ্র সরণি (যা একদা চিৎপুর রোড নামে পরিচিত ছিল), পশ্চিমে বহমান হুগলি নদী বা গঙ্গা, উত্তরে বাগবাজার আর দক্ষিণে শোভাবাজার। আমি যখন বিধান সরণি পেরিয়ে বড়বাজার বা শোভাবাজার রাজবাড়ির গা ঘেঁষে কুমারটুলি ঘাটের দিকে হেঁটে যাই, তখন মনে হয় প্রতিটি ইট যেন আঠারো শতকের কোনো হারিয়ে যাওয়া গল্প বিড়বিড় করে বলছে। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে শোভাবাজার রাজবাড়ি, বাগবাজার মায়ের বাড়ি, আর বাগবাজার ঘাট;যেখানে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে সাঁঝের আবছা আলো এসে পড়লে মনে হয় শহরটা যেন সময়ের কোনো এক ওলটপালট ঘড়ির মধ্যে আটকে পড়েছে।

হুগলির পলিমাটি আর গঙ্গাজল মেখে এই যে মৃৎশিল্পীরা বছরের পর বছর ধরে আস্ত একটা দেবালয় গড়ে তুলছেন, তার ইতিহাসটা একেবারেই হঠাৎ তৈরি হওয়া কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে যখন কলকাতা শহরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছিল, তখন জন জেনফানিয়া হলওয়েল ব্রিটিশদের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পেশাভিত্তিক বিভিন্ন পাড়া তৈরি করার পরিকল্পনা করেন;ঠিক যেমন তৈরি হয়েছিল কাঁসাড়িপাড়া বা শাঁখারিপাড়া। কৃষ্ণনগর, নদীয়া এবং হুগলির জঙ্গলমহল থেকে ভাগ্যান্বেষণে আসা মৃৎশিল্পীরা এসে আস্তানা গেড়েছিলেন হুগলি নদীর ঠিক তীরের এই জলাভূমি ও ঝোপ ঝাড়ঘেরা এলাকায়, যা ১৭৫৫ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'কুমারটুলি' বা কুলালদের স্থান হিসেবে নিজস্ব রূপ পেতে শুরু করে। জব চার্নকের কলকাতা পত্তনের আগেই ১৭৫৭ সালের গোড়ায় নবকৃষ্ণের শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা তৈরির প্রয়োজনীয়তা এই কারিগরদের শিকড়কে এখানে আরও গভীরভাবে পুঁতে দিয়েছিল। গঙ্গার পলি, উলুঘাস আর কাঠের বাঁশ দিয়ে কীভাবে প্রাণহীন কাঠামোতে মাটির প্রলেপ চড়ানো হয়, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না; এই গলিগুলোর অন্ধিসন্ধি ঘুরে দেখতে দেখতে কতবার যে ভেবেছি, মানুষ কীভাবে অতি সহজে মাটি থেকে ঈশ্বরের অবয়ব খোদাই করে আবার সেই মাটিকেই বিসর্জনের জলে ভাসিয়ে দেয়।

এই মাটির কারিগরদের বংশ পরম্পরার দিকে তাকালে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, কারণ প্রতিমা গড়ার এই ঐতিহ্য কেবল এক চিলতে খড় আর কাদা নয়, এর পেছনে রয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা শিল্পচেতনায় সান দেওয়া রক্তমাংসের ইতিহাস। গোপেশ্বর পাল, যাঁকে সবাই একনামে জীতেন পাল বা 'জি. পাল' বলে জানতেন, তিনি ঐতিহ্যবাহী মাটির কাজের সঙ্গে পশ্চিমা বাস্তবসম্মত ভাস্কর্যশৈলীর এমন এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন যা উত্তর কলকাতার বাবুসমাজকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। মোহনবাঁশী রুদ্রপাল এবং তাঁর উত্তরসূরিদের ছোঁয়া ছাড়া যেমন আধুনিক দুর্গাপ্রতিমার মুখচ্ছবি ভাবাই যায় না, তেমনই অলোক সেন বা প্রদীপ রুদ্রপালের প্রতিমার চোখে যে তেজ ফুটে ওঠে, তা যেন কোনো এক অলৌকিক জগতের বার্তা বহন করে। পুরুষতান্ত্রিক এই গলির কাঠামোর ভেতর নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে মাটি চটকে প্রতিমা গড়েছেন চায়না পাল কিংবা আরতি পালের মতো নারী ভাস্কর্যশিল্পীরা, যাঁদের আঙুলের ছোঁয়ায় মৃন্ময়ী মা সতত রূপ পান চিন্ময়ীতে। একালের তরুণ শিল্পী সনাতন দিন্দা যখন ঐতিহ্যগত চালচিত্র ভেঙে আধুনিকার নান্দনিকতার ছোঁয়া দেন, তখন বোঝা যায় কুমারটুলি কোনো স্থবির জাদুঘর নয়, বরং এটি এক জীবন্ত প্রবহমান নদীর মতো নিজের গতিপথ প্রতিনিয়ত বদলে চলেছে। আমি প্রায়ই কুমারটুলি ঘাটের চাতালে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি, কারণ ওখান থেকে পুরো এলাকাটাকে এক অন্য আলোয় দেখা যায়। আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে বনমালী সরকার স্ট্রিট আর বাঁশতলা গলির সেই ঘিঞ্জি ঘুপচি ঘরগুলো, যেখানে প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো ভাস্কর পরিবার দিনরাত এক করে খড় বাঁধছেন, কাঁঠালকাঠের খাঁচা তৈরি করছেন আর গঙ্গার কাদা মেখে রূপ দিচ্ছেন একের পর এক দুর্গা প্রতিমা। কলকাতার বারোয়ারিদের ভীড়।

বাঙালি শিল্পপতি প্রিন্স দ্বারকানাথ

চিত্তজিৎ দত্ত

এই বাঙালি কোম্পানির সেরেস্তাদার থেকে শিল্পপতি। উত্তরণের এই কাহিনী মোটেও রূপকথার গল্প নয় বরং বলা যায় উনবিংশ শতকের তিনের দশকে ইন্ডিয়ান রেল কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে তিনি গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেল কোম্পানি খোলবার পরিকল্পনা পাকাপাকি করে ফেলে ছিলেন।

দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক জীবনের

যখন বহু বিলিতি মার্চেন্ট হাউসগুলোয় লালবাতি জ্বলেছে তখন তাঁর ব্যবসায় উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শুধু মিডিয়া ব্যারন বললে ভুল হয় আদপে তিনি বিজনেস টাইকুন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাঙালির যোগসূত্র থেকে ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে রেলপথের স্বপ্ন দেখা, সংবাদপত্রের উন্নতি সাধন তাঁর নাম যে সব কিছুর সঙ্গে। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। শিল্পপতির শিরোপা তাঁর পাওনা । একটা সময় ছিল যখন দ্বারকানাথের বেঙ্গল কোল কোম্পানি ভারতে উৎপাদিত সেরা কয়লার ৬০-৭০ শতাংশ উৎপাদন করত। কোম্পানিতে সেই আমলে কাজ করতেন ৫০০০খনি কর্মী ও নয় হাজার বোট কর্মী। যারা নদীপথে কলকাতায় কয়লা নিয়ে আসতেন। চা থেকে,নুন, চিনি সব ব্যবসা যেন তাঁর হাতের পুতুল যেখানে হাত লাগিয়েছেন সেখানে সোনা ফলেছে।শুধু তাই নয় ইস্ট বিস্তারিত খবর বেঙ্গল হরকরায় প্রকাশিত হত। 'দ্য ইংলিশম্যান' কাগজ প্রতিষ্ঠিত হলে মূলধন যোগান দেন দ্বারকানাথ। মিডিয়া ব্যারন হয়ে তিনি থামতে চাননি বরং সবসময় লক্ষ ছিল বিজনেস টাইকুন হবেন।

পার্শি ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজির সঙ্গে ১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথ ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি খুললেন,তিন বছরে এখানে ছত্রিশটা জাহাজ সারাই হয়। অবশ্যই তাঁর স্মরণীয় কৃতিত্ব কার টেগোর কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। ছ'খানা জাহাজের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ সঙ্গে আরও অনেক জাহাজের এজেন্ট।

পরিকল্পনা করেছিলেন স্টিম ফেরি ব্রিজ -এর, সেই সময় মাত্র সাত মিনিটে গঙ্গার এপার থেকে ওপারে পৌঁছে যাবে,প্রতিবারে অন্তত ১১০০ যাত্রী পারাপার করবেন। নানা কারণে সেই প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়, যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে আরও প্রায় তিরিশ বছর যখন গভর্নমেন্ট ১৮৭৭সালে হাওড়া - কলকাতার যাত্রীদের জন্য ২ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড খরচ করে পল্টন ব্রিজ করে দেন।

এদেশের নদীপথে বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানি পরিচালনার কৃতিত্ব দ্বারকানাথের। বীমা ব্যবসায়ে নেমে ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। কিছুদিন পরে আরও বড় একটি বীমা কোম্পানি,নিউ ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানি। দ্বারকানাথ বিখ্যাত এজেন্সি হাউস ম্যাকইটনস কোম্পানির সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই ম্যাকইনটনস আর দ্বারকানাথের আত্মীয় গোপীমোহন ঠাকুর সেকালের বিখ্যাত 'কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক' এ জড়িত ছিলেন। ওই ব্যাঙ্ক থেকে আর একটি ব্যাঙ্ক তৈরি হয় ১৮২৮সালে নাম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের শেয়ার ছাড়া হলে তিন সপ্তাহে ১৮১জন ধনপতি ১১লক্ষ টাকার ৪৪৪টি শেয়ার কেনেন। ব্যাঙ্কের ১৫ জন ডিরেক্টরের মধ্যে তিন জন ছিলেন বাঙালি।

আইনের প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল বলে জানা যায় না, তবে একসময় রবার্ট কাটলার ফার্গুসনের থেকে আইন শিখে তাঁর লিগ্যাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন দ্বারকানাথ, বড় বড় জমিদারদের আইনী পরামর্শ দিতেন বিনিময়ে দুহাত ভরে অর্থ উপার্জন করেছেন।

ছ'খানা জাহাজের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ সঙ্গে আরও অনেক জাহাজের এজেন্ট। দু'বার বিলেত গিয়েছেন, ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপের রাজ দরবারে বিপুল অভর্থনা পেয়েছেন। মানুষ হিসেবেও দ্বারকানাথ মুক্তমনা। আসুন ছোট্ট একটা কাহিনী না বললে দ্বারকানাথ সম্পর্কে সব বলা হয় না। তাঁর বয়স যখন মাত্র তেরো বছর, পিতৃহীন হলে মা জননী অলকাসুন্দরী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছিলেন।

অলকাসুন্দরী বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গঙ্গা যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। বেঁচে থাকার জন্য তাঁর মনে ছিল তীব্রতর আকাঙ্খা। অলকাসুন্দরীকে দ্বারকানাথ প্রাণের অধিক ভালবাসতেন বললে কম বলা হয়। তাঁর প্রতি ভক্তিবশত তিনি স্বেচ্ছায় অনেক বিধিনিষেধ মেনে নিতেন।

বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, হতাশ অলকাসুন্দরী বলেছিলেন,যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস না। তিনি সত্যিই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন,এই জীবন পিপাসা স্বাভাবিক। সেই সময় কেউ বাড়িতে মারা যেতেন মনে করা হত তাঁর আত্মার সদগতি হবে না, অতএব মৃতপ্রায় মানুষদের অনেককে গঙ্গাযাত্রা করানো হত, এবং ওই মৃতপ্রায় মানুষকে বলা হত গঙ্গাযাত্রী।

মায়ের গঙ্গাযাত্রা অবশ্য রুখে দিতে পারেন নি দ্বারকানাথ কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী দিগম্বরী যখন মৃত্যুশয্যায় কারও আর দুঃসাহস হয়নি গঙ্গা যাত্রার কথা বলতে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কলকাতার সেরা বৈদ্য,ডাক্তার ডেকে নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন।

স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন দ্বারকানাথ, আক্ষরিক অর্থেই তিনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। অবশ্য দিনের শেষে বলতে হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনাও তাঁর হাত ধরেই হয়। তবে শুধু বাঙালি কেন তাঁর পরিবারের উত্তর পুরুষেরাও দ্বারকানাথ সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিলেন। পুস্তক ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার,বঙ্গ বসুন্ধরা, শংকর, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিস্মৃত পথিকৃৎ,কৃষ্ণ কৃপালিনী। ব্রিটিশ যুগে বাংলার সেরা ব্যবসায়িক ছিলেন প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর। তিনি শিল্পতিও বটে। সেই কারণে তাঁকে সবাই সম্মান করতো। পাশাপাশি তিনি আবার মান দরদী ছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন।

সাতারু আরতি সাহা

রানা কর্মকার

দিনটা ছিল ২৭ আগস্ট , ১৯৫৯ উ শুরুতেই গণ্ডগোল ! প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরিতে ন্যাভিগেশন বোট এল। ইংলিশ চ্যানেলে নামলেন তিনি। ১৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার কাটার পরে গন্তব্যে পৌঁছতে তখন বাকি মাত্র ৩ মাইল। বোটম্যান ঘুরপথে নিয়ে গেলে স্রোতের বিপরীতে পড়ে গেলেন। তাঁর পাশে তখন সাঁতার কাটছেন ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকের সোনাজয়ী সাঁতারু গ্রেটা অ্যান্ডারসন। স্রোতের মুখে আর এগোতে পারছেন না দেখে বোটম্যান তাঁকে ছুঁয়ে দেন; নিয়মানুয়াযী কেউ সাঁতারুকে স্পর্শ করলে তিনি বাতিল হয়ে যান। লক্ষ্যের এত কাছে এসেও শেষরক্ষা হল না। তবে ভেঙে পড়লেন না তিনি।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯। আবার নামলেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে। ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিটে; ফ্রান্সের কেপ গ্রিস নে থেকে ইংল্যান্ডের স্যান্ডগেট। ভোর ৫ টা ৫৫ মিনিটে জলে নেমে আঁকাবাঁকা পথে ৪২ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। ক্যাপ্টেন হার্টিনসন গাইড হিসেবে তাঁর জীবনে প্রথম কোনও মহিলাকে পথ দেখাচ্ছিলেন। চ্যানেলের একটি বন্দর ফকস্টোন থেকে ৫ মাইল দূরে স্যান্ডগেটে বোট থেমে গেলেও নিয়ম অনুযায়ী আরও ১০ গজ হেঁটে যেতে হয় প্রতিযোগীদের। অবশেষে সাফল্য পান তিনি। পার করলেন ইংলিশ চ্যানেল। তিনি প্রথম এশীয় মহিলা যিনি ইংলিশ

চ্যানেল অতিক্রম করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর।

সাঁতার কাটতে কাটতে চোখে পড়ল একটা কচ্ছপ পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। মনে হয়েছিল ওটার পিঠে চেপে চলে যাই। ঠান্ডায় হাত পা কেটে কেটে যাচ্ছিল। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা প্রথম এশীয় মহিলা। ক্যালেন্ডারে সে দিনের তারিখ ছিল ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯। মাত্র উনিশ বছর বয়সে এই কৃতিত্বের অধিকারির জন্মদিনও এই একই মাসে; ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। ইংরেজদের মাটিতে তেরঙা পতাকা উড়িয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি। সাঁতারু আরতি সাহা। প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে 'পদ্মশ্রী' সম্মান

জমি জটিলতার অবসান ঘটিয়ে আধুনিক পরিকাঠামোয় নতুন রূপ পেতে চলেছে মালদার মহদিপুর স্থলবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ আগস্ট ঃ জমি জটিলতার অবসান ঘটিয়ে এবার আধুনিক পরিকাঠামোয় নতুন রূপ পেতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মালদার মহদিপুর স্থলবন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সীমান্ত পারাপারের পরিষেবায় গতি আনতে মহদিপুর স্থলবন্দরকে

ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট বা আইসিপি আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পেট্রাপোল স্থলবন্দরের ধাঁচে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইসিপির জন্য মোট প্রায় ২৫ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬.৭০ একর জমি আনুষ্ঠানিকভাবে ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল। মালদার আরটিসি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের পক্ষে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শ্রীনিবাস পাটিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষে ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আন্ডার সেক্রেটারি নারায়ণ সিং চৌহানের হাতে জমির নিবন্ধিত দলিল তুলে দেন। জমি হস্তান্তরের পর জেলা প্রশাসন ও ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা যৌথভাবে মহদিপুর সীমান্তে প্রস্তাবিত আইসিপি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী পর্যায়ের পরিকাঠামো ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আন্ডার সেক্রেটারি নারায়ণ সিং চৌহান জানান, স্থলবন্দরে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। প্রবেশদ্বার থেকে ভবন, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিষেবা উন্নত করা হবে। এছাড়া পণ্যবাহী গাড়ি ও অভিবাসীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার সময় কমবে। বিএসএফ, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন পরিষেবার পাশাপাশি ডিজিটাল স্ক্যানারের মাধ্যমে গাড়ি চেকিং ও পরিবহণ ব্যবস্থারও উন্নত করা হবে। এই প্রসঙ্গে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, মহদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। জমি জটিলতার কারণে এতদিন প্রকল্প আটকে থাকলেও এবার কাজ এগোচ্ছে। আইসিপি চালু হলে সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার হওয়ার পাশাপাশি বেআইনি পাচারেও লাগাম টানা সম্ভব হবে। ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিকাঠামো গড়ে উঠলে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, নিরাপত্তা, কোয়ারেন্টাইন ও পণ্য পরিবহণের মতো পরিষেবায় আরও গতি আসবে। ফলে মহদিপুর স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অভিবাসীদের আইনি প্রক্রিয়ায় পারাপার আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লালগোলায় আটক ৬ বাংলাদেশি নাগরিক, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ আগস্ট ঃ ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন লালগোলা থানার পুলিশ বুধবার সকালে এক অভিযান চালিয়ে ছয়জন

বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। লালগোলা থানার মধুপুর এলাকায় এই পুলিশি অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে লালগোলা থানার পুলিশ মধুপুর এলাকায় একটি তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। সেই সময় সন্দেহভাজন হিসেবে ঘোরাফেরা করা ৬ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। আটক ব্যক্তিদের পরিচয় জানা গেছে - চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রুবেল শেখ (৩৬) ও আবুল হালিম (২৮), রাজশাহী জেলার কবীর শেখ (৩১), মিজানুর রহমান (৩৪) ও রিমন আলী (১৮) এবং মানিকগঞ্জ জেলার বাসিন্দা ৩৯ বছর বয়সি আমিনুল। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানিয়েছেন, প্রায় এক মাস আগে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন। তবে ভারতে তাঁদের প্রবেশ কোন পথে হয়েছিল এবং এর পেছনে কী কারণ রয়েছে, লালগোলা থানার পুলিশ তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। বর্তমানে ৬ জনকেই লালগোলা থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী, পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাঁদের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে। লালগোলা এলাকায় একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়ার ঘটনায় সীমান্ত সুরক্ষা ও অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি ফের একবার চর্চায় উঠে এসেছে।

দামোদরে তলিয়ে গেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৬ আগস্ট ঃ দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের দামোদর নদীতে। নিখোঁজ যুবকের নাম নেপাল রায় (২৭)। অন্ডাল থানার মদনপুর রায়পাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ ও যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমেছিলেন অন্ডালের মদনপুরের রায়পাড়ার নেপাল রায়। স্নানের সময় আচমকাই তিনি দামোদর নদীর গভীর জলে তলিয়ে যান। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে নদীর পাড়ে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল। বুধবারও সকাল থেকে স্পিড বোট নিয়ে তল্লাশি শুরু হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। এদিন বিকাল পর্যন্ত ওই যুবককে উদ্ধার করা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

HOWRAH GASES LIMITED.
CIN:L24111WB1985PLC038480
Reg. Office: 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2, Kolkata-700 069, West Bengal, Contact No.+ 91 9830024305
E-Mail:howrahgasesltd@gmail.com, Website:www.howrahgases.com
NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE is hereby given that the **41st Annual General Meeting ("AGM")** of the members of the Company will be held on **Monday, 28th September, 2026** at 01:30 P.M. at its Registered office at **1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2 Kolkata- 700069, West Bengal** to transact the businesses as set out in notice calling the AGM in compliance with the provision of the Companies Act, 2013 & SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The notice of the 41st AGM and the Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent only through electronic mode to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s).
The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the websites of the Company (http://www.howrahgases.com/Annual%20Reports.aspx), concerned Stock Exchanges, i.e. CSE (https://www.cse-india.com/).
The Company will be providing facility of remote e-voting to the shareholders through e-voting agency namely National Securities Depository Limited ("NSDL"). Shareholders unable to vote through remote e-voting would be able to vote at the AGM. The detailed procedure for remote e-voting and AGM will be provided in the Notice of AGM.
Shareholders holding shares in demat mode whose e-mail addresses are not registered may get their e-mail address registered with their respective Depository Participant(s), and Shareholders holding shares in physical mode are requested to update their E-mail addresses with Company's RTA i.e. Niche Technologies Private Limited, by writing to nichetechpl@nichetechpl.com OR company email id howrahgasesltd@gmail.com and also requested to furnish /update their KYC in Form No ISR -1,ISR -2,SH-13 as notified by SEBI,can be downloaded from the Company's websites at http://howrahgases.com/ or RTA websites at http://www.nichetechpl.com.
By Order of the Board of Directors
For **HOWRAH GASES LIMITED.**
Sd/- **(Ashish Pratihast)**
Company Secretary & Compliance officer
Place: Kolkata
Date: 26th August, 2026.

ভাঙনের কবলে নিউ বকখালির জঙ্গল, অস্তিত্ব রক্ষায় এবার সরকারি উদ্যোগের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ আগস্ট ঃ একসময় গভীর সবুজে ঘেরা, নিরিবিলি পরিবেশের কারণে ধীরে ধীরে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল নিউ বকখালির জঙ্গল। কিন্তু দীর্ঘদিনের নদীভাঙনে সেই সৌন্দর্য এখন বিপন্ন। তীব্র ভাঙনের কারণে ক্রমশ সরু হয়ে আসছে জঙ্গলের পরিধি। এমন পরিস্থিতিতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নিউ বকখালির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি নিউ বকখালি এলাকা ঘুরে দেখেছেন কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। এলাকা পরিদর্শনের পর ভাঙন রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। স্থানীয়দের দাবি, আগে নিউ বকখালির জঙ্গল অনেকটাই গভীর ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর নদী ভাঙনের ফলে জঙ্গলের একটা বড় অংশ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। বর্তমানে জঙ্গল অনেকটাই পাতলা হয়ে এসেছে। ভাঙনের তীব্রতা দ্রুত না কমানো গেলে আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। নিউ বকখালির এই নির্জন ও কোলাহলহীন পরিবেশ ধীরে ধীরে পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম জায়গা হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির টানে অনেকেই এখানে আসতেন। কিন্তু নদীভাঙন সেই সম্ভাবনার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভাঙন নিয়ে বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা

হলেও দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী কোন ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, শুধু অস্থায়ীভাবে ভাঙন সামাল দিলে হবে না, জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকা রক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদি ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এবার স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী নিজে এলাকা পরিদর্শন করায় আশাবাদী স্থানীয়রা। তাঁদের আশা, এবার হয়তো নিউ বকখালির ভাঙন সমস্যা স্থায়ী ভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। স্থানীয়দের কথায়, এই জায়গাটি যদি নদী গর্ভে হারিয়ে যায়, তাহলে শুধু পরিবেশের ক্ষতিই হবে না, ভবিষ্যতে পর্যটকরাও নিউ বকখালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই জঙ্গলটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারেরই বলে মনে করছেন তাঁরা।নিউ বকখালি নামখানা স্টেশনের আগে উকিলের হাট স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকার পর্যটন সম্ভাবনাও বাড়ছিল। কিন্তু তার আগেই নদীভাঙন বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা বলেন, আমি সম্প্রতি এলাকাটি ঘুরে দেখেছি। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গেও কথা বলেছি। কীভাবে ভাঙন রোধ করা যায়, তা নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। এখন দেখার, সরকারি উদ্যোগ কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয় এবং ভাঙনের হাত থেকে নিউ বকখালির এই সবুজ জঙ্গলকে কতটা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

লাটাগুড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মৃত এক, আহত আরও ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ গরুমারা অভয়ারণ্য ও লাটাগুড়ির মধ্যবর্তী এলাকায় বুধবারে সকালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা হয়। এই দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি গাড়িতে চারজন যাত্রী যাচ্ছিলেন। জঙ্গল লাগোয়া এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় চালক হঠাৎই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। গাড়িতে আটকে পড়া চারজনকে উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা এক মহিলাকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। নিহত ও আহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হিঙ্গলগঞ্জে সীমান্ত সুরক্ষায় কাঁটাতারের বেড়া তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ আগস্ট ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থেকে শামসেরনগর পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সুরক্ষার তাগিদে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা ঘিরে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ বাড়ছে ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্তী বাসিন্দা, স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং মৎস্যজীবীদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, নদীর তীর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হলে বহু পরিবারকে তাঁদের ভিটেমাটি এবং রুজি-রুটি হারাতে হতে পারে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, হিঙ্গলগঞ্জে ইচ্ছামতী নদীর তীর থেকে প্রায় ১৫০ ফুট জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা কার্যকর করা হলে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বহু গ্রাম সরাসরি প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে মৎস্যজীবী এবং নদীর ওপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করা মানুষদের রুজি-রুটিতে বড় আঘাত লাগার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই উদ্বেগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ইচ্ছামতীর তীরবর্তী অঞ্চলের শতাধিক ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসী হাতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। মিছিলটি গিয়ে পৌঁছায় হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও অফিসে। ব্যবসায়ী সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে আয়োজিত এই কর্মসূচির পর গ্রামবাসীরা হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা স্পষ্টভাবে জানান যে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তাঁরা করছেন না। তবে তাঁদের দাবি, জমি অধিগ্রহণের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকার বিষয়টি যেন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। স্থানীয় মানুষের দাবি, অবিভক্ত বাংলার সময় থেকেই এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের এক দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। ১৭৮৩ সাল থেকে এই এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। ফলে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হলে বহু বছরের প্রাচীন বাণিজ্যিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার ও স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় বড় প্রভাব প।।র আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি-সীমান্ত সুরক্ষার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নেওয়া হোক, তবে একই সঙ্গে ইচ্ছামতী নদীর তীরে বসবাসকারী পরিবার, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থসুরক্ষাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৬ আগস্ট ঃ পুরশুড়া থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার শুভঙ্কর সাধুখাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। গত ২০ আগস্ট ব্যক্তিগত কাজে বাইকে করে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে গিয়েছিলেন শুভঙ্কর। রাতে বাড়ি ফেরার পথে আনুমানিক রাত ১১টা নাগাদ একটি লরির সঙ্গে তাঁর বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে প্রাণ হারান তিনি। পরের দিন সন্ধ্যায় শুভঙ্করের নিথর দেহ তাঁর কর্মস্থল পুরশুড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে দেহ বাড়িতে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য ও পরিজনেরা। বুধবার মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং শুভঙ্করের স্ত্রীর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বুধবার আরামবাগের মহকুমা শাসক, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ এবং পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শুভঙ্করের পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

SHORT NOTICE INVITING TENDER
TENDER No.:- WBIW/EE/DM&ED/SNIT-04/2026-27
Above mentioned Short Notice Tender(off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Emergency Procurement Work under this Division. Last date of application of the bid: **02.09.2026 16:00 HRS**. The other details may be seen from website **https://www.iwd.wb.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.
Sd./- Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল আয়সা খাতুন স্বামী মহঃ ইমরান, সাং-জে-৩২, গার্ডেনরীচ, থানা-গার্ডেনরীচ, জেলা-কলকাতা, শ্রীমতি সান্ত্বনা নস্কর ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার নাজিমা বেগম স্বামী সেখ সায়ফুদ্দিন এর নিকট হইতে ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত ৪০২২৮৪/২০২৬ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা, থানা-ডোমজুড়, মৌজা- ডাঁসপাড়া, জে, এল. নং-৪৭ভুক্ত, হাল ১৭৫১ নম্বর-খতিয়ানে, হাল এল আর, ৯৭৪ নং দাগে মোট ৬.৬০ শতক সম্পত্তি, ADSR - ডোমজুড়ে রেজেস্ট্রিকৃত-৪০৩২৩৫/২০২৬ নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে BL&LRO ডোমজুড় অফিস এর নিকট আপীল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
ALOK KUMAR BHATTACHARYA
Advocate
Judge's Court, Howrah

নিউ বঙ্গাইগাঁওএ আইএমএসের পুনঃ প্রত্যয়ন
ই-টেণ্ডার নং. সিএমটি-জিইএনএল-২৬-১৭৬-পার্ট-১ তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে সি এণ্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/এনবিকিউএস/এনএফআরের জন্যে আইএমএসের পুনঃ প্রত্যয়ন (অর্থাৎ আইএসও ৯০০১-কোয়ালিটি মেনেজমেন্ট সিষ্টেম (কিউএমএস), আইএসও ১৪০০১-এনভিরনমেন্টাল মেনেজমেন্ট সিষ্টেম (ইএমএস), আইএসও ৪৫০০১- অকুপেশনাল হেলথ এণ্ড সেফটি মেনেজমেন্ট সিষ্টেম (ওএইচএসএস)। **টেণ্ডার রাশিঃ ২,২৪,১৯৯.৯৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৯-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিডব্লিউএম ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ 47/W-2/APDJ, তারিখঃ 22-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ 19-AP-I-2026। কাজের নামঃ** ২০০০০ -এর অধিক টিভিইউ যুক্ত লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে এমএসিএল-এর সাথে ইন্টারলক করার জন্য গেট রিলে-হাট্স-এর নির্মাণ (লেভেল ক্রসিং গেট নং. সিএ-১৮, সিএ-১১, সিএ-১৪, সিএ-১৬, এনজে-৩৯, এনজে-৪৩, এনজে-৪৫, এসকে-১৫০ = ০৮টি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯২,৩৮,৩৭৭.৪৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৮৪,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগ্রহ প্রকাশ
নং.ঃ ইওআই-সিএমএস-২০২৬-২০২৮ **তারিখ ঃ ১৫-০৮-২০২৬**
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিএমএস ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, **২৪-০৯-২০২৬** তারিখ **১৩:০০** টা থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।
কাজের নাম: খুচরা সরবরাহের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল কাটিহারের ওষুধ ও সার্জিক্যাল সামগ্রীর অনুমোদিত সরবরাহকারী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ওষুধ ও সার্জিক্যাল সামগ্রীর খ্যাতিমান সুপ্রতিষ্ঠিত খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে টেন্ডারের আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।
কাজের আনুমানিক মূল্য (লক্ষ): ৪০.৮ লক্ষ। **বায়না মূল্য (টাকা):** ৪০,৮০০/-; টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: **২৪-০৯-২০২৬** তারিখ **১৩:০০** টায়।
দ্রষ্টব্য: (১) যেহেতু এটি ডিসকাউন্ট ভিত্তিক টেন্ডার, তাই সমস্ত দরদাতাদের প্রতিটি গ্রুপের মূল হার ৮,১৬,০০০.০০/- টাকা নির্ধারিত ধরে নিয়ে প্রতিটি গ্রুপের ওপর ডিসকাউন্ট দিতে হবে। যাতে রেলওয়ের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
(২) উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার বুকলেট সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৫-০৮-২০২৬** তারিখ সকাল **০০:০১** টা থেকে পাওয়া যাবে/আপলোড করা হবে এবং টেন্ডার বন্ধের নির্ধারিত তারিখ **২৪-০৯-২০২৬** এর **১৩:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
(৩) উক্ত টেন্ডারের বিপরীতে ই-বিড ব্যতীত অন্য কোনো আকারের বিড গ্রহণ করা হবে না। এই উদ্দেশ্যে, ভেন্ডর/দরদাতাদের আইটি আইন-২০০০ -এর অধীনে সিসিএ কর্তৃক জারি করা একটি ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সহ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে।
(৪) ফাইন্যান্সিয়াল রেট পেজে লিখিত এবং যথাযথভাবে ডিজিটালভাবে স্বাক্ষরিত দরই কেবলমাত্র বিবেচনা করা হবে। ভেন্ডর/দরদাতারা যদি অন্য কোনো ফর্ম/লেটারহেডে দর বা অন্য কোনো আর্থিক বিবরণী সংযুক্ত করেন, তবে তা সরাসরি উপেক্ষা করা হবে এবং বিবেচনা করা হবে না।
(৫) সংযুক্ত করা নথিগুলির ওপর দরদাতার নিজস্ব স্বাক্ষর থাকতে হবে।
(৬) এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।
(৭) ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়না মূল্য (ইএমডি) জমা শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই গ্রহণ করা হবে।
(৮) কোনো ধরনের অসুবিধা হলে, আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
(৯) অনলাইনে টেন্ডার **২৪-০৯-২০২৬** তারিখ **১৩:০০** ঘটিকা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।
(১০) যেহেতু এটি ৫০ লক্ষ টাকার ওপরে, তাই টেন্ডার কমিটিতে জেএ (JA) গ্রেড স্তরের তিনজন কর্মকর্তা (মেডিকেল, স্টোর এবং ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টস বিভাগ থেকে একজন করে) থাকবেন।
সিএমএস, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দ্রুত আরপিএফ পদক্ষেপে এড়ানো গেল বিপদ, যাত্রী ফেরত পেলেন সোনার অলংকার

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ আগ্রদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশনে কাটোয়া- ব্যান্ডেল লোকাল থেকে নামার পর আচমকাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মিস পারভিনা খাতুন। তিনি বুঝতে পারেন, ট্রেনের দরজার কাছে তাঁর বাদামি রঙের হ্যান্ডব্যাগটি ফেলে এসেছেন। ব্যাগটির ভিতরে ছিল তাঁর পরিবারের মূল্যবান সোনার অলংকার, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী-যেগুলি তখন চলন্ত ট্রেনের কামরায় পড়ে ছিল। সাহায্যের আশায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেল মাদাদ পোর্টালের মাধ্যমে জরুরি অভিযোগ দায়ের করেন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের দূরদর্শী নেতৃত্বে অভিযোগটি দ্রুত নবদ্বীপ ধাম RPF

পোস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পি. কে. দাসের কাছে পৌঁছে যায়। শুরু হয় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার অভিযান। ট্রেন নম্বর ৩৭৭৪৮ DN দুপুর ১৪.৩৭ মিনিটে নবদ্বীপ ধাম রেলওয়ে স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই A.S.I. মিস্টার দাস এবং কনস্টেবল সঞ্জয় ঘোষ দ্রুত ট্রেনে উঠে পড়েন। দক্ষতার সঙ্গে কামরাটি তল্লাশি চালিয়ে তাঁরা পরিত্যক্ত ব্যাগটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হন। গতি, সততা এবং যাত্রী-সহায়তার এই অনন্য দৃষ্টান্তটি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়। IG-cum-Principal Chief Security Commissioner অমিয় নন্দন সিনহার তত্ত্বাবধানে 'অপারেশন আমানত' -এর মাধ্যমে আরপিএফ বাহিনী সারা নেটওয়ার্কে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও তাঁদের সম্পত্তি সুরক্ষায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। অশেষ স্বস্তি নিয়ে শ্রীমতী খাতুন তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল ১৫.৫০ মিনিটে RPF পোস্টে এসে নিজের জিনিসপত্র গ্রহণ করেন। যথাযথ যাচাইয়ের পর তাঁর উপস্থিতিতেই ব্যাগটি খোলা হয় এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গোটা প্রক্রিয়াটি ভিডিওগ্রাফ করা হয়। আধিকারিকরা ব্যাগের ভিতর থেকে দুই জোড়া সোনার কানের দুল, দুটি সোনার আংটি, তিনটি নাকের নথ, একটি সোনার চেন, এক জোড়া সোনার চুড়ি, ব্যাংকের পাসবই, গ্যাস সংযোগের নথিপত্র এবং নগদ অর্থ উদ্ধার করেন। নবদ্বীপ ধাম আরপিএফ পোস্ট কমান্ডারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রায় ₹৬,১০,০০০ মূল্যের উদ্ধারকৃত সামগ্রী অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মালিকের হাতে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দলের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, 'অপারেশন আমানত'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্ব রেল যাত্রীদের সম্পত্তি সুরক্ষা এবং প্রতিদিন দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়ভাবে পালন করে চলেছে।

পচনশীল খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ
টেন্ডার নং. CMS-APDJ-09; তারিখঃ 24-08-2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নামঃ** হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য দুই (০২) বছর পর্যন্ত খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ-এর জন্য ডিআরএইচ/আলিপুরদুয়ার জংশন রান্নাঘরে পচনশীল খাদ্য সামগ্রী (প্রয়োজনীয় পণ্য)-এর সরবরাহ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১১,৫৩,৩৭৪.১৭ টাকা। **বায়নার মূল্যঃ** ২৩,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৬.৩০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Short Notice Inviting Tender
SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No- WBIW/EE/MEMD/SNIT-04/2026-27**, for "Repair and replacement of different types of pumps at Massanjore Irrigation Colony, Dumka, Jharkhand. Last date of application **01/09/2026 up to 14:00 Hrs. & Dropping 02/09/2026 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in.**
Sd/- Executive Engineer
Mayurakshi E & M
Division. Birbhum-731101
Ph:03462-255057

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং N-235-62
TeleTender 12-2026
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুর-স্থিত উপ-প্রধান সিগন্যাল ও টেলিকম প্রকৌশলী (টেলি / সদর দপ্তর) এমন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যাদের টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা-মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। টেন্ডার নং. **N-235-62 TeleTender12-2026 কাজের নামঃ** ''উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরে অবস্থিত পিসিসিএম কার্যালয়ের 'প্রগতি কক্ষ'-এ টেলিকম সুবিধা এবং অডিও কনফারেন্স সিস্টেমের ব্যবস্থা করা।'' **টেন্ডারের মূল্যঃ** ২৪,২৯,১৪৬.০৪ টাকা (অর্থাৎ চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশ ছেচল্লিশ টাকা ও চার পয়সা মাত্র) **বিড সিকিউরিটিঃ** ৪৮,৬০০ /- টাকা **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন **টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ, সময় ১৫.৩০ ঘণ্টা **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ** ০৪ (চার) মাস। টেন্ডার সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তনের জন্য অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী দেখতে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটটি দেখুন। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র, যোগ্যতার মাপকাঠি এবং শর্তাবলি **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা / বিডদাতাকে অবশ্যই তাদের বিডের সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি/ফরম্যাট/ সংযোজনী আপলোড করতে হবে।
উপ-প্রধান সিগন্যাল ও টেলিকম প্রকৌশলী / টেলি / সদর দপ্তর, গোরক্ষপুর
CPRO/Signal-107
ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না।

জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুজনের, শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়গপুর-বালেশ্বর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং সংলগ্ন এলাকায় জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুজনের। বুধবার ভোর রাত থেকে সকালের মধ্যে ঘটা এই পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত দুজন। একটি ঘটে বেলদা থানার কালিবাগিচা এলাকায় এবং অন্যটি নারায়ণগড় থানার ডহরপুরে। দুটি মৃত্যুর ঘটনায় ওই দুই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে বেলদায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান দুলাল পাত্র (৫৫) নামে এক মাছ ব্যবসায়ী। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন ভোরে উঠে বেলদার পাইকারি বাজারে মাছ কিনতে যেতেন তিনি। এদিনও ব্যবসার জন্য মাছ কিনে ফেরার পথে কালিবাগিচা এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে তাঁর বাইকের সজোরে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় দুলালবাবুর। অপর বাইকের আরোহী গুরুতর আহত হলে তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠান হয়। অন্যদিকে, বুধবার ভোর রাতে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের নারায়ণগড় থানার ডহরপুর এলাকায় ঘটে আরও একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। খড়গপুরগামী একটি মালবোঝাই কন্টেনার আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা অপর একটি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। কন্টেনারটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং সেই ভাঙা অংশের ভিতরেই আটকা পড়েন কন্টেনারের চালক। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নারায়ণগড় থানার পুলিশ এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ যৌথ চেষ্টার পর গাড়ির ভাঙা অংশ থেকে চালককে উদ্ধার করা হলেও ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চালকের নাম শঙ্কর, তিনি বিহারের বাসিন্দা। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

Banglar Dairy Limited
(A Government of West Bengal Organization)
TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:

Sl. No.	Description of Items / Works	Bid submission Starts on	Bid submission Closes on
1.	Day to Day Operation and Comprehensive Maintenance of Voltas make refrigeration unit at Dankuni Dairy Plant under Banglar Dairy Limited	27.08.2026	14.09.2026
2.	Transport of Various Materials from One Department to Another at Dankuni Dairy Plant under Banglar Dairy Limited	27.08.2026	05.09.2026

The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : **https://www.wbtenders.gov.in/**
Sd/- **Managing Director, Banglar Dairy Limited**

TYROON TEA COMPANY LIMITED
(AN ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 AND HACCP CERTIFIED COMPANY)
CIN : L15421WB1890PLC000612
Registered Office: Mc Leod House, 3, Netaji Subhas Road,Kolkata- 700 001
Phone No. (033) 2248 - 3236/9931
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com
NOTICE
Notice is hereby given that the **31st (Post IPO) Annual General Meeting (AGM/Meeting)** of the Members of Tyroon Tea Company Limited (the Company) will be held on **Friday, September 25, 2026 at 3.00 p.m**. through VC/OAVM to transact the business as set out in the Notice convening the Meeting (Notice). The venue of the AGM shall be deemed to be the registered office of the Company.
The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2026 have been sent in electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has been completed on **August 26 2026** in conformity with the regulatory requirements.
In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide facilities for Members to exercise their right to vote on resolutions proposed in respect of the business to be transacted at the Meeting by electronic means only, through remote e-Voting system prior to the AGM and through e-Voting system during the AGM, for which purpose, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities.
Please refer to the Notice of the AGM for details for joining the AGM and the manner of casting vote etc. The details relating to e-Voting in terms of said Act and Rules, are as under.
1. The date and time of commencement of remote e-Voting on **Tuesday, September 22, 2026 at 09. a.m.**
2. The date and time of end of remote e-Voting on **Thursday,September 24, 2026 at 5.00 p.m.** Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-Voting modules shall be blocked by NSDL for voting thereafter
3. The cut-off date -**September 18th 2026.**
Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting or the facility of e-Voting during the Meeting and are requested to join the AGM through VC/OAVM mode, by following the procedure mentioned in the Notice. Persons who are not Members as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
4. A person, who acquires shares and becomes a Members of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain their login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or rdinfo.investors@gmail.com. However, if a Member is already registered for e-Voting, then existing User ID and password can be used for login and casting vote.
5. Members who have cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting shall be eligible to vote through the e-Voting system at the AGM.
7. Website address of the Company where the Notice of the AGM is displayed: Company: www.tyroontea.com. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
8. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with e-Voting:

Particulars	National Securities Depository Ltd.	R & D Infotech Pvt. Ltd.
Name & Designation	Mr. Vikram Jha, Manager	Mr.Ratan Mishra
Address	3rd Floor, Naman Chamber, Plot-C-32 , G-Block,Bandra Kurla Complex , Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051	15C Naresh Mitra Sarani, Kolkata - 700026.
E-mail id	evoting@nsdl.co.in	rdinfo.investors@gmail.com
Phone No.	022-48867000	033-24192641

9. Mr. Dhruba Charan Sahoo, Practicing Company Secretary (ACS: 14008, CP:5508) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and casting of votes through e-Voting process during the AGM in a fair and transparent manner.
10. The declared results of voting along with a Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.tyroontea.comimmediately after the declaration of results and also be forwarded to the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.
By Order of the Board
Tyroon Tea Company Limited
Sd/-
(K. C. Mishra)
Company Secretary & CFO
eCSIN - EA013288A000046618
Place : Kolkata
Date : August 26th 2026.

চাষবাস

বিষমুক্ত চাষে জোর, দক্ষিণ দিনাজপুরে শুরু ‘কৃষি সখী’ কর্মসূচি

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদে উৎসাহ দিতে দক্ষিণ দিনাজপুরে শুরু হল বিশেষ উদ্যোগ-‘কৃষি সখী’ কর্মসূচি। কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের যুক্ত করে গ্রামস্তরে প্রাকৃতিক চাষের প্রসার এবং কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ শেষে ‘কৃষি সখী’রা নিজেদের এলাকায় গিয়ে কৃষকদের বিষমুক্ত চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে জানাবেন এবং সরকারি কৃষি পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়েও তাঁদের অবগত করবেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে এই কর্মসূচির প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। জেলার আটটি ব্লক থেকে মোট ৬০ জন মহিলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে চারটি ব্লকের ৩০ জন মহিলা প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে জেলার বাকি ব্লকগুলির নির্বাচিত মহিলাদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। প্রশিক্ষণে মূলত বিষমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে চাষাবাদের বিভিন্ন দিক হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে। উন্নতমানের বীজ নির্বাচন থেকে শুরু করে মাটি ও ফসলের পরিচর্যা, রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

একইসঙ্গে রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে কীভাবে স্থানীয় ও প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে চাষের খরচ কমানো যায়, সেই বিষয়েও ধারণা দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে এই মহিলারাই হয়ে উঠবেন নিজেদের এলাকার কৃষকদের অন্যতম সহায়ক। গ্রামে গিয়ে তাঁরা কৃষকদের প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষের সুফল সম্পর্কে সচেতন করবেন। বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, উৎপাদন খরচ কমানো এবং পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর বিষয়গুলিও তুলে ধরা হবে। কৃষকদের সরকারি প্রকল্প, কৃষি সংক্রান্ত পরিষেবা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও তথ্য দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণরত ‘কৃষি সখী’ আলতাবানু খাতুন জানান, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিয়ে তাঁদের বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষ করে তাঁরা নিজেদের গ্রামে গিয়ে কৃষকদের এই পদ্ধতিতে চাষের বিষয়ে বোঝাবেন। কৃষির স্বার্থে এই উদ্যোগে তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন বলেও জানান তিনি। দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি আধিকারিক শিবানন্দ সিংহের বক্তব্য, দেশজুড়ে জাতীয় কৃষি মিশনের আওতায় কৃষিতে নতুন পদ্ধতির প্রসারে জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করলে একদিকে যেমন বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হবে, অন্যদিকে কৃষকদের উৎপাদন খরচও কমতে পারে। পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য রক্ষাতেও এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

কৃষিনির্ভর দক্ষিণ দিনাজপুরে এই উদ্যোগের গুরুত্ব যথেষ্ট। জেলার আটটি ব্লকে প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার কৃষক রয়েছেন। ধান, পাট, গম এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ফসল। প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। খরার মরশুমে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়। এছা।া প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি এবং প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয়। কৃষির আধুনিকীকরণে জেলায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ‘ মেকানিজম স্কিম’-এর মাধ্যমে গ্রামস্তরে খামার ও কৃষিযন্ত্রের ব্যাঙ্ক তৈরিতে কৃষকদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। ভর্তুকি মূল্যে কৃষিযন্ত্র কেনার সুযোগও পাচ্ছেন কৃষকরা। এর পাশাপাশি রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব ও প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদে উৎসাহ দিতে মাঠস্তরে প্রচার এবং কৃষকদের নিয়ে কর্মশালাও আয়োজন করা হচ্ছে। এবার সেই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হলেন মহিলারাও। ‘কৃষি সখী’দের মাধ্যমে গ্রামের কৃষকদের কাছে প্রাকৃতিক চাষের বার্তা আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে কৃষি দপ্তর। ফলে শুধু প্রশিক্ষণ নয়, কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুরে বিষমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব চাষের পরিধি আরও বাড়ানোর নতুন পথ খুলে গেল।

এক হাতে জীবন, অন্য হাতে জীবিকা-কাঁকড়া শিকারিদের মরণযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন, ২৬ আগস্ট ঃ এক হাতে জীবন, অন্য হাতে জীবিকা। পেটের টানে প্রতিদিন সেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সুন্দরবনের গহিন জঙ্গলের পথে পা বাড়ান তাঁরা। সামনে কাদামাটির খাঁড়ি, চারদিকে গরান-গেঁওয়া-সুন্দরী গাছের ঘন জঙ্গল, আর অদৃশ্য বিপদের মতো ঘুরে বেড়ায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সেই জঙ্গলের খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরাই তাঁদের জীবিকা। কখনও সাত দিন, কখনও পনেরো দিন, আবার কখনও টানা এক মাস নৌকায় কাটিয়ে ঘরে ফেরেন তাঁরা। তবে সেই ফেরা যে নিশ্চিত, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। জঙ্গলে ঢোকার আগে তাই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মাথা নত করেন ‘ বনবিবি’র কাছে। প্রার্থনা একটাই-যেন নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারেন।পরিবারের সদস্যদের চোখেও তখন উকণ্ঠা। কারণ তাঁরা জানেন, যে মানুষটি নৌকায় চেপে সুন্দরবনের গভীরে যাচ্ছেন, তিনি আদৌ জীবিত অবস্থায় ফিরবেন কি না, তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। সুন্দরবনের কাদা কাঁকড়ার চাহিদা আজ শুধু দেশের বাজারে সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক বাজারেও এই কাঁকড়ার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আকার, গুণমান ও ঋতুভেদে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁকড়ার দাম কেজিপ্রতি কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে সুন্দরবনের কাঁকড়া পৌঁছে যায়। চিন, জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশের বাজারে এই কাঁকড়ার চাহিদা রয়েছে। প্রক্রিয়াজাত ‘ শেল’ কাঁকড়ার ক্ষেত্রেওবিদেশি বাজারে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

অর্থাৎ সুন্দরবনের কাঁকড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের একেবারে গোড়ায় যাঁরা রয়েছেন, সেই কাঁকড়া শিকারিদের জীবনে সেই বাজারের সাফল্যের ছিটেফোঁটাও যেন পৌঁছয় না।তাঁদের ঘরে এখনও অভাব। ছোট কুঁ।ঘের, অনিশ্চিত আয়, নিরাপত্তাহীন জীবন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদ্বেগ-এই নিয়েই তাঁদের সংসার।কাঁকড়া শিকারিদের কাছে সুন্দরবন শুধু জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার নয়, এই জঙ্গলই তাঁদের রুজি-রুটি। কিন্তু সেই রুজি-রুটির পথেই লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ।কাঁকড়া ধরতে জঙ্গলে ঢোকার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি ও বৈধ ‘ নিয়ে তাঁরা নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু বৈধ অনুমতি থাকলেও বিপদ কমে না।জঙ্গলের ভিতরে কখন কোথা থেকে বাঘ বেরিয়ে আসবে,তা কেউ জানেন না। নৌকা থেকে নেমে কাদার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে কাঁকড়া ধরতে হয়। কখনও খাঁড়ির পাড়ে, কখনও ম্যানগ্রোভের ঝোপের পাশে, কখনও আবার এমন জায়গায় যেতে হয় যেখানে কয়েক মুহূর্তের অসতর্কতাই জীবন কে।ে নিতে পারে।বাঘের সবচেয়ে ব। আতঙ্ক হল তার অতর্কিত আক্রমণ। সুন্দরবনের বহু কাঁকড়া শিকারি ও মৎস্যজীবী পিছন থেকে আসা বাঘের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। কেউ কেউ আবার কোনওমতে প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন,কিন্তু চিরতরে হারিয়েছেন কর্মক্ষমতা।কুলতলির একজন কাঁকড়া শিকারির কথায় সেই বাস্তবতারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। গভীর জঙ্গলে রওনা হওয়ার আগে তিনি বলেন, কাঁকড়া ধরতে গেলে অনেক রিস্ক থাকে। কিন্তু আমাদের মাছ-কাঁকড়া ধরেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ফরেস্ট থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা সুন্দরবনের জঙ্গলে

ঢুকি। সাতদিন পর ফিরি। এখানে সবাই আমরা মাছ-কাঁকড়া ধরেই জীবিকা নির্বাহ করি।এই কয়েকটি কথার মধ্যেই সু ন্দরবনের হাজার হাজার মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি ফুটে ওঠে।বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবই তাঁদের বার বার সেই বিপজ্জনক পথে ঠেলে দেয়। তাঁরা জানেন জঙ্গলে গেলে বাঘের মুখোমুখি হতে পারেন। জানেন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জানেন ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে নৌকা বিপদে পড়তে পারে। তবু যেতে হয়। কারণ ঘরে রেখে যাওয়া সন্তান, স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মুখ তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।জীবনের ঝুঁকি নেবেন না-এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তাঁদের হাতে নেই। কারণ কাজ না করলে সংসারে খাবার জুটবে না। এই জায়গাতেই সন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিদের জীবনযুদ্ধ সবচেয়ে নির্মম হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাজারে সু ন্দরবনের কাঁকড়া যখন মূল্যবান পণ্য, তখন সেই কাঁকড়া সংগ্রহকারী মানুষের জীবন কেন এত সস্তা-এই প্রশ্ন আজ আরও জোরালো হয়ে উঠছে।কাঁকড়া শিকারিদের অভিযোগ, বাঘের আক্রমণে কেউ মারা গেলে তাঁদের পরিবারের সামনে নতুন করে শুরু হয় আরেক ল।াই।সরকারি ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা আইনি জটিলতা, বৈধ ‘ প্রশ্ন এবং নথিপত্রের সমস্যায় অনেক পরিবার দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। কেউ সরকারি সহায়তা পান, কেউ আবার বিভিন্ন জটিলতায় বঞ্চিত থাকেন।আর তাই তো এইসব অসহায় মানুষদের এই অধিকার ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ দিন ধরে সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠ, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা,গোসাবা,রায়দীঘি এলাকায় লড়াই করে চলেছে এপিডিআর নামে একটা মানবাধিকার সংগঠন। সেই সংগঠনের কথায়, সরকার বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুক, এদের বাঘের আক্রমনে কিছু ঘটলে দ্রুত সরকারি সহায়তা, পারিবারিক সহায়তা করা হোক।একজন উপার্জন ক্ষম মানুষকে হারানোর পর একটি পরিবারের সামনে যে বিপর্যয় নেমে আসে,তা শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে মাপা যায় না।সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, সংসারে খাবারের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, ঋণের বোঝা বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের জীবন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।২০২৬ সালে মাত্র ১৮ দিনের ব্যবধানে পাঁচজন মানুষের বাঘের হামলায় মৃত্যুর খবর সুন্দরবনের মানুষের উদ্বেগ আর ও বাড়িয়েছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত বাঘের আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যাও উদ্বেগজনক। প্রতিটি মৃত্যুর পিছনে রয়েছে একটি পরিবার,একটি সংসার এবং অসংখ্য অসমাপ্ত স্বপ্ন। সুন্দরবনের মানুষ তাই শুধু ক্ষতিপূরণ চান না। তাঁরা চান নিরাপদ জীবিকা।কাঁকড়া শিকারিদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। কাঁকড়া চাষ, মৎস্যচাষ, কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগ,পর্যটন কেন্দ্রিক কর্মসংস্থান এবং সু ন্দরবনের পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন পেশার সুযোগ বাড়ানো গেলে জঙ্গলের উপর মানুষের নির্ভরতা অনেকটাই কমানো সম্ভব।একই সঙ্গে জঙ্গলে যাঁরা প্রবেশ করেন,তাঁদেরনিরাপত্তার বিষয়টিও নতুন করে ভাবতে হবে। প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা সরঞ্জাম, যোগাযোগ ব্যবস্থা,জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থা এবং দুর্ঘটনা বা বাঘের আক্রমণের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা ও উদ্ধার নিশ্চিত করা জরুরি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল,ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত করতে হবে। বৈধ কাগজপত্রের জটিলতায় কোনও পরিবার যেন বছরের পর বছর সরকারি সহায়তার অপেক্ষায় না থাকে, তা নিশ্চিত করা দরকার।কারণ সুন্দরবনের মানুষ জঙ্গলের শত্রু নন। তাঁরা এই জঙ্গলের সঙ্গে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সহাবস্থান করে আসছেনতাঁদের জীবিকা যেমন জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত, তেমনই সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার সঙ্গেও তাঁদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।সু ন্দরবনের কাঁকড়া আজ আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে। বিদেশের রেস্তরাঁয় সেই কাঁকড়া দামি খাবার হিসেবে পরিবেশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা লাভ করছেন, রফতানিকারকেরা বাজার বাড়াচ্ছেন,আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু সেই কাঁকড়ার পিছনে যে মানুষের ঘাম, ভয় এবং কখনও কখনও রক্ত মিশে আছে, সেই মানুষগুলির কথা কি আমরা যথেষ্ট ভাবছি?নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে যখন কোনও কাঁকড়া শিকারি ‘ বনবিবি’র কাছে প্রার্থনা করেন, তখন তাঁর প্রার্থনা খুব সাধারণ-তিনি যেন জীবিত অবস্থায় ঘরে ফিরতে পারেন।কিন্তু একটি সভ্য সমাজে একজন শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা শুধুমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদের উপর নির্ভর করতে পারে না।তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাঁর জীবিকার নিশ্চয়তা প্রশাসনের দায়িত্ব।তাঁর পরিবারের ভবিষ্য সুরক্ষিত করার দায়িত্বও সমাজ ও সরকারের। সু ন্দরবনের কাঁকড়ার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে যতই বা।ড়ক, সেই কাঁকড়া শিকারির জীবনের দাম যদি না বাড়ে, তবে এই উন্নয়ন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।আজ সুন্দরবনের কাঁক।া বিশ্ব বাজারে পরিচিত। এবার সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিদের জীবনও উন্নয়নের আলোয় আসুক। কারণ তাঁদের বুক চিরে যেন একটাই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে-মানুষের জীবনের চেয়ে কি কাঁকড়ার দাম সত্যিই বেশি,এটা নিয়ে ভাববার দরকার আছে সরকারের।

জরুরি টাকার দরকার? পিপিএফ থেকেই মিলতে পারে কম সুদে ঋণ, জানুন কত পাবেন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলে অনেকেই ব্যক্তিগত ঋণ বা ক্রেডিটের দিকে ঝোঁকেন। কিন্তু বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ঋণের তুলনায় তুলনামূলক কম সুদে টাকা পাওয়ার একটি সুযোগ রয়েছে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে। দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের জন্য জনপ্রিয় এই সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে অ্যাকাউন্টের জমা টাকার ভিত্তিতে ঋণ নিতে পারেন। PPF-কে নিরাপদ সঞ্চয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারি প্রকল্প হওয়ায় এর রিটার্ন বাজারের ওঠানামার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। বর্তমানে PPF-এর সুদের হার ৭.১ শতাংশ। তবে এই সুদের হার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। PPF-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো। সাধারণভাবে এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৫ বছর। ফলে টাকা বিনিয়োগ করার পর প্রয়োজন হলেই পুরো অর্থ তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ের আগে আংশিক টাকা তোলার ক্ষেত্রেও নিয়ম রয়েছে। তাই মাঝপথে জরুরি আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে ঋণের সুবিধা কাজে লাগতে পারে।

কখন PPF থেকে ঋণ নেওয়া যায়?

PPF অ্যাকাউন্ট খোলার পর সঙ্গে সঙ্গেই ঋণ নেওয়া যায় না। নিয়ম অনুযায়ী, বিনিয়োগের তৃতীয় আর্থিক বছর থেকে ঋণের সুবিধা পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই সুবিধা ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট খোলার পর প্রাথমিক সময় পার হওয়ার পরেই বিনিয়োগকারী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ঋণের পরিমাণও ইচ্ছামতো নির্ধারণ করা যায় না। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সময়ে অ্যাকাউন্টে থাকা যোগ্য ব্যালান্সের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে আপনার PPF অ্যাকাউন্টে কত টাকা রয়েছে, তার উপরই নির্ভর করবে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ।

কত সুদে মিলবে ঋণ?

PPF ঋণের অন্যতম আকর্ষণ হল তুলনামূলক কম সুদের হার। নিয়ম অনুযায়ী, গুঞ্জ্ঞ ঋণের সুদ সাধারণত সেই সময়ের প্রযোজ্য গুঞ্জ্ঞ সুদের হারের থেকে ১ শতাংশ বেশি। বর্তমানে PPF-এ ৭.১ শতাংশ সুদ প্রযোজ্য থাকায় হিসাব করলে ঋণের সুদের হার দাঁড়ায় ৮.১ শতাংশ।

তবে PPF-এর সুদের হার ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হলে ঋণের সুদের কাঠামোও সেই অনুযায়ী প্রভাবিত হতে পারে। তাই ঋণ নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা ডাকঘর থেকে সেই সময়ের প্রযোজ্য হার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। কত দিনের মধ্যে ঋণ শোধ করতে হবে? PPF থেকে নেওয়া ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ঋণের মূল টাকা ৩৬ মাসের মধ্যে শোধ করার সুযোগ রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সুদের বোঝা তৈরি হতে পারে। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ নেওয়ার আগে মাসিক আয়-ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব কি না, তা হিসাব করে নেওয়া উচিত।

কীভাবে আবেদন করবেন?

PPF অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কের শাখা বা পোস্ট অফিসে রয়েছে, সেখান থেকেই সাধারণত ঋণের জন্য আবেদন করতে হয়। নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করে সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও অন্যান্য শর্ত ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অনুযায়ী যাচাই করা হতে পারে। তবে PPF থেকে ঋণ নেওয়ার আগে মনে রাখতে হবে, এটি সাধারণ ব্যক্তিগত ঋণের মতো নয়। ঋণের পরিমাণ, সময়সীমা এবং যোগ্যতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। তাই আবেদন করার আগে নিজের PPF অ্যাকাউন্টের বয়স, যোগ্য ব্যালান্স এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নিয়ম যাচাই করে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। জরুরি সময়ে তুলনামূলক কম সুদে অর্থের প্রয়োজন হলে PPFঋণ কার্যকর বিকল্প হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের লক্ষ্য যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও নজর রাখা জরুরি।

বাস্তব জীবন রিলের চেয়ে বেশি মূল্যবান

রেললাইন পারাপার ও বিপজ্জনক স্টান্টের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের কঠোর পদক্ষেপ

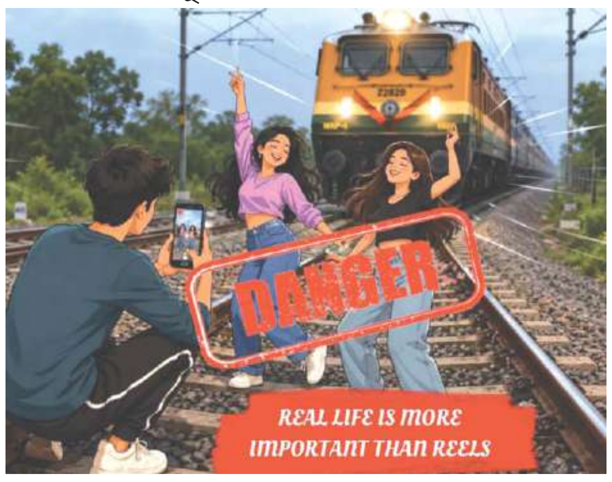

কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ পূর্ব রেলের সাধারণ ব্যবস্থাপক জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে, নাগরিকদের রেললাইন থেকে দূরে থাকার এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পূর্ব রেল ক্রমাগত নিবিড় জনসচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করে আসছে। সাধারণ মানুষের মসৃণ ও নিরাপদ পারাপারের জন্য পূর্ব রেলের তৈরি নিরবচ্ছিন্ন ফুট ওভার ব্রিজ, রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ -এর মতো বিস্তৃত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে রেললাইনে প্রবেশের ঘটনা এখনও গুরুতর সুরক্ষাজটিলতা তৈরি করছে। রেললাইন হলো নির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবহণ করিডোর এগুলি পথচারীদের জন্য কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা (শর্টকাট) নয়, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া রিল বা ছবি তোলার কোনো মঞ্চও নয়। রেললাইনে সামান্য এক মুহূর্তের অসাবধানতা বা ভুল সিদ্ধান্ত চিরতরে একটি মূল্যবান জীবন কেড়ে নিতে পারে। বিপজ্জনক নিয়ম লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে, পূর্ব রেলের আইজি-তথা-প্রধান মুখ্য নিরাপত্তা কমিশনার শ্রী অমিয় নন্দন সিনহা অননুমোদিতভাবে রেললাইনে যাতায়াত এবং বিপজ্জনক সোশ্যাল মিডিয়া স্টান্ট রোধ করতে সমস্ত বিভাগে কঠোর আইনি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। ১ মে, ২০২৪ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদে, পূর্ব রেলের নিরাপত্তা বাহিনী রেলওয়ে আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আসানসোল , হাওড়া , মালদা টাউন এবং শিয়ালদহ এই চারটি বিভাগ জুড়ে মোট ৮২৮টি প্রসিকিউশন মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, ৮১৩টি মামলা চিহ্নিত হয়েছে এবং ৮৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া, ৬,৬০৮টি জরিমানার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যার মাধ্যমে আদালত থেকে জরিমানা বাবদ ৩,১৮,২২০ টাকা এবং মোট জরিমানা বাবদ ৩৩,১২,৯০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। বিভাগীয় পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, আসানসোলে ১৫২টি প্রসিকিউশন মামলা, ১৫২টি চিহ্নিত মামলা, ১৫৬ জন গ্রেপ্তার, ৫৬১টি জরিমানার মামলা, ৯০,৯০০ টাকা ফাইন এবং ২,৮২,০০০ টাকা মোট জরিমানা রেকর্ড করা হয়েছে। হাওড়ায় ৯৬টি প্রসিকিউশন মামলা, ৯৬টি চিহ্নিত মামলা, ৯৭ জন গ্রেপ্তার, ৩,৪৬৮টি জরিমানার মামলা, ৫১,৩২০ টাকা ফাইন এবং ১৭,৩৩,৯০০ টাকা মোট জরিমানা রেকর্ড করা হয়েছে। মালদা টাউনে ২৯৮টি প্রসিকিউশন মামলা, ২৮৮টি চিহ্নিত মামলা, ৩০০ জন গ্রেপ্তার, ১,১৪৫টি জরিমানার মামলা , ৩৭,৫০০ টাকা ফাইন এবং ৫,৭৮,৫০০ টাকা মোট জরিমানা রেকর্ড করা হয়েছে। শিয়ালদহে ২৮২টি প্রসিকিউশন মামলা, ২৭৭টি চিহ্নিত মামলা, ৩০০ জন গ্রেপ্তার, ১,৪৩৪টি জরিমানার মামলা, ১,৩৮,৫০০ টাকা ফাইন এবং ৭,১৮,৫০০ টাকা মোট জরিমানা রেকর্ড করা হয়েছে।

শৈশবেই হোক আর্থিক শিক্ষার হাতেখড়ি, ভবিষ্যতের ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সন্তানকে বাঁচানোর সহজ পথ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আজকের দিনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, মোবাইলের মাধ্যমে টাকা পাঠানো কিংবা অনলাইনে আর্থিক পরিষেবা ব্যবহার করা অনেকটাই সহজ হয়েছে। দেশের বড় অংশের মানুষ এখন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বা ডিজিটাল লেনদেন করতে পারলেই যে কেউ আর্থিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন, তা নয়। অর্থের সঠিক ব্যবহার, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বাজেট তৈরি এবং প্রয়োজন ও ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য বোঝার শিক্ষা না থাকলে ভবিষ্যতে বড় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত শৈশব থেকেই। কারণ ছোটবেলায় তৈরি হওয়া অর্থ সংক্রান্ত অভ্যাসই পরবর্তী জীবনে একজন মানুষের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সন্তানকে শুধু কীভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয়, তা শেখানো যথেষ্ট নয়। অর্থ কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, সেটাও শেখানো জরুরি।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউনন্ট থাকলেই আর্থিক সচেতনতা নয়- বর্তমানে শিশু-কিশোরদের অনেকেরই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনের সঙ্গেও তারা অল্প বয়সেই পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, অর্থের মূল্য, সুদ, বিনিয়োগ কিংবা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শুধুমাত্র ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়। ছোট থেকেই যদি সন্তানকে অর্থের গুরুত্ব বোঝানো যায়, তাহলে ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয় খরচ, অতিরিক্ত ঋণ বা না বুঝে বিনিয়োগের মতো ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

পকেটমানি থেকেই শুরু হতে পারে শিক্ষা-আর্থিক শিক্ষার জন্য সবসময় জটিল নিয়ম বা বিনিয়োগের তত্ত্ব শেখানোর প্রয়োজন নেই। একটি পিগি ব্যাঙ্কে নিয়মিত টাকা জমাতে উৎসাহ দেওয়া দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। জন্মদিন বা উৎসবের সময় পাওয়া অর্থের একটি অংশ খরচ এবং বাকি অংশ সঞ্চয়ের জন্য রাখার অভ্যাস তৈরি করা যায়। একই সঙ্গে শিশুকে বোঝানো যেতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস এবং শুধুমাত্র ইচ্ছার বশে কেনাকাটার মধ্যে পার্থক্য কী। এতে সে বুঝতে শিখবে, হাতে টাকা থাকলেই সবটা খরচ করে ফেলা উচিত নয়।

বিনিয়োগের ধারণাও আসুক ছোট বয়সে-শিশুকে বয়স অনুযায়ী সহজ ভাষায় বিনিয়োগের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যেতে পারে। টাকা জমিয়ে রাখার পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সেই অর্থ কীভাবে বাড়তে পারে, চক্রবৃদ্ধির ধারণা কী, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কেন গুরুত্বপূর্ণ-এসব বিষয় গল্প বা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব। এর ফলে শিশু শুধু অর্থ বাড়ানোর ধারণাই শিখবে না, বরং ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং পরিকল্পনার গুরুত্বও বুঝতে পারবে। ছোট বয়সে তৈরি হওয়া এই অভ্যাস পরবর্তীকালে বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

উপার্জনের পাশাপাশি অর্থ পরিচালনাও জরুরি-বর্তমানে অনেক তরুণ-তরুণী ভাল আয় করেও দীর্ঘমেয়াদে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল হতে পারেন না। এর অন্যতম কারণ হতে পারে অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

বিশ্বনবীর জন্ম দিবস উপলক্ষে, অসুস্থ রোগীদের মাঝে, অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন তরফ থেকে ফল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন। ছবি -সাবিরুল সেখ

পেঁয়াজের দাম কমাতে মোদি সরকারের ‘পেঁয়াজ এক্সপ্রেস’

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ চিনির দামের চাপ সামলাতে না সামলাতেই এবার পেঁয়াজের দামে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় এই সবজির দাম। গত এক বছরে পেঁয়াজের দাম প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে বলে পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। কোথাও কেজিপ্রতি দাম জাতীয় গ।রে তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই পরিস্থিতিতে বাজারে সরবরাহ বাড়িয়ে দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নাসিক থেকে দেশের বিভিন্ন বড় শহরে দ্রুত পেঁয়াজ পৌঁছে দিতে চালু করা হচ্ছে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা-‘পেঁয়াজ এক্সপ্রেস’। বর্তমানে দেশে গড়ে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪৩ টাকার বেশি। শহরাঞ্চলের বেশ কিছু বাজারে সেই দাম ৬০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে পেঁয়াজের দাম প্রায় ৬৫ টাকা কেজি এবং চেন্নাইয়ে তা প্রায় ৫৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। কেরল ও অসমের কিছু এলাকাতেও তুলনামূলক বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে। কলকাতাতেও পেঁয়াজের দামে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে রান্নাঘরের বাজেট নিয়ে নতুন করে চিন্তায় প।ছেন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারগুলি। দেশে পেঁয়াজের চাহিদা বিপুল। বছরে প্রায় ২ কোটি মেট্রিক টন পেঁয়াজের প্রয়োজন হয় দেশের বাজারে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদনও যথেষ্ট বেশি। বছরে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উপাদিত হয় দেশে। মহারাষ্ট্রের নাসিক দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেঁয়াজ উৎপাদন ও সরবরাহ কেঃদ্র। কিন্তু পর্যাপ্ত উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন বাজারে সেই পেঁয়াজ নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছচ্ছে না বলেই দাম বা।ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারের নজরে এসেছে সরবরাহ ব্যবস্থার এই সমস্যা। বিশেষ করে নাসিক থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পেঁয়াজ পাঠানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি হওয়ায় অনেক বাজারে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হচ্ছে না। এর সুযোগ নিয়ে কোথাও কোথাও মজুতদারির অভিযোগও উঠেছে। ফলে উৎপাদন বেশি থাকা সত্ত্বেও খুচরো বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাজারে দ্রুত পেঁয়াজ পৌঁছে দিতে রেলপথকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। নাসিক থেকে দেশের বিভিন্ন ব। শহরে পেঁয়াজ পরিবহণের জন্য চালানো হবে ‘পেঁয়াজ এক্সপ্রেস’। এর মাধ্যমে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরকারের আশা, সরবরাহ বা।লে বাজারে পেঁয়াজের ঘাটতি কমবে এবং তার প্রভাব পড়বে খুচরো দামের উপরেও। কেন্দ্রীয় কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি নিধি খারে জানিয়েছেন, আগামী ২৬ অগস্টের মধ্যে ‘পেঁয়াজ এক্সপ্রেস’-এর মাধ্যমে চেন্নাই, মাদুরাই, দিল্লি, এর্নাকুলাম এবং গুয়াহাটিতে পেঁয়াজ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

NAME CHANGE

I, Tapan Dutta (Old Name) S/O–Debendra Bhushan Dutta resident of 75/27/A K.P.C Road Gora bazar , Berhampore, Ps-Berhampore Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declare that I have changed my name from Tapan Dutta to Tapan Kumar Dutta and henceforth I shall be known as Tapan Kumar Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 24/08/2026 . My name Tapan Kumar Dutta & Tapan Dutta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SANTOSH KUMAR AGARWAL s!o GOPI RAM AGARWAL residing at Flat No.1H, 10, Gurusaday Road, Ballygunge, Circus Avenue, Kolkata-700019 do hereby solemnly affirm & declare that me and my father's actual name is SANTOSH KUMAR AGARWAL and GOPI RAM AGARWAL instead of S KR AGARWAL and G R AGARWAL which is wrongly recorded in my driving licence no. WB01 1978 0274674 vide an affidavit sworn before the LD. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore No. 74357 on 21.08.2026. SANTOSH KUMAR AGARWAL s/o GOPI RAM AGARWAL and S KR AGARWAL s/o G R AGARWAL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, KAILASH PRASAD SAH (old name) S/o GULABI SAH of 16/2/1 Chatterjee Para Lane,Ps-Bantra, District - Howrah, West Bengal 71110
1, do hereby declare that I have changed my name from KAILASH PRASAD SAH (old name) S/o Gulabi Sah to KAILASH DAS (New Name) S/o Gulabi Das and henceforth I shall be known as KAILASH DAS (new name) S/o Gulabi Das in all purpose vide an affidavit no. 10663/26, sworn before the Ld.1" Class Executive Megistrate at Howrah dated 25/03/2026. KAILASH DAS (new name/Correct name) and KAILASH PRASAD SAH (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

This is to certify that Kanta Devi Damani W/o Jagal Kishore Damani is the permanent resident of L.N. Ghosh Street, Po+ P.s- Purulia (T) under Purulia Municipality That her Aadhaar card being no- 3944 7245 5664, PAN Card etc documents name has been menitioned as Kanta Devi Damani. That her Voter card being no-WB/34/239/219367 her name has been mentioned as Kanta Damani. That Minu Damani D/o Jugal Kishor Damani is her Daughter.That her said daughter all Education certificate her name has been mentioned as Kanta Damani.In this context it is certified that Kanta Devi Damani and Kanta Damani is th same and single identical Person

কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ আগস্ট ঃ বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে ক্ষমতায় পালাবদল হতেই রাজ্যে একদা কংগ্রেস 'গড়' হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলায় আবার একবার শক্তি বৃদ্ধি করছে কংগ্রেস। প্রায় রোজই প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন প্রচুর মানুষ। গত রবিবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল ইসলাম সহ একাধিক স্থানীয় তৃণমূল নেতা অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু এর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা প্রকাশ জোশী এই যোগদান স্থগিত করে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'রনং দেহি' মেজাজে রয়েছেন অধীর চৌধুরী। মঙ্গলবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী প্রকাশ জোশীর নির্দেশকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কোনও নির্দেশিকা নেই। প্রতিদিন যোগদান করাচ্ছি এবং এই যোগদান প্রক্রিয়া চলবে। এরই মধ্যে কংগ্রেসে যোগদান করার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। আজকাল ডট ইন-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুধবার তিনি জানিয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন। তবে ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করবেন না। প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মইনুল হককে পরাজিত করে তৃণমূলের প্রতীকে ফরাক্কা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন মনিরুল ইসলাম। তবে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মনিরুল ইসলাম কংগ্রেস প্রার্থী মোহতাব শেখের কাছে পরাজিত হন। এসআইআর-এর কারণে মোহতাব শেখের নাম প্রথমে ভোটার তালিকায় থেকে বাদ যায়। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ওঠে। ভোটার তালিকায় মোহতাবের নাম থাকবে কিনা এই নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকার সময় তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার জন্য মনিরুল একাধিকবার অধীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মোহতাবের নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাওয়ায় মনিরুল ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিট পাননি। যদিও এর পর থেকেই কংগ্রেসে ফেরার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিলেন মনিরুল ইসলাম। কংগ্রেসে যোগদান করতে চেয়ে একাধিকবার তিনি দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একাধিক নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন। সূত্রের খবর, সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক চললে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই কংগ্রেসে ফেরার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মনিরুলের জন্য। মনিরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূলের বিধায়ক হিসেবে আমি দলের কাছ থেকে যোগ্য সম্মান পাইনি। তৃণমূল দলের বিধায়ক হিসেবে আমি ফরাক্কার উন্নয়নের জন্য সব রকম চেষ্টা করেছি অথচ কোনও কারণ ছাড়াই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমাকে তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেয়নি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মনিরুলকে ফরাক্কা কেন্দ্রের প্রার্থী না করে সামশেরগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও আমিরুল কংগ্রেস প্রার্থী মোহতাবের কাছে পরাজিত হন। মনিরুল ইসলাম বলেন, ভোট প্রচারে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আসার পর ধুলিয়ানের সভায় আমাকে ডাকা হয়নি। অভিষেক ব্যানার্জির কাছেও আমি অসম্মানিত হয়েছি। মনিরুল সাফ জানান, যে দল আমাকে অসম্মানিত করেছে তাদের সঙ্গে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কংগ্রেসে যোগদান করার। ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আরও বলেন, কংগ্রেসের যোগদান করার বিষয়টি নিয়ে আমার কথাবার্তা দিল্লি এবং রাজ্য স্তরের কয়েকজন নেতার সঙ্গে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে আমি কবে কংগ্রেসে যোগ দেব। তবে মনিরুল ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় বা জেলা স্তরের কোনও নেতার হাত ধরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, আমি কলকাতা অথবা দিল্লিতে কোন নেতার হাত ধরে কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করব। জেলা স্তরের কোনও নেতার হাত থেকে কংগ্রেসের পতাকা নেব না। অর্থাৎ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে মনিরুল কংগ্রেসে ফিরছেন না তা পরিষ্কার। ফরাক্কার কংগ্রেস বিধায়ক মোহতাব শেখ মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে অধীর চৌধুরীর অনুগামী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু অধীর চৌধুরীর হাত ধরে ফরাক্কায় রাজনীতি করলে মনিরুল ইসলাম, মোহতাবের থেকে বেশি গুরুত্ব নাও পেতে পারেন। এই আশঙ্কা থেকেই তৃণমূলের প্রাক্তন এই বিধায়ক রাজ্য বা জাতীয় স্তরের কোন কংগ্রেস নেতার হাত ধরে কংগ্রেসে ফিরতে চাইছেন বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, উনি বোম্বে, দিল্লি, নিউইয়র্ক যেখানে খুশি যেতে পারেন। কংগ্রেসে আসবেন, এই বিষয়ে আমার কি বলার রয়েছে? কিন্তু ওঁকে রাজনীতি করতে হবে মুর্শিদাবাদে। আর তা না হলে দিল্লি বা কলকাতা যেতে হবে। আমি কী করে বলবো সে কোথায় যাবে না যাবে?

দুর্গাপূজার মরসুমে ডিএইচআর দ্বারা ছয়টি স্পেশাল জয়রাইড পরিষেবা চালু

মালিগাঁও, ২৬ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আওতাধীন ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর), পর্যটক ও দর্শনার্থীদের জন্য আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসবের সময়টিকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে স্পেশাল অতিরিক্ত 'জয়রাইড' পরিষেবা চালু করতে চলেছে। এই পদক্ষেপটি ঐতিহাসিক রেলওয়ে, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং দার্জিলিং পাহাড়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপভোগ করার আরও ভালো সুযোগ প্রদান করবে। উৎসবের মরসুমের বিশেষ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, ডিএইচআর দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে 'জয়রাইড'-র চারটি সিঙ্গেল ট্রিপ চালাবে। দার্জিলিং থেকে ঘুমের জন্য পরিষেবাগুলি ৯.২০ ও ১১.২৫ ঘন্টায় রওনা দেবে এবং ঘুম থেকে দার্জিলিং-এর জন্য পরিষেবাগুলি ১০.২৫ ও ১২.৩০ ঘন্টায় ছাড়বে। এই পরিষেবাগুলি ডিজেল-চালিত ট্রেনের মাধ্যমে হবে এবং একমুখী যাত্রার জন্য প্রস্তাবিত ভাড়া ৮০০ টাকা। এছাড়াও, ডিএইচআর কার্শিয়াং ও মহানদীর মধ্যে দুটি স্পেশাল রাউন্ড ট্রিপ 'জয়রাইড' চালু করবে, যার মাধ্যমে যাত্রীরা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অন্যতম সুন্দর ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ সেকশনের মধ্যে একটির সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। প্রথম পরিষেবা, 'রেড পান্ডা', বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে চলবে, এবং এটি ৯.০০ ঘন্টায় কার্শিয়াং থেকে রওনা হবে ফিরতি যাত্রা মহানদী থেকে ১০.০০ ঘন্টায় শুরু হবে। এই রাউন্ড ট্রিপের জন্য প্রস্তাবিত ভাড়া ১,৫৩০ টাকা। দ্বিতীয় রাউন্ড-ট্রিপ পরিষেবা 'মুক্ত ধারা' ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে চলবে এটি ১৫.১৫ ঘন্টায় কার্শিয়াং থেকে রওনা হবে এবং অন্যদিকে মহানদী থেকে ফিরতি যাত্রা ১৬.০০ ঘন্টায় শুরু হবে। এর প্রস্তাবিত রাউন্ড ট্রিপ ভাড়া ১,০৩০ টাকা। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পরিষেবাটির নাম 'মুক্ত ধারা' রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা 'মুক্ত ধারা' এবং পাগলাঝোরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এক যোগসূত্র রয়েছে, যা এই নতুন পরিষেবায় এক অনন্য সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা প্রদান করেছে। এই স্পেশাল 'জয়রাইড' প্রবর্তন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সেই প্রচেষ্টাগুলিকে আরও মজবুত করে, যার লক্ষ্য ডিএইচআর-এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচার করা, পাশাপাশি ভ্রমণকারীদের জন্য এক উন্নত ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও প্রদান করে। এই পরিষেবাগুলি পর্যটক ও স্থানীয় দর্শনার্থীদের ঐতিহ্যবাহী রেল যাত্রা, বাষ্পচালিত প্রযুক্তির ব্যবহার, পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য এবং দার্জিলিং পাহাড়ের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ উপভোগ করার সুযোগ করবে।

নিয়মিত চলাচল শুরুর আগে, সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে 'স্টেশন মহোৎসব'-এর প্রাক্কালে মহানদী রেলওয়ে স্টেশনে 'মুক্ত ধারা'-র একটি স্পেশাল রান আয়োজন করা হবে। উৎসবের মরসুমে শুরু করা এই পদক্ষেপের ফলে দার্জিলিং পাহাড়ের পর্যটন ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এর ফলে পর্যটকরা এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক রেলওয়ে, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও ভালোভাবে জানার ও উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির মাধ্যমে ডিএইচআর এমন এক সমৃদ্ধ ও স্মরণীয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চায়, যেখানে ইতিহাস, প্রকৃতি ও পাহাড়ের চিরসবুজ আকর্ষণ একসঙ্গে দেখা যাবে।

হাতির তাণ্ডবে তছনছ আমন ধানের জমি, ক্ষতির মুখে বড়জোড়ার চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ আগস্ট ঃ জঙ্গল থেকে রাতের অন্ধকারে নেমে আসছে হাতির দল। কখনও ধানজমিতে নেমে কচি ধানের চারা খেয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছে, কখনও আবার গ্রামে ঢুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বড়জোড়া-বেলিয়াতোড় রেঞ্জ এলাকায় হাতির তাণ্ডবে কার্যত নাজেহাল হয়ে পড়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় আবাসিক হাতির পাশাপাশি দলমা থেকে আসা হাতির দলের দাপটে চাষিদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। মঙ্গলবার রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বড়জোড়ার শীতলা বিটের কুড়ারিয়া গ্রামের কৃষিজমিতে ঢুকে পড়ে আটটি হাতির দল। রাত দশটার পর থেকে প্রায় সারারাত ধরে মাঠে দাপিয়ে বেড়ায় তারা। বেশ কয়েক বিঘা আমন ধানের পাশাপাশি মিনিকিট ও গোবিন্দভোগ ধানের কচি চারা খেয়ে এবং পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয় হাতির দল। বৃষ্টির কারণে জমিতে জল-কাদা থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়েছে। বুধবার স্থানীয় বাসিন্দা দ্বিগবিজয় ঘোষ জানান, তাঁর পাশাপাশি স্বপন ঘোষ, বৃধন ঘোষ, নাড়ুগোপাল ঘোষ এবং নেপাল ঘোষের জমিও হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, একসঙ্গে আটটি হাতি মাঠে নামলে কী পরিস্থিতি হয়, তা ভাবলেই চোখে জল আসে। রাত দশটার পর থেকে প্রায় সারারাত ধানের কচি চারা খেয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বন দফতরের নিয়ম অনুযায়ী যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়, তা পেতে যে খরচ হয়, অনেক সময় সেই টাকাটুকুও উঠে আসে না। এদিকে একই রাতে বেলিয়াতোড় রেঞ্জের সাগরাকাটা গ্রামে একটি হাতি ঢুকে পড়ে। সারারাত গ্রামে দাপিয়ে বেড়ানোয় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসিন্দাদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত কাঁসর-ঘণ্টা ও টিন বাজিয়ে গ্রামবাসীরাই হাতিটিকে জঙ্গলের দিকে পাঠাতে সক্ষম হন। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের শীতলা বিট অফিসার জয়ন্ত কুমার ঘোষ জানান, আটটি হাতির একটি দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শালী নদীর ওপারে চলে যায়। বৃষ্টি এবং জল-কাদার কারণে বন দফতরের হুলা টিমের সদস্যরা সেভাবে কাজ করতে পারেননি। তবে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে হাতিগুলিকে ধানজমি থেকে সরিয়ে ফের জঙ্গলে পাঠানো হয়। তাঁর কথায়, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে হাতিগুলিকে সরাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। ফলে ধানজমিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার এই বন বিভাগ এলাকায় মোট ১৮টি হাতি রয়েছে। এর মধ্যে বড়জোড়া রেঞ্জের পাবয়া জঙ্গলে পাঁচটি এবং দক্ষিণ সরাগোড়া এলাকায় ১৩টি হাতি অবস্থান করছে। হাতির গতিবিধির কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে বন দফতর।

গভীর রাতে গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুই যুবক গ্রেপ্তার বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট ঃ গভীর রাতে গাঁজা পাচারের অভিযোগে বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি এলাকা থেকে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান-কাটোয়া রাজ্য সড়কের পাশে গাঁজা হাতবদলের অপেক্ষায় ছিল ওই দুই যুবক। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ বিদ্যাসাগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহজনক অবস্থায় দুই যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের কাছে থাকা দুটি হাতব্যাগ ও দুটি পিঠব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে ওই এলাকায় হাতবদলের পরিকল্পনা ছিল। ধৃতরা বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুরমাঠ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে গাঁজা পাচার ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্ধমানে বারবার বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদক পাচার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কৌশিকী অমাবস্যায় ঝাড়খণ্ড সীমান্ত থেকে তারাপীঠে নজরদারি চলবে সিসি ক্যামেরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ আগস্ট ঃ আর দিন কয়েক পরেই তারাপীঠের ঐতিহ্যবাহী কৌশিকী অমাবস্যা। প্রত্যেক বছর অমাবস্যা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের সমাগম ঘটে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলে আশাবাদী তারাপীঠ মন্দির কমিটি থেকে শুরু করে হোটেল ব্যবসায়ীরা। চলতি বছর অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে পঞ্জিকা অনুসারে, ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আর এই অমাবস্যা তিথি থাকবে পরের দিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত। আর এই কৌশিকী অমাবস্যায় সিসিটিভি ক্যামেরায় নজর রাখা হবে ঝাড়খণ্ডের সীমানা সুঁড়িচুয়া। রামপুরহাট রক্তকরবী সভাকক্ষে প্রশাসনিক বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের গর্ভগৃহে কৌশিকী অমাবস্যায় কোনও পুন্যার্থীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে একটি বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাস মালিক, অটো ইউনিয়ন, হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারিরা উপস্থিত ছিলেন। রামপুরহাট মহকুমা শাসক অশ্বিনী বি রাঠোর সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানিয়ে দেন এবছর ঝাড়খণ্ড সীমানার সুঁড়িচুয়া থেকে সিসিটিভিতে নজর রাখা হবে। সেই সঙ্গে তারাপীঠ থেকে সন্ধ্যাজোল পর্যন্ত সিসিটিভি লাগানো হবে। কৌশিকী অমাবস্যায় যাতে কোনও ধরনের অঘটন বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর দেওয়া হবে। দমকলের পক্ষ থেকে পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্মশানে যজ্ঞ করার জন্য অস্থায়ী ছাউনিতে ত্রিপল কিংবা প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। যারা ছাউনি গড়বেন তারা টিন কিংবা সেই জাতীয় ছাউনি ব্যবহার করবেন অবশ্যই। তারাপীঠ হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারী জয়ন্ত রায় জানান, হোটেলে পুন্যার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি জোড় দেওয়া হবে। যে সমস্ত হোটেলের পার্কিং রয়েছে তাদের পাশ দিতে হবে। মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার কৌশিকী অমাবস্যায় মন্দিরের গর্ভগৃহে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ভিআইপি পুণ্যার্থীদেরও বাইরে থেকে পুজো দিতে হবে। এছাড়াও তারাপীঠে মা তারার মন্দিরে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পুষ্প বিতরণ করা হবে বলেও জানা গেছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য তারাপীঠ মন্দির চত্বরে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রুনা মুখার্জী পিতা-রঞ্জিত মুখার্জ্জী গত, ইংরাজী 06/07/2010 তারিখে হাওড়া- A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-639/2010 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার-নামা দলিল বলে শ্রী গোকুল কয়াল, পিতা- সুরেন্দ্র নাথ কয়াল নিকট হইতে হাল 2260, 2261 নম্বর দাগে ও হাল 5597 নম্বর খতিয়ানে ১০ শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L&L.R. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বাসস্ট্যান্ডে 'বেআইনি' টাকা আদায়ের অভিযোগ, জেলাশাসক-পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ বাস অ্যাসোসিয়েশন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট ঃ বাসস্ট্যান্ডে বাস চালক ও পরিবহণকর্মীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হল বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট

বাস অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার সংগঠনের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ তোলেন সাধারণ সম্পাদক জানকীরঞ্জন সিনহা, ট্রেজারার হীরন গোস্বামী এবং এক্সিকিউটিভ সদস্য শান্তনু মিত্র। অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, নবাবহাট, আলিশা, কালনা, মঙ্গলকোট-সহ জেলার বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে 'পথ পরিবহণ সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠনের তরফে বাসকর্মীদের কাছ থেকে কোথাও ৩০, কোথাও ৪০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় তাদের প্রায় ১২০০ টি বাস চলাচল করে। প্রতিটি বাসকে দৈনিক প্রায় ২৪০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত 'তোলা' দিতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তারা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে জেলাশাসক তথা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে বাস মালিকদের সংগঠন। তাঁদের দাবি, কোনও সরকারি অনুমোদন বা বৈধ ব্যবস্থা ছাড়াই যদি বাসকর্মীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি মাধব দাস বলেন, 'পথ পরিবহণ সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠন এই কাজ করছে বলে জানতে পেরেছি। ওই সংগঠনের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই। প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানাচ্ছি।'' বাস অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে টাকা আদায়ের ফলে বাস মালিক ও পরিবহণকর্মীদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হচ্ছে। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না করলে বিষয়টি আরও জটিল আকার নিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠন। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জানকীরঞ্জন সিনহার হুঁশিয়ারি, অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। বেআইনি টাকা আদায় বন্ধে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ না করলে প্রয়োজনে পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে বাস অ্যাসোসিয়েশনের তোলা অভিযোগের বিষয়ে 'পথ পরিবহণ সঙ্ঘ'-এর পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযোগের সত্যতা এবং টাকা আদায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশাসনিক তদন্তের দিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

অশ্বিনী বৈষ্ণব ভারতের উচ্চ-ঘনত্বের রেল নেটওয়ার্ককে চার-লেন বিশিষ্ট করার পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন

২৬ আগস্টঃ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভারতের মোট রেল চলাচলের একটি বড় অংশের বাহক- এমন সাতটি উচ্চ-ঘনত্বের রেল রুটের পরিধি ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই রুটগুলো সমগ্র রেল নেটওয়ার্কের মাত্র ১৬ শতাংশ এলাকা জুড়ে থাকলেও, এগুলোর মাধ্যমেই মোট রেল চলাচলের প্রায় ৪১ শতাংশ সম্পন্ন হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী পরিকল্পনার আওতায়, ভারতীয় রেল এই উচ্চ-ঘনত্বের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটিকে চার-লেন বিশিষ্ট করার পথে এগিয়ে চলেছে। এর লক্ষ্য হলো সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সারা দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা। মূল বিষয়সমূহ-- উচ্চ-ঘনত্বের এই সাতটি রুট ভারতের বৃহত্তম শহর ও অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ দিল্লি-হাওড়া, হাওড়া-চেন্নাই, চেন্নাই-মুম্বাই, মুম্বাই-দিল্লি, দিল্লি-চেন্নাই, মুম্বাই-হাওড়া, দিল্লি-গুয়াহাটি,- চলমান সম্প্রসারণ কাজের লক্ষ্য হলো উচ্চ-ঘনত্বের নেটওয়ার্ক জুড়ে চারটি রেল লাইন তৈরি করা, যা দেশের অন্যতম ব্যস্ত রুটগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে। অশ্বিনী বৈষ্ণব রেল পরিবহনের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহের ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। উচ্চ-ঘনত্বের এই রুটগুলোর সম্প্রসারণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি রেল নেটওয়ার্কের সামগ্রিক সক্ষমতা বাড়াতে এবং ভবিষ্যতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলোকে চার-লেন বিশিষ্ট করার উদ্যোগটি একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ যার লক্ষ্য হলো অধিক সক্ষমতা, কম পরিবহন খরচ এবং পরিবেশ-বান্ধব বা পরিচ্ছন্ন পরিবহন ব্যবস্থা সম্পন্ন একটি রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

হাওড়ার বাকসাড়ায় আন্ডারপাসের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ আগস্ট ঃ হাওড়ার বাকসাড়ায় আন্ডারপাসের আশ্বাস, ২০২৭-এ মিলতে পারে স্থায়ী স্বস্তি। দীর্ঘ আন্দোলনের পর বাকসাড়াবাসীর জন্য এলো স্বস্তির বার্তা। রেলের 'রিজনড অর্ডার' অনুযায়ী, ২০২৭ সালের জুন- জুলাইয়ের মধ্যে বাকসাড়া রেলওয়ে আন্ডারপাসের নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষা শেষ হলে মূল নির্মাণ ও খননপর্ব শুরু হওয়ার কথা। দীর্ঘদিন ধরে চারটি রেলগেটের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পর গত ২৯ জুন ও ১০ জুলাই শুনানি হয়। এরপরই রেলের তরফে এই 'রিজনড অর্ডার' জারি করা হয়েছে বলে আন্দোলনকারীদের দাবি। নির্মাণকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগ কমাতে রেলগেটে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেল ৪ টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইঞ্জিন দাঁড় করিয়ে না রাখার ব্যবস্থা করা হবে। দ্রুত গেট খোলার পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল-সহ জরুরি পরিষেবার যান চলাচল নিশ্চিত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের কথাও জানানো হয়েছে। আন্দোলনকারী বিক্রম চ্যাটার্জি ও মুনিয়া ঘোষের দাবি, এই সিদ্ধান্ত বাকসাড়াবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের জয়। তাঁদের বক্তব্য, আন্ডারপাস চালু হলে রেলগেটের কারণে দীর্ঘদিনের যাতায়াত ও জরুরি পরিষেবার সমস্যা অনেকটাই মিটবে। এখন তাঁদের নজর দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করার দিকে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য প্রস্তাব রাজ্যের

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে । পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলাগুলির কৃষি উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে এই অঞ্চলে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হতে পারে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নদীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়টি দক্ষিণবঙ্গের কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটায়, আর কোচবিহারের বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সেখানে কোনও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সেই প্রয়োজন থেকেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। গত সপ্তাহে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬৩৭, তারিখ ২৫.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/২৯/২৬-২৭/এসএফ। স্থান সহ কাজের নাম ঃ দমদম - লালগোলা -টিটিআর (এফএস + টিডব্লুএস + ডব্লুসিএমএসসি) - ২০ সেট (১ ঃ ১২ - ২০ সেট) এবং রানাঘাট - গেদে (আপ এবং ডাউন) - টিএসআর (পি) - ১১.৪৯৮ টিকেএম সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮০,৭১,০২৯.৫৬ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ ১,৬১,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ০৬ মাস। টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৬। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ ২২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ ২২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। সমতুল ধরনের কাজ ঃ ডাটা লগার বা আরটিইউসমূহ বা যে কোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং-এর কাজ যেখানে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড আধুনিকীকরণ অথবা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) বা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) বা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং -এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেটি স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-198/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৯৫১৪৩৫, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/এম, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ দফার বিভাগ ঃ পরিষেবার জন্য প্রয়োজন অনুসারে দরপ্রস্তাব - পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়াতে সি অ্যাণ্ড ডব্লু ওয়ার্কশপে সাফাই এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। সমতুল বিভাগ ঃ সাফাই, পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক। ভারতীয় মুদ্রায় অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য (সকল প্রকার কর সমেত) ঃ ১১,০৬,৯৭,৮৩০.৬ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ ৭,০৩,৪৯০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ ঃ ২ বছর। দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ ৯০ দিন। দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। [illegible] MISC-159/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইসি/টি/রেডিওটেলি/ওটি- ০৭/২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। [illegible] টেন্ডার নথি যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। MISC-162/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/৩/ভল্যু-II, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬। [illegible] টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। SDAH-196/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/৩২, তাং. ২১.০৮.২০২৬ [illegible] HWH-301/26-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PASCHIM BANGA GO-SAMPAD BIKASH SANSTHA
(A Government of West Bengal Organisation)
পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
Paschim Bardhaman
পশ্চিম বর্ধমান

TENDER NOTIFICATION
e-NIT No. 2026_ARD_1039529_1

e-Tenders are invited from the SHG or Sangha of SHG or any agency or suppliers/Individuals having experience in this field for rate contract for twelve months for supply of Hired vehicle (5 seater) for monitoring PBGSBS Scheme up to GP Level of different Blocks in the District of Paschim Bardhaman. Intending bidder may download the tender documents from the website http://wbtenders.gov.in /http://wbard.gov.in. Documents can be downloaded up to 5.00 PM on 15.09.2026 and Bid submission is up to 5.00 PM. on 15.09.2026.

Sd/-
Deputy Project Director, PBGSBS,
Paschim Bardhaman

ভারতের সহজ জয়ের পথে ফের কাঁটা বৃষ্টি

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ২৬ আগস্টঃ ভারতের সহজ জয়ের পথে ফের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। বুধবার সকালে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে ফলো অনের লজ্জা ভুগতে হয় শ্রীলঙ্কাকে। দ্বিতীয় ইনিংসেও যথেষ্ট চাপে লঙ্কা ব্রিগেড। শুভমান গিলরা যখন একদিন বাকি থাকতেই টেস্ট এবং সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন, তখন আবারও কাঁটা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগেই চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করে দিতে হল। আপাতত নামমাত্র লিড রয়েছে শ্রীলঙ্কার হাতে। চতুর্থ দিনেও ম্যাচ শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়েছে। এই টেস্টে শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের থেকে ভারতকে বেশি ভুগিয়েছে বৃষ্টি। যখন-তখন বৃষ্টি। তৃতীয় দিনের শেষে তো আর বলই গড়ায়নি। তখনও শ্রীলঙ্কার ফলো-অন বাঁচাতে দরকার ছিল ৩৮ রান। তবে বুধবার সকালে লঙ্কা ব্রিগেডকে দিশেহারা করে দেন প্রথম টেস্ট খেলতে নামা সারাংশ জৈন। তুলে নেন জোড়া উইকেট। শেষ

ফলো অন বাঁচিয়ে লিড পেল শ্রীলঙ্কা

পর্যন্ত ফলো-অন থেকে মাত্র ১৩ রান দূরে থামল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নেমেও যথেষ্ট বিপাকে ধনঞ্জয় ডি সিলভারা। চতুর্থ ওভারেই আউট হয়ে যান ওপেনার লাহিরু উদারা। তারপর পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারার সঙ্গে জুটি বেঁধে ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেন কামিল মিশারা। হাফসেঞ্চুরি পার্টনারশিপ গড়েন দুই ব্যাটার। সেই কাজটা এগিয়ে নিয়ে যান কামিন্দু মেন্ডিস। পাসিন্দুর সঙ্গে মিলে জুটিতে একশোর বেশি রান তোলেন। তবে এই তিনজন ছাড়া লঙ্কার কোনও ব্যাটারই রান পাননি। আট রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয় পাসিন্দুর। কামিন্দুর ব্যাট থেকে আসে ৫৫ রান। ফলো অন সামলাতে গিয়ে আউট হয়ে গিয়েছেন ৬ ব্যাটার। আপাতত লঙ্কা ব্রিগেডের স্কোরবোর্ডে ২২৯ রান। প্রথম ইনিংসে ২৯০ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন সোনাল দিনুশা। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের মাথাব্যথা বাড়িয়ে ক্রিজে টিকে রয়েছেন শতরানকারী লঙ্কা তারকা। আপাতত ১৬ রানের লিড রয়েছে শ্রীলঙ্কার, হাতে চার উইকেট। শেষ দিনে ভারতের টেস্ট জয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, একথা বলাই যায়। কিন্তু সেই সময়টুকু আদৌ মিলবে তো? প্রকৃতির রোষে জয়ের আসর ভেস্তে যাবে না তো? শ্রীলঙ্কার একমাত্র ভরসা সোনাল। কিন্তু তাঁর পক্ষে গোটা একটা দিন সামলানো কঠিন। তবে ভারত চাইবে, পঞ্চম দিনের প্রথম সেশনটা যেন পুরোটা হয়। সেই সেশনেই খেলা শেষ করার লক্ষ্যে নামবেন শুভমনেরা। উল্লেখ্য, এই টেস্ট জিততে না পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্ক আরও কঠিন হবে ভারতের জন্য।

ফের বিতর্কে সিএবি

স্বার্থের সংঘাতের 'ফাঁসে' বাংলার বোর্ড আম্পায়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ সিএবি অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য সুরজিৎ লাহিড়ীর পর এবার স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগে জড়িয়ে পা।লেন বাংলার বিসিসিআই আম্পায়ার ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী। তবে তাঁর বিরুদ্ধে সিএবি-র এথিক্স অফিসারের কাছে অভিযোগ জমা পড়েনি। পড়েছে, সরাসরি ভারতীয় বোর্ডের ওম্বুডসম্যান তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণ মিশ্রর কাছে। এবং আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালি ইন্দ্রনীলের শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। কেন এ হেন স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ বাংলার আম্পায়ারের বিরুদ্ধে? ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ দায়ের করেছেন পুলক মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তি। যিনি বোর্ডের ওম্বুডসম্যানের কাছে অভিযোগ করেন যে, ইন্দ্রনীল বিসিসিআই আম্পায়ার হওয়া সত্ত্বেও হুগলি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পদে বসে রয়েছেন। যা পুলকের অভিযোগ অনুযায়ী, স্বার্থের সংঘাত। চলতি বছরের গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়। যে অভিযোগ

পাওয়ার পর নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাঁকে। বোর্ড ওম্বুডসম্যান মারফত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিতে। বাংলার আম্পায়ার মহলের কেউ কেউ বলছিলেন, বিগত এক বছর ধরে হুগলি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পদে রয়েছেন ইন্দ্রনীল। এ বছর বেঙ্গল প্রো লিগের বেশ কয়েকটা ম্যাচের পরিচালনা তিনি করেছেন। আবার স্থানীয় ক্রিকেটের ম্যাচেও আম্পায়ারিং করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অনেকের মতে, এটা স্বার্থের সংঘাত। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিলেন বোর্ড আম্পায়ার ইন্দ্রনীল। যোগাযোগ করা হলে বললেন, ''প্রথমত আমি সিএবির সদস্য নই। সিএবির কোনও পদে নেই। বার্ষিক সাধারণ সভাতেও আমি আসি না। গত এক বছর ধরে হুগলি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পদে রয়েছি, এটা ঠিক। এবার বোর্ড ওম্বুডসম্যান যদি বলেন, আম্পায়ারিং বা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পদ যে কোনও একটা ছাড়তে হবে, তখন ঠিক করব কোনটা ছাড়ব। বোর্ড যা বলবে, তাই করব।''

প্লেয়ারদের স্যালারি ক্যাপে জালিয়াতি? আইএসএল ক্লাবগুলোকে কড়া চিঠি এআইএফএফ-এর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা আইএসএল-এ প্লেয়ারদের স্যালারি নিয়ে আলোচনা বহু বছরের। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটা দলকে ১৬.৫ কোটি টাকার মধ্যে দল গঠন করতে হলেও সেটাকে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চললেও এ বার নড়েচড়ে বসল এআইএফএফ। সরাসরি ক্লাবগুলোকে চিঠি দিয়ে প্লেয়ারদের স্যালারি, বোনাস সহ সমস্ত চুক্তি বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে। অভিযোগ, প্রতিটা ক্লাব তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্লেয়ারদের জন্য নির্ধারিত স্যালারি ক্যাপে ফাঁকি দেয়। বহু ক্লাবই কাগজে-কলমে নিয়ম মানলেও প্লেয়ার বোনাস, ইমেজ রাইটসের মতো একাধিক চুক্তি করে প্লেয়ারদের স্যালারি ক্যাপে বাইরেও অতিরিক্ত অর্থ দেয়। এই অভিযোগ বহু বছর ধরে থাকলেও কড়া নজরদারির অভাবে কোনও ক্লাবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি এআইএফএফ। ফেডারেশনের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণ সম্প্রতি রাজ্য সংস্থাগুলোকে এক কড়া সার্কুলার পাঠিয়ে নতুন নির্দেশিকা স্পষ্ট করেছেন। জানানো হয়েছে, প্লেয়ার এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টের পাশাপাশি সব ধরনের সাইড লেটার এবং আনুষঙ্গিক চুক্তির নথি সেন্ট্রালাইজড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম বা সিআরএস পোর্টালে আপলোড করতে হবে। কোনও তথ্য গোপন রাখা বা বাদ দেওয়া ফেডারেশনের আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে এবং এর ফলে ক্লাবকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সাহিল তাভোরা বনাম জিন্দাল ফুটবল প্রাইভেট লিমিটেডের (হায়দরাবাদ

এফসির মালিকানাধীন ও বর্তমানে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি) মামলার শুনানিতে এই অনিয়মটি প্রকাশ্যে আসে। ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি তদন্তে দেখতে পায় যে, তাভোরার এফসি গোয়া এমপ্লয়মেন্ট চুক্তি সিআরএসে থাকলেও দুই বছরের ৬৫ লাখ টাকার ইমেজ রাইটস চুক্তির কোনও নথি পোর্টালে আপলোড করা হয়নি। কমিটির চেয়ারপার্সন বিচারপতি রবীন্দ্র সিং তাভোরার দাবি খারিজ করে জানান, চুক্তি সংক্রান্ত সুবিধার ক্ষেত্রে বেছে বেছে কিছু নথি দেখানো এবং কিছু নথি গোপন রাখা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। লিগে দলগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বজায় রাখতেই এই স্যালারি ক্যাপের নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, যাতে কোনও দল আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে অন্যায় সুবিধা না পায়। চলতি ট্রান্সফার উইন্ডো থেকেই এই কড়া নিয়মাবলি কার্যকর করা হচ্ছে, যা ভারতীয় ফুটবলের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ফেরাতে বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। ক্লাবগুলো যাতে গোপন সাইড লেটার বা ইমেজ রাইটস চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত ১৬.৫ কোটি টাকার স্যালারি ক্যাপের নিয়ম ফাঁকি দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। চলতি ট্রান্সফার উইন্ডো অর্থাৎ ১ জুন থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৬-এর মধ্যে হওয়া সমস্ত ট্রান্সফার ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে। নথি গোপন রাখা এআইএফএফ-এর বিধিমালার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাবের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি কমিটি তদন্ত করে পয়েন্ট কাটা বা আর্থিক জরিমানা করতে পারে। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া সমস্ত ক্লাবের মধ্যে আর্থিক সমতা বজায় রাখা এবং একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখার জন্যই স্যালারি ক্যাপ চালু রাখা হয়েছে।

বোর্ডের আস্কারাতেই বাড়াবাড়ি?

জয়সওয়াল ইস্যুতে বিসিসিআই-কে তোপ সঞ্জয় মঞ্জেরেকরের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ আগস্টঃ ম্যাচের মাঝে বিপক্ষ প্লেয়ারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সওয়াল। দুটো ক্ষেত্রেই কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঝামেলায় জড়িয়েছেন দুই প্লেয়ার। এই ঝামেলার জন্য যশস্বী শাস্তি পেলেও বৈভবকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। এই দুটো ঘটনা নিয়ে এ বার বিসিসিআই ও আইসিসি-র ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করলেন প্রাক্তন

ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তিনি দুই সংস্থার কাছে আবেদন করলেন এই দুই তারকার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে। শ্রীলঙ্কার আসিথা ফেরনান্দোকে হেডবাট করায় জয়সওয়ালের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে, এর সঙ্গে এক ডি মেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। আইসিসি-র আর্টিকলের ২.১২ নম্বর ধারা ভঙ্গের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কিন্তু একই ঘটনা ঘটনার জন্য চলতি বছরের শুরুর দিকে শাস্তি দেওয়া হয়নি বৈভব সূর্যবংশীকে। এই বিষয়ে নিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় সঞ্জয় মঞ্জরেকর লেখেন, 'ভারতের এ দলের হয়ে বৈভবের পর এ বার যশস্বী জয়সওয়াল। যদি আপনারা এরকম ব্যবহারের পর ওদের ছাড় দিতে থাকেন, তাহলে আপনারাই উস্কানি দিচ্ছেন এই ধরনের কাজ করার জন্য। এটা ক্রিকেট এবং ওদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো নয়।' ২০২৬ সালের জুন মাসে ডাম্বুলায় ভারত এ বনাম শ্রীলঙ্কা এ দলের বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজের সেই ম্যাচ সুপার ওভারে যায়। বৈভব সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিশেষ হালামবাগের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ায়। এর পর বিসিসিআ বা আইসিসি কোনও শাস্তি দেয়নি বৈভবকে। বোর্ড সচিব দেবজি শইকিয়া জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে বিসিসিআই-এর কোনও ভূমিকা নেই, পুরোটাই ম্যাচ অফিসিয়ালের হাতে। সেটাই এ বার দেখা গেল জয়সওয়ালের ক্ষেত্রে। যদিও তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যদিও জয়সওয়ালের মধ্যে অনুশোচনা নেই। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পাল্টা লিখেছেন, 'ও (শ্রীলঙ্কার প্লেয়ার) কী বলেছে সেটা যদি না জানেন, তাহলে দয়া করে কথা বলতে আসবেন না। যদি কেউ সীমা অতিক্রম করে, তাহলে আমরা তাকে উপযুক্ত জবাব দেব। এই ভারত লড়বে এবং রিপ্লাই দেবে।'

এশিয়ান গেমসে ২৮ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু শ্রেয়সদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্টঃ জাপানের মাটিতে আসন্ন এশিয়ান গেমসে ফের ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামতে চলেছে ভারত। গতবারের জোড়া সোনা ধরে রাখার কঠিন চ্যালেঞ্জ। পুরুষ ও মহিলা, উভয় দলই সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নিজেদের টুর্নামেন্ট শুরু করবে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এবারও তারা পদকের অন্যতম প্রধান দাবিদার। হরমনপ্রীত কউরের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করছে ভারতীয় মহিলা দল। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ খোদ আয়োজক দেশ জাপান। মেগা ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। অন্যদিকে, শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় পুরুষ দল প্রতিযোগিতায় নামবে ২৮ সেপ্টেম্বর। এই বিভাগে এবার মোট ১০টি দল অংশ নিচ্ছে। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার টিকিট পেয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ভারতকে রাখা হয়েছে ২ নম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে। সেখানে শ্রেয়সদের প্রতিপক্ষ 'এ' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল। এই গ্রুপে লড়াই করবে আফগানিস্তান, জাপান ও নেপাল। অন্যদিকে, ১ নম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে পাকিস্তান। বাবর আজমরা মুখোমুখি হবেন 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ দলের। 'বি' গ্রুপে রয়েছে হংকং, চিন, মালয়েশিয়া এবং ওমান। বাকি ছ'টি টিমকে গ্রুপ পর্বের কঠিন বাধা টপকে শেষ আটে পৌঁছতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটা গ্রুপ থেকে সেরা দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পাবে।

রোনাল্ডোকে বেঞ্চে বসিয়ে আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াল ১০ জনের আল নাসর

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ২৬ আগস্টঃ মরসুমে প্রথম আল নাসরের মূল একাদশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু ম্যাচে সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখতে হলো বেঞ্চে বসে! দুই গোলে পিছিয়ে পড়া আল নাসর তাঁকে ছাড়াই আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে ৩-২ গোলের দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা শেষে রোনাল্ডোকে মাঠ থেকে তুলে নেন আল নাসর কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু। ব্যাপারটা যে পর্তুগিজ কিংবদন্তির ভালো লাগেনি, সেটা মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে রোনাল্ডোর সামনে নাটকের তখনো অনেক বাকি ছিল। আল নাসর ততক্ষণে ১০ জনের দল। আল ইত্তিফাক স্ট্রাইকার মুসা দেম্বেলেকে ফাউল করে ১২ মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আল নাসরের গোলকিপার বেন্তো। ৩১ মিনিট এবং প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে গোল করে একজন বেশি নিয়ে খেলার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করে আল ইত্তিফাক। অর্থাৎ রোনাল্ডো মাঠ ছাড়ার সময় ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিল আল নাসর। এমন মুহূর্তে তাঁকে তুলে নেওয়াটা একটু অবাক করার মতোই। কারণ, ম্যাচে ফিরতে গোল দরকার ছিল আল নাসরের। আর অন্তত

পরিসংখ্যান বিচারে মাঠে রোনাল্ডোর চেয়ে ভালো গোলশিকারি আর কে হতে পারেন! কিন্তু পোস্তেকোগলু রোনাল্ডোর পরিসংখ্যানের ধার ধারেননি। তিনি দেখেছেন ম্যাচে প্রথমার্ধে রোনাল্ডোর পারফরম্যান্স। এই অর্ধে সাতবার বল স্পর্শ করে মাত্র দুটি শট নিতে পারেন রোনাল্ডো। পোস্টে ছিল একটি। পাঁচটি পাসের মধ্যে তিনটি পাসে সফল, গোলের কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেননি। অথচ তখন গোলটাই সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল ক্লাবটির। ৭৪ মিনিটে সাদিও মানের কল্যাণে গোল পেয়ে যায় আল নাসর। তিন মিনিট পর আবদুল্লাহ আল আমারি এনে দেন দ্বিতীয় গোল। ২-২ ব্যবধানে ম্যাচে সমতায় ফেরে আল নাসর। যোগ করা সময়ে মানের দ্বিতীয় গোলে দাম্মাম থেকে গতকাল রাতে শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত এক জয় নিয়ে ফেরে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। ৩ ম্যাচের সব কটিই জিতে লিগ টেবিলের শীর্ষেও আল নাসর। জয়ের পর আল নাসরের কোচ পোস্তেকোগলু বলেন, ''দ্বিতীয়ার্ধে আমরা সাহস নিয়ে খেলেছি। সে জন্য ভালো লাগছে। এখানে আমি দলকে সাহায্য করতে এসেছি। সবাই জানে, রোনাল্ডো দীর্ঘ সময় খেলেনি, তবে প্রথমার্ধে সে দারুণ খেলেছে। যদিও আমরা তারপর ভিন্ন কৌশল নিয়েছি।''

পিএফএ বর্ষসেরা

১৬ বছরে ইউনাইটেডের প্রথম ও ১৮ বছরে দ্বিতীয় পর্তুগিজ ফার্নান্দেজ

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ২৬ আগস্টঃ গত মে মাসে ইংল্যান্ডের ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরার পুরস্কার জেতেন দুজন। এবার ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারও উঠল তাঁদের হাতেই। ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও খাদিজা শ। পিএফএর ছেলেদের বর্ষসেরার ট্রফি জিতেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ফার্নান্দেজ। মেয়েদের ট্রফিটি উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড খাদিজা শ-র হাতে। গতকাল এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১০ সালে ওয়েইন রুনির পর ইউনাইটেডের প্রথম ফুটবলার হিসেবে পিএফএ বর্ষসেরা ট্রফি জিতলেন পর্তুগিজ তারকা ফার্নান্দেজ। থিয়েরি অঁরি ও কেভিন ডি ব্রুইনাকে পেছনে ফেলে গত মরসুমে (২০২৫-২৬) গোল বানানোর দারুণ একটি রেকর্ড গড়েন ফার্নান্দেজ। ২১ গোল বানানোর পথে ভেঙে ফেলেন প্রিমিয়ার লিগের এক মরসুমে সর্বোচ্চ গোল বানানোর রেকর্ড। পাশাপাশি ৯টি গোলও করেন ফার্নান্দেজ। বাজে শুরুর পর ফার্নান্দেজের হাত ধরেই মরসুম শেষে লিগে তৃতীয় হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার টিকিট পেয়ে যায় ইউনাইটেড। গত মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৭ ম্যাচে ২২ গোল করানোর পাশাপাশি ৯ গোল করেন ফার্নান্দেজ। স্পোর্তিং লিসবন থেকে ২০২০ সালে ইউনাইটেডে যোগ দেওয়া এ মিডফিল্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস, দাভিদ

পিএফএ বর্ষসেরার ট্রফি হাতে স্ত্রী অ্যানা পিনিওর সঙ্গে ব্রুনো ফার্নান্দেজ। মঙ্গলবার ম্যানচেস্টারের অপেরা হাউজে। ছবি-সংবাদ সংস্থা

রায়া, ডেক্লান রাইস, রায়ান শেরকি ও আর্লিং হলান্ডকে পেছনে ফেলে বর্ষসেরার ট্রফিটি জিতলেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পর দ্বিতীয় পর্তুগিজ হিসেবে পিএফএ বর্ষসেরা হলেন ফার্নান্দেজ। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে এই ট্রফি জেতেছেন রোনাল্ডো। সিটিকে মেয়েদের লিগ জেতানো খাদিজা শ সর্বশেষ তিন মরসুমের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার পিএফএ বর্ষসেরা হলেন। মেয়েদের সুপার লিগে (ডব্লিউএসএল) গত মরসুমে সর্বোচ্চ ২১ গোল করে টানা তৃতীয়বার গোল্ডেন বুটও জেতেন খাদিজা শ। পিএফএ ছেলেদের বর্ষসেরা ফুটবলারের ট্রফি হাতে ফার্নান্দেজ বলেন, ''খুবই গর্বের মুহূর্ত। যাদের বিপক্ষে আপনি মাঠে লড়াই করেন, তারাই আপনাকে ভোট দিয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে খেলেন, তাদের কাছ থেকে ভোট পাওয়া সহজ নয় ফলে এটি খুবই চমৎকার একটি মুহূর্ত।'' সিটির জন্য আরও সুখবর আছে। তাদের ডিফেন্ডার নিকো ও'রাইলি ছেলেদের বছরের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের ট্রফি জিতেছেন। লিগে ৩৪ ম্যাচে ৯টি 'ক্লিন শিট' রাখার পাশাপাশি আটটি গোলে অবদান রেখেছেন ও'রাইলি। লিগ কাপ ফাইনালে সিটির জয়ে ম্যাচসেরাও হয়েছিলেন ও'রাইলি। আর্সেনাল ফরোয়ার্ড অলিভিয়া স্মিথ মেয়েদের বছরের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের ট্রফি ধরে রেখেছেন। ম্যানচেস্টার সিটি উইঙ্গার লরেন হেম্পের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে একাধিকবার এই ট্রফি জিতলেন স্মিথ। পিএফএর ছেলেদের বর্ষসেরা একাদশে সিটি থেকে আছেন চারজন আর্লিং হলান্ড, রায়ান শেরকি, আন্তোনিও সেমেনিও ও নিকো ও'রাইলি। লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল থেকে এই দলে জায়গা পেয়েছেন পাঁচজন- দাভিদ রায়া, গ্যাব্রিয়েল, উইলিয়াস সালিবা, জুরিয়েন টিম্বার ও ডেক্লান রাইস। বাকি দুটি জায়গা ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ফার্নান্দেজের এবং ব্রেন্টফোর্ড স্ট্রাইকার ইগর থিয়াগোর।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com